প্রকাশক—শ্রীবিশ্বনাথ দাস
৮২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৫

লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার
শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

স্যমন্তক

নিউ গণেশ অপেরায় অভিনীত।

রাজা সত্রাজিত করলেন সূর্য্যের তপস্যা, লাভ করলেন 'স্যমন্তক মণি'। জরাসন্ধ-কন্যা অস্তির আত্মহত্যার চেষ্টা ও সত্রাজিত কর্তৃক মণির সাহায্যে উদ্ধার। স্যমন্তক লাভের জন্য জরাসন্ধের দ্বারকা আক্রমণ ও শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সহিত যুদ্ধ। সত্যভামার বিবাহে যৌতুকস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে স্যমন্তক মণি দান। তারপর কি হ'লো তা নাটকেই দেখতে পাবেন। মূল্য ২·৭৫ পয়সা।

তারাচাঁদ দাস এণ্ড সন্স
৮২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দাস
"তারা আর্ট প্রেস"
৮২নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৫

উৎসর্গ

আমার প্রিয়তম শিষ্য নদীয়া জেলা যশোড়া গ্রামনিবাসী ব্রতচারী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, ভূষণাশ্রমের পরিচালক, দেশমাতৃকার সুসন্তান শ্রীমান্ সুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার **“মায়ের দান”** নাটকখানি আশীর্ব্বাদস্বরূপ অর্পণ করিলাম।

যে প্রাণ লইয়া এসেছ এখানে
সে প্রাণে কর রে কীর্ত্তিমান্।
রহিবে অমর হইয়া বিশ্বে
লভিবে অভয় “মায়ের দান”

২। ৩—

আশীর্ব্বাদক
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

চুহাট্টা—বর্দ্ধমান

কুশীলবগণ

পুরুষগণ

শ্রীবৎস (প্রাগ্‌রাজ), রেবন্ত (ঐ ভ্রাতা), দেবল (ঐ মন্ত্রী),
দুলিচাঁদ (ভীলসর্দ্দার), মাধব (জনৈক ব্রাহ্মণ), কঙ্কন (ঐ পুত্র),
বাহুদেব (সৌতিপুররাজ), রতন (কাঠুরিয়া সর্দ্দার),
শনৈশ্চর (গ্রহরাজ), কর্ণাটরাজ, সিদ্ধনাথ, ধুরন্ধর
(ঐ পুত্র), ভূষুণ্ডি কবিরাজ, ভাগ্য, কৃষক,
প্রলয়, প্লাবন, মড়ক, দুর্ভিক্ষ,
প্রজাগণ, নাগরিকগণ
ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

চিন্তা (রাজরাণী), মাধুরী (রেবন্তের স্ত্রী), দীপ্তি (মন্ত্রিকন্যা),
কোজাগরী (সিদ্ধনাথের স্ত্রী), ভদ্রাবতী (সৌতিরাজ-কন্যা),
রম্ভাবতী (মালিনী), লক্ষ্মী, ভগবতী, শ্রী,
অপ্সরাগণ, নর্ত্তকীগণ
ইত্যাদি।

মায়ের দান

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ।

গীতকণ্ঠে সভয়ে প্রজা ও প্রজা-রমণীগণের প্রবেশ।

গীত।

সকলে।— শনি ধরেছে দেশে।
পালাই চল্—পালাই চল্
আমাদের ধর্‌বে কি শেষে॥
পুরুষগণ।— মাগীদের সাজ হয় না—
পুঁটলী বাঁধ্‌তে রাত কাবার,
স্ত্রীগণ।— মুখের কথা নয় রে মিন্সে,
ফেলে যাওয়া সব সংসার,
কত সাধের হাঁড়ি কুড়ি, কত সাধের পোস্ত বড়ি,
কেমন ক'রে যাব ফেলে
মর্‌বে যে প্রাণ আপশোষে॥
পুরুষগণ।— আমাদেরও পরাণ কাঁদে,
যাচ্ছি কি আর সাধে সাধে,
হবে না ধান ক্ষেতে—পাব না আর খেতে,
শনিতে সব নেবে হায় চুষে।
স্ত্রীগণ।— হায় হায় হায়! একি হ'লো আমাদের
কোথেকে ওই সর্ব্বনেশে এসে॥

[সকলের প্রস্থান।

ছদ্মবেশে শনির প্রবেশ।

শনি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! রাজ্য ছেড়ে ওই চলেছে প্রজারা, তুলেছি প্রবল হাহাকার এই পুণ্যভূমি প্রাগ্‌রাজ্যে—জ্বেলেছি প্রলয়ের দাবানল এই শান্তির প্রতিষ্ঠানে। অহঙ্কারী শ্রীবৎস রাজন্! আমি চূর্ণ কর্‌বো তোমার দর্প—গর্ব্ব—মান। ছুটিয়ে দেবো তোমার নয়নাশ্রুর বৈতরণী। দারিদ্র্যের ঘূর্ণিপাকে ফেলে তোমার শ্বাসরোধ ক'রে দাঁড়াবো—তোমায় দ'লে পিষে প্রতিশোধ নেবো। বিবস্বান-পুত্র শনৈশ্চরের তুমি অপমান কর্‌লে, লক্ষ্মীকে উচ্চাসন দিয়ে তুমি আমায় হীনতার বেশে সাজালে। দেখ্‌বো—দেখ্‌বো লক্ষ্মীভক্ত রাজা! শনৈশ্চরের প্রখর দৃষ্টির সুতীক্ষ্ণ শায়কে তুমি কতক্ষণ স্থির হ'য়ে থাকৃতে পার! দেখ্‌বো সেই লক্ষ্মীর কতখানি শক্তি, কেমন ক'রে তোমায় রক্ষা করে। ওঃ! তুচ্ছ মানব—তার চক্ষে আমি হীন? আমি নিকৃষ্ট? ওঃ! না—না, কিছুতেই অপমানের চিতা বুক হ'তে নিভ্‌বে না, কিছুতেই ভুল্‌বো না। চাই ধ্বংস—চাই শুধু ধ্বংস।

গীতকণ্ঠে ছদ্মবেশী ভাগ্যের প্রবেশ।

গীত।

ভাগ্য।—

পার্‌বে না ভাই পার্‌বে না কর্‌তে তাহার মন্দ।
বৃথাই হবে পরিশ্রম বৃথাই হবে দ্বন্দ্ব।

শনি। কি, পার্‌বো না? শক্তিমান্ দেবতা হ'য়ে হীনমতি মানবকে ধ্বংস কর্‌তে পার্‌বো না?

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ভাগ্য ।—

সে যে ওরে মায়ের ছেলে,
থাক্‌বে সুখে মায়ের কোলে,
মায়ের শক্তি কর্‌বে তাহার
দুঃখের আসা বন্ধ ॥

শনি। মায়ের শক্তি? দেখ্‌বো তার মায়ের শক্তি! দেখ্‌বো, মা কেমন ক'রে তার পুত্রকে রক্ষা করে এই জগৎত্রাসিত শনির কোপদৃষ্টি হ'তে? ওই সিদ্ধিদাতা গণপতির করিমুণ্ড দেখে কি শনির ক্ষমতা বুঝ্‌তে পারছো না? শ্রীবৎস রাজার আর রক্ষা নাই—রক্ষা নাই।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ভাগ্য ।—

নিরাশার অন্ধকারে,
যেও না আর নেশার ভরে,
তোমার ওই হিংসাপূজার অন্তরালে,
মা যে চির আশিস্ ঢালে,
বুঝ্‌তে নার মায়ের প্রতাপ ওরে অবুঝ অন্ধ ॥

[প্রস্থান।

শনি। না—না, কিছুতেই আমি শান্ত হবো না—কিছুতেই সেই দর্পিত রাজাকে ক্ষমা করতে পার্‌বো না। আমার এ প্রতিহিংসার অভিযান—হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওই—ওই উঠেছে রাজ্যময় ঘোর আর্ত্তনাদ, ওই—ওই দুর্ভিক্ষ মড়কের অট্টহাসি—করালমূর্ত্তি—তাণ্ডব নর্ত্তন! ধ্বংস হোক্ প্রাগ্‌রাজ্য—ধ্বংস হোক্ শ্রীবৎস রাজন্।

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। শনৈশ্চর!

শনি। তুমি?

লক্ষ্মী। আমি।

শনি। কি চাও আবার?

লক্ষ্মী। চাই মার্জ্জনা।

শনি। অসম্ভব।

লক্ষ্মী। অসম্ভব?

শনি। হ্যাঁ, অসম্ভব! আমি তোমারই জন্য অপমানিত—লাঞ্ছিত—দেবসমাজে অবনত; তোমারই জন্য তুচ্ছ এক মানব কর্ত্তৃক আমি হেয়—অবজ্ঞেয়। আমি ভুল্‌বো না দেবি সে অপমানের সুতীব্র দংশন-জ্বালা। আমার সারা অঙ্গ জ্ব'লে পুড়ে থাক্ হ'য়ে যাচ্ছে। আমি নিকৃষ্ট?

লক্ষ্মী। বিসম্বাদের জয়-পরাজয় তো আছেই। উভয়ের মতানুযায়ী মহারাজ শ্রীবৎস বিচারের নিষ্পত্তি ক'রে দিয়েছে, তবে তার জন্য কেন সেই নিরপরাধ বিচারককে এরূপভাবে যন্ত্রণা দিতে উদ্যত হয়েছ? যা হওয়ার সে তো হ'য়েই গেছে, একের জন্য আজ কেন সহস্রজনের অহিত-সাধনে উদ্যত হয়েছ গ্রহরাজ! তাকে মার্জ্জনা কর।

শনি। হবে না। একের জন্য সহস্রজনের হন্তারক হবো দেবি! আমি তাকে মার্জ্জনা কর্‌তে পার্‌বো না। আমি তাকে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেবো, গ্রহরাজ শনির শক্তি কত ভয়ঙ্কর—কত ভীষণ—কত মর্ম্মন্তুদ।

লক্ষ্মী। তাহ'লে শুন্‌বে না?

শনি। না।

লক্ষ্মী। দেবত্ব—

শনি। ভুলে গেছি। মানবের অপমান আমার দেবত্বের মহিমা মুছে দিয়েছে। আমি এখন আর দেবতা নই; নির্ম্মম পিশাচ—প্রতিহিংসার সেবক—ঘূর্ণাবর্ত্ত—ধ্বংসের মূর্ত্তিমান্ প্রতিমূর্ত্তি।

লক্ষ্মী। অহঙ্কারী শনৈশ্চর! মনে রেখো, লক্ষ্মী তোমার ঐ কর্ম্মের পথে নৈরাশ্যের আগুন জ্বেলে দেবে—তোমার ঐ প্রতিহিংসার মরুভূমিতে বরষার বারিধারা ডেকে আন্‌বে—তোমার ঐ শাণিত খড়্গ ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেবে। ভয় নেই সুবিচারক মহামতি শ্রীবৎস! দুর্জ্জয় শনির প্রকোপ হ'তে আমিই তোমায় রক্ষা কর্‌বো। সাবধান গ্রহরাজ! সাবধান হও, ওই দেখ সম্মুখে তোমার বিরাট অন্ধকার।

[প্রস্থান।

শনি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! অন্ধকার—না উষার আলোক? যাও লক্ষ্মি! শনৈশ্চরের এ অপ্রতিহত গতির বেগ তুমি কিছুতেই রোধ করতে পার্‌বে না। নারী তুমি, তুচ্ছ তোমার শক্তি। প্রাগ্‌রাজ্যে জীবন্ত বিভীষিকা জাগিয়ে তুল্‌বো—নির্ম্মমতার অভিনয় ক'রে চরম প্রতিশোধ গ্রহণ কর্‌বো। আরে আরে আত্মদম্ভী লক্ষ্মীভক্ত রাজা! তোমার বিচারে আমি নিকৃষ্ট—শ্রেষ্ঠা লক্ষ্মী! কই—কোথায় তোমরা ধ্বংসের অনুচরগণ! এস—এস! মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে ছুটে এস—প্রাগ্‌রাজ্যে তোমাদের স্বরূপ ফুটিয়ে তোল।

(সহসা দামামাধ্বনি—নৃত্যগীত সহকারে মূর্ত্তিমান্ প্রলয়, মড়ক, প্লাবন, মহামারী, ব্যাধি ও অশান্তির আবির্ভাব)

গীত।

সকলে।— হাঃ-হাঃ-হাঃ! কর্‌বো শ্মশান দেশটা।
পলকে তুল্‌বো মোরা হাহাকারের ধুমটা॥

গীতকণ্ঠে ভাগ্যের প্রবেশ।

গীত।

ভাগ্য।—

আমিও বহাবো শান্তির নদী,
জ্বালিব আলোকমালা,

গীতকণ্ঠে শ্রীর প্রবেশ।

গীত।

শ্রী।—

আমিও বিলাবো অভয় আশিস্,
ঘুচাবো সকল জ্বালা,

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ।

গীত।

ধর্ম্ম।—

মায়ের বোধন বসায়ে সেখানে
দেখাবো পূজার ঘটা॥

[সকলের প্রস্থান।

শনি। চলুক্—চলুক্ রণ—বাজুক্ দামামা—ছুটুক্ রক্তের তরঙ্গ! চাই অপমানের প্রতিশোধ—চাই প্রতিহিংসা মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি—চাই তুচ্ছ নরের বিনাশসাধন। ভেসে যাক্ আমার দেবত্ব মহিমা—চাই শুধু প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পুষ্পোদ্যান।

দীপ্তি ভ্রমণ করিতেছিল।

দীপ্তি। সে আমার কে? কেনই বা তার জন্য এত ভেবে মরি? এত চেষ্টাতেও তাঁকে ভুল্‌তে পারিনে। সে যখন আমায় চায় না, আমিই বা তাঁকে চাইবো কেন? না—না, কেমন ক'রে তাঁকে ভুল্‌বো? সে যে আমার এই তরঙ্গিত যৌবনের সুখনিশার স্বপ্নের হিল্লোল—সে যে আমার যৌবন-নিকুঞ্জের প্রস্ফুটিত প্রসূনের মত্ত মধুকর—সে যে আমার জীবনপথের শুকতারা। তাঁকে কেমন ক'রে ভুলি?

গীত।

দীপ্তি।—

তারে ভালবেসে কেন নিরাশা সখি রে ডেকে এনে।
(কেন) অহরহ কেঁদে মরি গোপনে ওগো নিরজনে॥
জানি না কি চোখে হেরিয়া তাহারে
আমার পরাণ পাগল হ'লো গো,
জানি না কি রূপে হইনু মুগ্ধ,
আমার সকলি হারায়ে গেল গো,
আমি মনভোলা—আমি পথভোলা,
আমি সকলি ভুলিয়া গেছি গো,
জানি না সে কবে হবে আপনার,
বসিবে হিয়ার আসনে॥

দীপ্তি। না—না, আমি তাকে ভুল্‌তে পার্‌বো না।

রেবন্তের প্রবেশ।

রেবন্ত। ভুল্‌তে হবে।

দীপ্তি। কে?

রেবন্ত। ভুল।

দীপ্তি। ভুল!

রেবন্ত। জীবন্ত ভুল।

দীপ্তি। উন্মত্ত পিশাচ!

রেবন্ত। সাবধান দীপ্তি! জান আমার কতখানি ক্ষমতা? কিন্তু তোমার প্রতি আমার সে নির্ম্মমতা দেখাবার আবশ্যক নেই, আমি তোমায় ভালবেসেছি। আমি তোমার জন্য সমস্ত ত্যাগ কর্‌তে পারি। তুমি এখনো আমার কথায় সম্মত হও।

দীপ্তি। বাঃ! চমৎকার! ক্ষমতা আছে ব'লেই কি পরনারীকে এমনিভাবেই দেখ্‌তে হয়? কেন তুমি আমার জন্য মরীচিকার পেছু পেছু ছুটে যাচ্ছ মোহান্ধ? যাও—যাও, নতুবা এখনি তোমায় আত্ম-মর্য্যাদা হারাতে হবে। কি ভ্রম তোমার রেবন্ত! জান, আমি বিবাহিতা?

রেবন্ত। বিবাহিতা হ'লেও সে এখন তোমায় চায় না।

দীপ্তি। সে আমায় না চাইলেও আমি তাকে শতবার চাইবো—জন্ম-জন্মান্তর তাকে চাইবো। অগ্নি নারায়ণ সাক্ষ্য রেখে পিতামাতা আমায় যখন তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে বল্‌লেন,—কন্যা, মনে রেখো, আজ হ'তে ইনিই তোমার দেবতা—ইনিই তোমার সব। কখনও যেন এঁর প্রাণে ব্যথা দিও না। আমিও পিতামাতার সে আদেশ ভুল্‌বো না। যদিও আমায় চরণে স্থান না দেন, তবুও আমি তাঁর চরণ

পূজা করতে ভুলবো না। আমি নারী, আমার সে অধিকার নেই রেবন্ত—ইষ্টদেবতার মন্ত্র ভুলে যেতে।

রেবন্ত। কিন্তু তোমার সেই ইষ্টদেবতা আজ কোথায়, জান?

দীপ্তি। কোথায়?

রেবন্ত। কারাগারে—অন্ধকারে—একা নিঃসহায়।

দীপ্তি। যঁ্যা—সেকি! তাঁর অপরাধ?

রেবন্ত। আমার সুখের পথের অন্তরায়—আমার আজন্মসঞ্চিত আশায় বজ্রপাত। আমি তাকে এইবার হত্যা করবো—তার ছিন্নমুণ্ড এনে তোমায় উপহার দেবো।

দীপ্তি। উঃ! নিষ্ঠুর জল্লাদ!

রেবন্ত। বল, তুমি তাকে ভুলে যাবে? তার নির্ম্মমতাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আমায় তোমার জীবনপথের পথিক করবে?

দীপ্তি। উন্মাদ কল্পনা! তা আর হয় না রেবন্ত! পিতামাতার প্রদত্ত সেই অমূল্য রত্ন আমি অবহেলায় হারাতে পারবো না। তার নির্ম্মম কশাঘাতে আমার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হ'লেও আমি তাঁকে ভুলবো না—দূরের পথে থাকলেও আমার নিবেদিত অর্ঘ্য তাঁরই চরণের উদ্দেশে দান ক'রে নারীজন্ম সার্থক করবো।

রেবন্ত। বটে! তাহ'লে আমার কথা শুনবে না?

দীপ্তি। ও কথা শোনবার নয়, ও কথা যেন জগতের আর কাউকে শুনিও না। ও কথা শুনলে যে মাটী দু'ফাঁক হ'য়ে যাবে—বাজ এসে তোমার মাথায় পড়বে।

রেবন্ত। মিথ্যা—মিথ্যা!

দীপ্তি। মিথ্যা নয়—জীবন্ত সত্য, প'ড়ে আছে তার সহস্র দৃষ্টান্ত। যারা লালসার উন্মত্ততায় পরনারীর প্রতি নির্য্যাতন করতে উদ্যত হয়,

তাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত—তাদের পরিণাম খুবই মর্ম্মন্তুদ। যাও—যাও। দেবতা আমার বন্দী? কর্‌লে কি নির্ম্মম! উঃ! জগতে কি ভগবান্ নেই! ওগো—কে আমার স্বামীর জীবনরক্ষা কর্‌বে?

রেবন্ত। রক্ষা কর্‌বার কেউ নেই এই প্রাগ্‌রাজ্যে, কারো শক্তি নেই আমার কার্য্যে বাধা দিতে। আমি রাজ-সহোদর, আমি তোমায় ইচ্ছা কর্‌লে প্রাগ্‌রাজ্যের অধীশ্বরী করতে পারি। কেন তুমি উপেক্ষার পদদলনে দূরে ফেল্‌তে চাইছো দীপ্তি অযাচিত সৌভাগ্যের দান? কেন তুমি অমন অমূল্য যৌবনটাকে ব্যর্থতার সাগরে ভাসিয়ে দিতে চাও? এস—আমার হাত ধর সুন্দরি! ভেসে যাই চল চির সুখের মধুর-তরঙ্গে—ধন্য হোক্ তোমার নারীজন্ম।

দীপ্তি। আবার সেই ঘৃণিত প্রস্তাব রাজ-সহোদর! আমি যে তোমার ভগ্নী।

রেবন্ত। ভগ্নী—হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভুলে যাও সে স্বপ্নকাহিনী, তুমি প্রকৃতির কুসুম-উদ্যানের ফুটন্ত মল্লিকা—আমি দিশেহারা মত্ত মধুকর। এস—এস দীপ্তি! তৃপ্তির পরশ দিয়ে আমার প্রাণের জ্বালা দূর ক'রে দাও; নতুবা তোমার স্বামীর জীবনরক্ষার কোন আশাই নাই। কল্যই দেখ্‌তে পাবে তোমার স্বামীর ছিন্নমুণ্ড।

দীপ্তি। উঃ! কি করি আমি! স্বামি! দেবতা! আমার জন্য তুমি ঘাতকের হাতে প্রাণ দেবে? না—না, আমি তা দিতে দেবো না। তুমি আমায় দলিত কর্‌লেও আমি তোমায় মাথা হ'তে নামাতে পার্‌বো না। তুমি যে আমার ইহজীবন পরজীবনের তপস্যা—সাধনা—দেবতার দেবতা! চল রাজভ্রাতা, আমি তোমার কামনাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি হবো—মুক্তি দাও আমার স্বামীকে।

রেবন্ত। তবে এস দীপ্তি! আমি তোমার স্বামীকে মুক্তি দিচ্ছি।

দীপ্তি। চল।

রেবন্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বৃদ্ধ দেবল! প্রতারক! তুমি আমায় কন্যাদান করতে কুণ্ঠিত হয়েছিলে; কিন্তু এইবার চেয়ে দেখ, আজ তোমারই কন্যা আমার অঙ্কলক্ষ্মী হ'তে চাইছে।

দীপ্তি। কোথায় চলেছি আমি? আলোকে—না অন্ধকারে? শান্তির পথে—না অশান্তির পথে? উত্তাল সাগরে ঝাঁপ দিতে—না তার পরপারে গিয়ে আনন্দের সহচরী হ'তে! একদিকে দেবতার জীবনরক্ষা—অন্যদিকে নারীর অমূল্যরত্ন সতীত্ব বিসর্জ্জন দেওয়া, আমি যে উভয়-সঙ্কটের মাঝখানে পড়্‌লুম। ওগো সঙ্কটত্রাণ ভগবান্! তুমি আমায় রক্ষা কর।

রেবন্ত। একি! এস দীপ্তি!

দীপ্তি। পা যে আর উঠ্‌ছে না রেবন্ত! কি যেন একটা নেশার ঘোরে আমার সর্ব্বাঙ্গ দুল্‌ছে, আমি যে আর স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পারছিনে। দেবতার জীবনরক্ষা—সতীত্ব বিসর্জ্জন! তুমুল ঝড়—তুমুল ঝড় উঠ্‌লো আজ দীপ্তির অন্তর-আকাশে। উঃ! আমি আজ কোন্ পথ ধর্‌বো?

রেবন্ত। বটে! আবার প্রতারণার অভিনয়? তাহ'লে যাবে না? আচ্ছা—দেখ, আমি তোমায় নিয়ে যেতে পারি কি না। এই—কে আছিস্?

দুইজন রক্ষীর প্রবেশ।

রেবন্ত। বেঁধে ফেল্, একে নিয়ে আয় আমার বিলাসকক্ষে।

(রক্ষিদ্বয় দীপ্তিকে বাঁধিতে উদ্যত)

দীপ্তি। ভগবান্! ভগবান্! বিপন্নাকে রক্ষা কর ঠাকুর! কি

করি—কোথায় যাই ? ওগো, কে আছ, আমায় রক্ষা কর—আমি যে আজ দানবকবলে পতিতা।

রেবন্ত। বেঁধে ফেল্! (দীপ্তিকে অনুচরদ্বয় ধরিয়া ফেলিল—দীপ্তি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।) ব্যস্, নিয়ে আয়।

[দীপ্তিকে লইয়া প্রস্থান।

মাধবসহ দুলিচাঁদের প্রবেশ।

দুলিচাঁদ। বোল্—বোল্ ঠাকুর বাবা! তু তুরন্ত বোল্ কুথায় গেল সে শয়তানটা! হামি তাহার শিরটা এখুনি ছিঁড়িয়ে আন্‌বে। ছো-ছো-ছো! রেজা লোকের এহি কাম আছে ঠাকুর? হামরা ছোটা জাত—হামরাও ওহি কাম কোর্‌তে ডর পায়—পরাণটা কাঁপিয়ে ওঠে পরের স্ত্রীকো ইজ্জৎ কাড়িয়ে লিতে। এ তো মানুষের কাম নেহি ঠাকুর বাবা! এ তো জানোয়ারের কাম আছে—শয়তানের কাম আছে। বোল্—বোল্ ঠাকুর বাবা!

মাধব। আজ তুমি ভীষণ পরীক্ষার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছ দুলিচাঁদ! এখনো একটু বেশ ভেবে দেখ, তুমি দুর্ব্বল—সে প্রবল, তুমি একা—সে বহু, তুমি প্রজা—সে রাজা। ভেবে দেখ সর্দ্দার! একদিকে রাজনিগ্রহ—একদিকে নারীর সম্ভ্রম রক্ষা। দেবল! দেবল! ভাই—বন্ধু! তুমি কন্যার জন্য কেঁদো না। তোমার কন্যাকে আমরা উদ্ধার ক'রে আন্‌বো—তোমার জামাতাকে আমরা মুক্ত ক'রে দেবো। পার্‌বে দুলিচাঁদ!

দুলিচাঁদ। কেন পার্‌বে না ঠাকুর বাবা? হামি লোক মানুষ নেহি? ভগবানজী হামাদের ছোটাজাত কর্‌লেও হামরা কি ধরম মানবে না? হামরা কালীমায়ির নামে শপথ কোরিয়ে বল্‌ছি—দেবলজীর

লেড়কীর আস্তে হামরা জান দিবে। চল্—চল্ ঠাকুর বাবা, দেখিগে চল্—দুষমনটা কাঁহা ভাগিয়ে গেলো।

মাধব। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আস্‌তে পার্‌লে তার সঙ্গে দেখা হ'তো। যাই হোক্ দুলিচাঁদ, আমরা মন্ত্রিকন্যাকে খুঁজিগে চল। তবে মনে রেখো দুলিচাঁদ! আজ তুমি সাপ নিয়ে খেলা কর্‌তে যাচ্ছ—হয়তো একদিন তোমার এই পরহিতব্রত পালনের পথে বিরাট দুর্য্যোগ এসে উপস্থিত হবে—তোমায় কাঁদতে হবে।

দুলিচাঁদ। তু কি বল্‌ছিস ঠাকুর বাবা! দেবলজী যে হামার বন্ধু আছে। তাহার বিপদ—হামি তাহারে দেখ্‌বে না? তাহার সাহায্য কর্‌বে না? জরুর কোরবে। জান যাবে তো কি হোবে? হামার ধনদৌলত যাবে তো কি হবে ঠাকুর বাবা? হামিলোক চাঁড়াল আছে—শ্মশানে একটু কুঁড়িয়া বাঁধিয়ে থাক্‌বে। হামাদের অজব কি রে ঠাকুর বাবা? ভগবানজীর রাজ্যিতে কেউকির অজব নেহি। তু ভাবিস্‌নে, হামরা চাঁড়াল বোলিয়ে কি হামাদের বাত্‌ভি সাচ্চা নেহি? আরে ঠাকুর বাবা! ভদ্দর হোইয়ে যদি তাহার বাত্‌ভি সাচ্চা রাখ্‌তো—তাহ'লে এ দুনিয়াটা ভদ্দর বানিয়ে যাতো। তু বিশওয়াস্ কর্—আয়, হামায় দেখিয়ে দিবি আয়।

মাধব। কে বলে তুমি ছোটজাত দুলিচাঁদ? তোমার মত এমন মহাপ্রাণ আমি কোন তীর্থে দেখিনি—সাধুর আশ্রমে খুঁজে পাইনি—দেবমন্দিরেও মেলেনি। তুমি নীচ অস্পৃশ্য হ'লেও কর্ম্ম তোমার গরীয়ান্—কর্ত্তব্য তোমার মহীয়ান্—ত্যাগ তোমার অনন্ত বারিধি। জানি না, কোন যুগান্তর আস্‌বে কি না?

দুলিচাঁদ। ঠাকুর বাবা! মাইয়া লোকের ইজ্জত যাবে—হামরা মানুষ হোইয়ে কেমন কোরিয়ে চুপ থাক্‌বো বোল্ তো? তু ডর্ করিস্‌নে বাবা!

দেখ্‌বি—ঢুলিচাঁদের এই বর্শার ঘায়ে ঢুনিয়ার শয়তান লোক মাটীতে আছাড় খাইয়ে পড়্‌বে। ডর্‌—রেজার ভাই বোলিয়ে ঢুলিচাঁদ ডর্‌ পাবে? নেহি—নেহি, হামি রাজার নোকর নেহি, পেরজা আছি। পেরজা বোলিয়ে কি রাজার আস্তে ধরম খোয়াবে? নেহি—নেহি ঠাকুর বাবা, হামিলোক ধরম খোয়াবে না। ধরম খোয়াবে যাহারা রাজার নোকর—যাহারা রাজাকে খোস্‌ কর্‌তে আপন ভাইকোভি বাঁধ্‌তে পারে; হামরা সেটি পার্‌বে না।

মাধব। তবে চল ঢুলিচাঁদ—চল উদার কর্ত্তব্যসেবী মহাপুরুষ, আজ তোমারই মত একজন নিরক্ষর অসভ্য বন্ধুর সাহায্যে সতীর সতীত্ব রক্ষা কর্‌বো। যেন তোমার ওই নীচতার ভেতর হ'তে জগৎ স্তম্ভিত করা এক আদর্শ ফুটে উঠে—আভিজাত্যের অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিয়ে ভাই ভাইকে চিনে নেয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাস্তা।

গাহিতে গাহিতে জনৈক পথিক যাইতেছিল।

গীত।

পথিক।—

ওরে ওই দেখা যায় গাঁটী আমার
ওই বাঁকা নদীর ধারে।
পরাণ আমার পাগল করে
দেখ্‌লে ওরে দূরে।

অশদ্ গাছে বাঁশের ঝাড়ে,
তাল পুকুরের উঁচু পাড়ে,
কি শোভা তার মরি হায় রে।
ওর মাটি কি মধুভরা আমি পাইনে খুঁজে কোথাও রে।
কোকিল ডাকে কুহু কুহু,
বুলি বলে টিয়ে,
ভোরের বাতাস মাত্‌লা করে
মধুর পরশ দিয়ে,
আমি মরতে যেন পারি রে ভাই, ওই মায়েরি ঘরে।

[প্রস্থান।

সিদ্ধনাথ শর্ম্মার প্রবেশ।

সিদ্ধনাথ। মারা গেল—মারা গেল, এইবার দেখ্‌ছি যজমেনে বামুনগুলো মারা গেল! পূজো-পার্ব্বণ সব দেখ্‌ছি এতদিন পরে উঠে যাবে। দুর্গাপূজো, কালীপূজো, জগদ্ধাত্রীপূজো—ওসব তো দেশ থেকে প্রায় উঠেই গেছে, ষষ্ঠীপূজো লক্ষ্মীপূজো তাই দেখ্‌ছি এইবার উঠে যায়। আজ লক্ষ্মীপূজোর দিন, কোথায় দু'টাকার মুখ দেখ্‌তে পাবো—হায় হায়, চার আনাও হ'লো না! পুঁটলিটাও আগেকার মত বড় হ'লো না। শনি ঠাকুরের ভয়ে প্রায় সকলেই লক্ষ্মীপূজো বন্ধ ক'রে দিয়েছে। দোহাই বাবা শনিঠাকুর! বামুন মেরে তোমার কি লাভ হ'চ্ছে বাবা? তাইতো, রাস্তা হাঁটাই সার হ'লো। রোদে ঘুরে ঘুরে ক্ষিদেয় নাড়ী বাপান্ত করছে, এদিকে পাওনার বেলা অষ্টরম্ভা। শনিঠাকুর দেশটা উচ্ছন্নয় দিলে গো! কি কুক্ষণে বাবা শনি-লক্ষ্মীর বিবাদ বেধেছিল। যাক্, যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে; কিন্তু এখন বাড়ী ঢুক্‌বো কি ক'রে? ক্ষুদ্র পুঁট্‌লি—চার আনা পয়সা, দেখ্‌লেই তো গৃহিণীদেবী

রাসভ-রাগিণী ছাড়্‌বেন। কর্‌লে কি বাবা শনিঠাকুর! গরীব বামুনের গলাতেই পা দিলে?

অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি হস্তে কৃষকবেশী শনির প্রবেশ।

শনি। ঠাকুর! ঠাকুর! এই দেখ, আমি চষ্‌তে চষ্‌তে কেমন একটা ঠাকুর কুড়িয়ে পেয়েছি। তা আমি চাষা মানুষ, এ ঠাকুর নিয়ে কি কর্‌বো। তুমি এটা নেবে?

সিদ্ধনাথ। আর ঠাকুরে দরকার নেই বাবা! তেত্রিশ কোটী দেবদেবী আমার ঘরে বর্ত্তমান। যজমানদের ঠাকুর নিত্যি সেবার জন্যে আমার বাড়ীতে রেখে গেছে—অবিশ্যি কেউ কেউ মাসে মাসে সালিয়ানা কিছু দেয়।

শনি। অত ঠাকুরপূজো রোজ রোজ ক'রে উঠ্‌তে পার?

সিদ্ধনাথ। হুঁ! একটি গাড়ী ঠাকুরের পূজো এক ফুলে—এক মন্তরে সেরে দিতে পারি। ওঁ গাদায় নমঃ। ব্যস্।

শনি। সেকি ঠাকুর! গাদায় নমো কি?

সিদ্ধনাথ। একবারে খাঁটি মন্তর! বাপ্, সে মন্তরের মাহিত্তি কত! তুই ব্যাটা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, পূজোর কি বুঝ্‌বি?

শনি। তা বিনা পয়সায় যদি এই ঠাকুরটীর পূজো না কর্‌তে পারেন, শুনেছি আমাদের মহারাজ নাকি মূল্য দিয়ে দেবদেবী কিনে নেন?

সিদ্ধনাথ। তা নেন। ধার্ম্মিক রাজা, পাছে দেবতার নিত্যি সেবা বন্ধ হ'য়ে যায়—এই ভয়ে গরীবদের কাছ হ'তে ঠাকুর কিনে নেন।

শনি। তবে আপনি না হয় এটিকে মহারাজের কাছে বিক্রি ক'রে আসুন। যাই হোক্, কিছু তো পাবেন।

সিদ্ধনাথ। ঠিক কথা বলেছ বাপু! তবে মহারাজ কি বেশী কিছু দেবেন? (স্বগত) ব্যাটা আবার টাকার ভাগ চেয়ে বস্‌বে না তো?

শনি। তার জন্য চিন্তা কি ঠাকুর! আমি ঠাকুর বিক্রির টাকার ভাগ নেবো না। যা পাবেন, আপনারই হবে।

সিদ্ধনাথ। তাহ'লে দিতে পার, আমার কোন আপত্তি নেই। হরি হে! যেন মোটামুটি কিছু হ'য়ে যায়। কোজাগরীর আর নাকনাড়া সহ্য হয় না। বাপ্, কি রণচণ্ডীবিশেষ গৃহিণী! কথায় কথায় সহজ অত্যন্ত ঝাঁটা তুলে ধরেন।

শনি। এই নিন্! (ঠাকুর প্রদান) (স্বগত) শ্রীবৎস! ওই মূর্ত্তিময়ী অলক্ষ্মীকে তোমার প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলাম। এইবার কৌশলে তোমার অধিষ্ঠাত্রীদেবীর প্রতিমূর্ত্তিকে অপহরণ করতে হবে। আরও দ্বিগুণভাবে আগুন জ্ব'লে উঠ্‌বে—তারপর আমিও তোমার রন্ধ্রগত হ'য়ে তোমাকে দগ্ধে মার্‌বো।

[প্রস্থান।

সিদ্ধনাথ। যাই হোক্, লক্ষ্মীপূজোর মজুরিটের জন্যে ভাবছিনু—জোর বরাত! অনেক টাকা মিল্‌বে। এখন এই ঠাকুরটার কত দাম হওয়া উচিত? একশো—দুইশো—না তিনশো? যাই এখন মহারাজের কাছে। হরি হে! মোটামুটি পাইয়ে দিও।

[প্রস্থান।

দেবলের প্রবেশ।

দেবল। নিয়ে গেল—নিয়ে গেল, দস্যু আমার কন্যাকে জোর ক'রে নিয়ে গেল। উঃ! একি অত্যাচার! কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় নেই। জামাতা আমার বন্দী, তার প্রাণদণ্ড হবে। পুণ্যের রাজত্বে

একি অত্যাচার? মহারাজ! মহারাজ! তুমি কি পাপের অভিনয় দেখ্‌তে পাচ্ছো না? এসব সেই গ্রহরাজের খেলা। মাধব! মাধব! পার্‌বে কি ভাই কন্যাকে আমার উদ্ধার করতে? দীপ্তি! দীপ্তি! ওই না আমার দীপ্তির কাতর কণ্ঠস্বর! উঃ! কি করি—(সহসা একটি তীর আসিয়া দেবলের পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ করিল) উঃ! উঃ! একি! কে রে তুই শত্রু? (পতন)

সহচরীর সঙ্গে মাধুরীর প্রবেশ।

মাধুরী। ওকি—ওকি! দেখ্—দেখ্, কে একজন এইখানে আর্ত্তনাদ ক'রে প'ড়ে গেল না!

১ম সহচরী। ওমা! আমাদের মন্ত্রিমশাই যে!

অন্যান্যগণ। তাইতো লো—সর্ব্বনাশ! কে তীর মেরেছে যেন।

মাধুরী। তাইতো। বাবা! বাবা! কে তোমার এ দশা করলে বাবা? আহা, রক্তের নদী ছুটে যাচ্ছে যে! ওলো, শীগ্‌গির তোদের একখানা ওড়না দে।

(একজন সহচরী একখানি ওড়না দিলে ওড়নাটি মন্ত্রীর ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিতে লাগিল)

দেবল। কে মা তুমি? তোমার করুণার পরশে যে আমি জীবন ফিরে পাচ্ছি। কে মা তুমি? য়্যাঁ—একি! তুমি মা? স্বামীর সোহাগ-সুখ-বঞ্চিতা—লাঞ্ছিতা—ব্রহ্মচর্য্যব্রতচারিণী মা আমার!

মাধুরী। কে তোমার সর্ব্বনাশ করলে বাবা?

দেবল। জানি না। নিশ্চয় কোন গুপ্তশত্রুর চক্রান্ত।

মাধুরী। বুঝেছি। আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি বাবা! কিন্তু

উপায় নেই। স্বামি! দেবতা আমার! তোমার কি এখনো চৈতন্য হ'চ্ছে না? নির্ম্মমতার পদাঘাতে তুমি আমায় ত্যাগ করেছ—আমি দিবারাত্র কাঁদ্‌ছি, তবুও তোমার কলুষিত চরিত্রকে সুনির্ম্মল ক'রে তুল্‌তে যুক্তকরে ভগবানকে কত জানাচ্ছি। তুমি ফেরো—তোমার ওই কুপ্রবৃত্তি এখনো দূর কর। কি একটা ভ্রান্ত নেশায় পরনারী-নির্য্যাতনের ব্রত গ্রহণ করেছ—জানি না তোমার পরিণাম কি? চল বাবা, তুমি আমার কুটিরে চল। আমি অফুরন্ত মাতৃস্নেহ ঢেলে দিয়ে তোমায় আরোগ্য ক'রে তুল্‌বো। আমি শুনেছি তোমার কন্যা আমার স্বামী কর্ত্তৃক অপহৃতা; কিন্তু স্থির জেনো বাবা! সতীর ধর্ম্ম—সতীর মান রক্ষা করতে সতীনাথ কখনো স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বেন না। তাঁর সেই ত্রিপুরধ্বংসী ত্রিশূল সগর্জ্জনে ছুটে আস্‌বে।

দেবল। উঃ! আর বুঝি বাঁচবো না। বড় যন্ত্রণা—প্রাণ যে যায়, কিন্তু মা, আমার জন্য যে তুমি—

মাধুরী। আমার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না অমাত্যবর! এর চেয়ে আমার আর কি দুর্ভাগ্য আস্‌তে পারে বাবা? স্বামি-পরিত্যক্তা নারীর এর চেয়ে আর কি শাস্তি থাক্‌তে পারে? যদিও এর চেয়ে আরও কিছু কঠোরতা এ সংসারে থাকে, আমি তাও অম্লানবদনে তুলে নেবো বাবা! তুমি আমার সঙ্গে এস, নইলে যে তোমায় বাঁচাতে পার্‌বো না।

দেবল। রেবন্ত! রেবন্ত! করেছ কি? এমন স্বর্গের দেবীর পবিত্রতা ভুলে গিয়ে আজ কোন্ কদর্য্য পঙ্কিল পথের দিকে ছুটে চলেছ? মানুষ এমনটাই হয়, এরই জন্য কত সংসার-কাননের কত ফুটন্ত গোলাপ বিষাদে শুষ্ক হ'য়ে ম্লানমুখে ঝ'রে পড়্‌ছে। গৃহের স্বচ্ছ মন্দাকিনীর পূতধারা পানে বঞ্চিত হ'য়ে মানুষ ছুটে যায় উগ্র গরলধারা পান

কর্‌তে। চোখের সাম্‌নে প'ড়ে রয়েছে কত মর্ম্মন্তুদ পরিণামের বিজ্ঞাপন, তবু সেদিকে লক্ষ্য নেই। সংসারের একি বিভ্রম !

মাধুরী। চল বাবা আমার প্রাসাদে। দেবতার পূজা আজ আমার সার্থক হ'লো। দেবপূজা ক'রে সঙ্গিনীদের সঙ্গে ফির্‌ছিলুম—না দেখ্‌তে পেলে হয়তো আজ তোমার সব ফুরিয়ে যেতো। কন্যা-জামাতার জন্য ভেবো না বাবা ! ভগবান্ আছেন, তিনি তাদের রক্ষা কর্‌বেন।

দেবল। চল মা ! তোমার উন্মুক্ত করুণার দুয়ারে আজ আমি অতিথি হইগে চল ! রেবন্ত ! রেবন্ত ! জানি না, কবে তুমি এই অমরদেবীর সংস্পর্শে এসে দেবত্বের মহিমা লাভ কর্‌বে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ।

শ্রীবৎস উন্মত্তভাবে পদচারণা করিতেছিল।

শ্রীবৎস। অন্ধকার—অন্ধকার—
প্রকৃতির নির্ম্মল আকাশে
ঘন ঘন বজ্রপাত—ঘন ঘন বিদ্যুৎস্ফুরণ !
মূর্ত্তিমান্ অমঙ্গল তাথৈ নর্ত্তনে
ধেয়ে আসে সর্ব্বস্ব গ্রাসিতে মোর।
দুর্ভিক্ষ—মড়ক—মহামারী
যত কিছু ধ্বংসের বাহক

উপনীত প্রাগ্‌রাজ্যে মোর,
আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদে প্রজাগণ।
শনৈশ্চর! শনৈশ্চর!
একি তব দেবত্বের নীতি?
প্রতিহিংসাবশে মানবের প্রতি
একি তব শাসনের রীতি?
করি নাই কোন অপরাধ,
করিয়াছি সুবিচার—
স্বর্ণাসন দানি কমলারে।
তবে এ নিরীহজনার প্রতি
কেন কর বাণ বরিষণ?
মা! মা!
সৌভাগ্য-সম্পদদাত্রী কমলা জননি!
করুণা অভয়বারি বিতরি সন্তানে
রক্ষা কর এ ঘোর সঙ্কটে।
পড়েছি মা দেব-কোপানলে,
ধ্বংস হয় শান্তির রাজত্ব—
ধ্বংস হয় শ্রীবৎস রাজন্,
রক্ষা কর—রক্ষা কর বিপদতারিণি!

গীতকণ্ঠে শ্রীর প্রবেশ।

গীত।

শ্রী।—

ওগো, ভয় কি তোমার আঁধার রাতে।
অদূরেতে দাঁড়িয়ে আমি কনক আলো হাতে।

আসুক্ প্রলয় মত্ত রোলে,
প্রলয় আগুন উঠুক্ জ্ব'লে,
রাখ্‌বো তোমায় অভয় কোলে
আশিস্ ঢেলে মাথে ।
কেঁপো না তার মূর্ত্তি দেখে,
কেঁদো না আর মনের দুঃখে,
মা যে তোমার ছায়ার মত
থাক্‌বে সদা সাথে সাথে ।

[প্রস্থান ।

শ্রীবৎস। কে তুমি মা, নিরাশার অন্ধকারে
সান্ত্বনার ধরিলে আলোক ?
দুর্য্যোগ অশান্তিঘেরা হৃদয়মাঝারে
কে তুমি মা, তোল আজি আশার ঝঙ্কার ?
তুমি কি শ্রীবৎসের রক্ষয়িত্রী
কমলা অভয়া ?
পড়েছি মা শনি-কোপানলে,
যায় রাজ্য ঐশ্বর্য্য আমার—
চতুর্দ্দিকে জ্বলিছে অনল,
বিতরি করুণা মাগো এ দীন সন্তানে
রক্ষা কর্ শান্তির সংসার ।

চিন্তার প্রবেশ ।

চিন্তা। জ্বলেছে আগুন তব শান্তির সংসারে ।
ওগো রাজা, পুড়ে যাবে সব ।
এখনো সময় আছে—

এইবেলা করহ নির্ব্বাণ তাহা ;
নতুবা কাঁদিতে হবে দিবস সন্ধ্যায়,
নির্ব্বাপিত নাহি হবে সহস্র চেষ্টায়।

শ্রীবৎস। জানি রাণি! সহস্র চেষ্টায়
নির্ব্বাপিত হবে না অনল।
পণ্ড হবে পরিশ্রম
সে অনল করিতে নির্ব্বাণ।
শনি লক্ষ্মী উভয়েব
শ্রেষ্ঠত্বেব করিয়া বিচার
পড়িয়াছি দেব-কোপানলে।
রুষ্ট শনি মম প্রতি
কমলারে স্বর্ণাসন দানে।
হের চিন্তা!
উঠেছে তুমুল ঝড় শান্তির আকাশে,
দুর্ভিক্ষ মড়ক করে তাণ্ডব নর্ত্তন—
দুর্ভাগ্যের লেলিহান করাল রসনা।
আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদে প্রজাগণ,
চতুর্দ্দিকে অশুভ লক্ষণ।
হায় রাণি!
এতদিনে যায় বুঝি প্রাণ্ রাজ্য মোর।
নাহি কোন প্রতিকাব—
নাহি শক্তি মানবের
দেবতার সহ বিসম্বাদে।

চিন্তা। কিন্তু রাজা! গৃহে তব

শনি হ'তে মহা শনি হয়েছে উদয়,
তারি তরে যাবে রাজা সাম্রাজ্য তোমার।

শ্রীবৎস। কেবা সে দুর্ম্মদ অরাতি
গৃহে মোর জ্বালিল অনল ?
শীঘ্র তার করি প্রতিকার
ধ্বংসানল করিব নির্ব্বাণ।

চিন্তা। তব ভ্রাতা স্নেহের সম্পদ্
দুর্ম্মতি রেবন্ত
ভুলিয়া বংশের রীতি
ধর্ম্মকর্ম্ম শ্রেষ্ঠত্ব তাহার—
স্বেচ্ছাচার করে সদা প্রবৃত্তির বশে।
ক্ষমতার লভি অধিকার
নিরন্তর কাঁদায় অপরে,
বিলাসে সুরার স্রোতে মগ্ন নিশিদিন—
পরনারী প্রতি সদা আসক্তি তাহার।
শীঘ্র রাজা ন্যায়ের বিধানে
করিয়া শাসন তারে
রক্ষা কর বংশের গরিমা ;
নতুবা তাহার পাপে
ধ্বংস হবে সকল সম্ভার।

শ্রীবৎস। একি বজ্রধ্বনি তব মুখে রাণি !
রেবন্তের একি স্বাধীনতা ?
একি তার কর্ম্মের পদ্ধতি ?
ছিল মোর তার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস,

নহে সে চরিত্রহীন পাপের সেবক ;
কিন্তু আজি সব মুছে গেল—
এতদূর নিম্নস্তরে গিয়াছে নামিয়া ?
উঃ ! কলুষ বাসনা তার করিতে পূরণ
সতীপ্রতি করে অত্যাচার ?
আচ্ছা—আচ্ছা !
পরীক্ষা করিয়া দিব শাস্তি
বিধিমতে তারে।
পুণ্যের সংসারে পাপের উদয় !'
সে তো মোর ছিল না অমন !
ভ্রাতৃভক্ত শান্তশিষ্ট স্নেহের অনুজ
সহসা কেন বা তার হেন রূপান্তর—
কেন হেন কর্ম্মের বিকাশ ?
না—না, নাহি দোষ তার—
সবই মোর অদৃষ্ট-লিখন।
একি দৈববিড়ম্বন !
বিনামেঘে হয় বজ্রপাত।
শনৈশ্চর ! শনৈশ্চর !
একি তব শত্রুতাসাধন ?

শনি। (নেপথ্যে) এই তো প্রথম—এখনো যে
বহু বাকী শ্রীবৎস রাজন্ !
শনির কোপেতে ধ্বংসস্তূপে
পরিণত হইবে রাজত্ব—
হাঃ-হাঃ-হাঃ !

শ্রীবৎস। তবু তুমি লক্ষ্মী হ'তে
নহ শ্রেষ্ঠ জানিও দেবতা!
লক্ষ্মী। (নেপথ্যে) নাহি ভয় শ্রীবৎস রাজন্!
আমি তব হইব সহায়।
শ্রীবৎস। মা! মা!
সহস্র প্রণাম তব বাঞ্ছিত চরণে।
পড়ি যদি বিপদ-অর্ণবে,
পার ক'রে দিও মাগো আশ্রিত তনয়ে।
যাও রাণি! নাহি চিন্তা,
রেবন্তেরে করিতে শাসন
ন্যায়দণ্ড করিব ধারণ।
কিন্তু হায়, আশঙ্কা অন্তরে—
ভ্রাতৃবিচ্ছেদ যদ্যপি—
চিন্তা। ভ্রাতৃবিচ্ছেদের ভয়ে
রাজা কি ভুলিয়া যায়
ন্যায়নীতি তার?
ভ্রাতা বলি ক্ষমা পাবে রাজার বিচারে?
স্নেহে যদি কর পক্ষপাত,
কলঙ্ক-বারতা তব ত্রিজগতে হইবে প্রকাশ-
চূর্ণ হবে মানের আসন,
অভ্রভেদী শির তব
হবে নত স্নেহের কারণ।
দুরন্ত দেবর নিয়ে গেছে বাহুবলে
বিলাসকক্ষেতে তার অমাত্য-কন্যায়।

বন্দী করি রাখিয়াছে জামাতারে তার।
তারপর সতীসাধ্বী
নিজ স্ত্রীকে করি বিতাড়িত
পরনারী ল'য়ে সদা করিছে বিহার।

শ্রীবৎস — চুপ কর—চুপ কর রাণি!
শুনিব না পাপের কাহিনী আর।
উঃ—ভগবান্! একি তব বিচিত্র মহিমা?
স্নেহের সম্পদ্ মোর
বুক হ'তে করিবে বিচ্ছিন্ন?
কাঁদাবে আমারে তুমি করুণানিদান?
একদিকে দেবতার ক্রুদ্ধ অভিশাপ—
অন্যদিকে গৃহেতে বিপ্লব।
বাঃ! বাঃ! চমৎকার—
চমৎকার প্রাক্তন আমার।
যাও—যাও রাণি!
ন্যায়ের শাসনে করিব শাসন তারে।
ভ্রাতৃস্নেহে দিব বলিদান,
রাখিব অটুট মোর বংশের গৌরব।

চিন্তা — এই তো রাজার কথা!
যাই এবে—
কার্য্যকালে হেরি যেন সুবিচার তব।

[প্রস্থান

শ্রীবৎস। — সুবিচার—সুবিচার—
আরে আরে বংশের কলঙ্ক!

একি তোর কর্ম্মের বিকাশ ?
কই, কে আছিস্,
নিয়ে আয় বন্দী করি লম্পট রেবন্তে।
না—না, নাহি প্রয়োজন,
নিজে আমি যাইব সেখানে।

(প্রস্থানোদ্যত)

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। মহারাজ! দ্বারদেশে একজন ব্রাহ্মণ আপনার দর্শনপ্রার্থী।

শ্রীবৎস। যাও, তাঁকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এস।

প্রহরী। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

শ্রীবৎস। দর্শনপ্রার্থী ব্রাহ্মণ! একি! একি! অন্তরটা সহসা কেঁপে উঠ্‌লো কেন? ওই—ওই যেন অদূরে গ্রহরাজের অট্টহাসি! উঃ! না—না, স্থির হও অন্তর, তোমার রক্ষয়িত্রী যে মা কমলা।

(সিদ্ধনাথকে প্রহরী দিয়া গেল)

সিদ্ধনাথ। মহারাজের জয় হোক্।

শ্রীবৎস। আসুন—আসুন।

সিদ্ধনাথ। মহারাজ! পথিমধ্যে আমি এই ঠাকুরটি কুড়িয়ে পেয়েছি; কিন্তু অত্যন্ত গরীব আমি, এর পূজার ব্যয়ভার নিত্য বহন কর্‌তে পার্‌বো না। শুনেছি আপনি মূল্য দিয়ে বিগ্রহ ক্রয় করেন, তাই এসেছি—

শ্রীবৎস। তার জন্য চিন্তা কি দ্বিজবর! আমি মূল্য দিয়ে আপনার ওই বিগ্রহ এখনি ক্রয় কর্‌বো। হ্যাঁ, ও বিগ্রহটি কিসের ?

সিদ্ধনাথ। আজ্ঞে, তা তো ঠিক বল্‌তে পার্‌বো না মহারাজ!

শ্রীবৎস। আচ্ছা, আমি কুলপুরোহিতের নিকট হ'তেই জান্‌তে পার্‌বো। আপনি বিগ্রহটীর কত মূল্য চান ?

সিদ্ধনাথ। আজ্ঞে—(স্বগত) কত বলি ? একশো—দু'শো—তিনশো ! তাইতো, কি বলি ?

শ্রীবৎস। বলুন, কত মুদ্রা চান, নিঃসঙ্কোচে বলুন।

সিদ্ধনাথ। আজ্ঞে—আপনি অনুগ্রহ ক'রে যা দেবেন।

শ্রীবৎস। এই—কে আছিস্ ?

প্রহরীর প্রবেশ।

শ্রীবৎস। যা, এই ব্রাহ্মণকে কোষাগারে নিয়ে যা—কোষাধ্যক্ষকে বল্‌গে পাঁচশত মুদ্রা এই ব্রাহ্মণকে দিতে।

সিদ্ধনাথ। (স্বগত) বাপ্‌রে বাপ, এক বস্তা হবে যে রে! বেঁচে থাক বাবা চাষার পো! এতদিনের পর সিদ্ধনাথের কপাল ফিরলো।

শ্রীবৎস। দিন আপনার বিগ্রহ, আপনি কোষাগারে যান।

সিদ্ধনাথ। ধরুন। (বিগ্রহ দিতে উদ্যত)

গীতকণ্ঠে ভাগ্যের প্রবেশ।

গীত।

ভাগ্য

কেন আন্‌বে ডেকে অন্ধকারে।
নিও না ওই বহ্নিশিখা, পুড়িয়ে দেবে তোমারে॥
দেবে না ও আশিস্ ঢেলে,
মার্‌বে ছোবল ফাঁকটী পেলে,

তোমার সোনার স্বপন যাবে ভেঙ্গে
কাঁদ্‌বে ব্যথার ভারে।
রাগ্‌লে ঘরে জ্বল্‌বে অনল,
হবে শনির আশা সফল,
লক্ষ্মীছাড়া কর্‌বে তোমায়, ভাস্‌বে তখন পাথারে।

[প্রস্থান

শ্রীবৎস। এ আবার মহাপুরুষের কি ভবিষ্যদ্বাণী! তবে এ বিগ্রহ কি সেই শনৈশ্চর প্রদত্ত শ্রীবৎসের ধ্বংসের কোন প্রতিমূর্ত্তি! ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! সত্য বল, এ মূর্ত্তি কোথায় পেয়েছ?

সিদ্ধনাথ। দোহাই মহারাজ! আমি গরীব ব্রাহ্মণ, মিথ্যা বলিনি ওটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি। তা আপনি যদি না নেন—আমায় দিন, আমি নদীতে ফেলে দিইগে। নিত্যসেবা করতে পার্‌বো না—ঠাকুরকে উপবাসী রাখ্‌তেও পার্‌বো না, তার চেয়ে জলে ফেলে দেওয়াই ভাল।

শ্রীবৎস। অমঙ্গল—অমঙ্গল ওই যেন মূর্ত্তিমান হ'য়ে ছুটে আস্‌ছে এ কোন্ মূর্ত্তি! মনে হয় কোন দেবীমূর্ত্তি। বল্—বল্ মাগো, তুই বরদাত্রী—না শ্রীবৎসের ধ্বংসকারিণী? না—না, যাও ব্রাহ্মণ! আমি তোমায় বিগ্রহ আর ফিরে দিতে পার্‌বো না। প্রহরি, নিয়ে যা ব্রাহ্মণকে কোষাধ্যক্ষের নিকট।

সিদ্ধনাথ। (স্বগত) হরি রক্ষে করেছে।

[প্রহরীসহ প্রস্থান।

শ্রীবৎস। আমার রাজ্যে কোন বিগ্রহ উপবাসী থাক্‌বে না, সেইজন্য আমি বিগ্রহ ক্রয় ক'রে থাকি। একি! একদিনও তো অন্তরটা এমনভাবে কেঁপে ওঠেনি, আজ কেন ঘন ঘন কেঁপে উঠ্‌ছে। কতদিন কত বিগ্রহ ক্রয় করেছি, আজ কেন আমার কর্ম্মের পথে মহা আতঙ্ক

:দেখা দিচ্ছে ! না—না, তুমি ধ্বংসকারিণীই হও—আর অভয়দাত্রীই হও, আমি তোমায় আর অনাদরে ফেলে রাখ্‌তে পার্‌বো না। চল দেবি ! ।াজ হ'তে তোমার স্থান শ্রীবৎসের পূজার মন্দিরে।

[বিগ্রহ লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বিলাসকক্ষ।

রেবন্ত আসীন ; নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

গীত।

নর্ত্তকীগণ ।—

কে জানে কোন্ লগনে
বাজ্‌লো বাঁশী উপবনে।
আল্‌গা হ'লো মনের বাঁধন,
বান ডাকে যে গোপনে॥
ফাগুন রাগে কোকিল ডাকে ঘোম্‌টা খোলে ফুল,
আজ কেন সই চলার পথে হ'চ্ছে বেজায় ভুল,
উতল কেন মনের বাতাস,
হাস্‌ছে কেন হৃদয়-আকাশ,
কে আসে আজ ধীরে ধীরে
বস্‌ত হিয়ার আসনে॥

[প্রস্থান।

রেবন্ত। দীপ্তি! দীপ্তি! আজ তোমার কামনা-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি! ।াপ হবে না—পাপ হবে না। প্রস্ফুটিত কুসুমের মধুপান, এ তো

মধুকরের চিরদিনের অধিকার। তবে—এই, কে আছিস্, দীপ্তিকে এখানে নিয়ে আয়। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বৃদ্ধ মন্ত্রি! তুমি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করেছিলে, সৌভাগ্যের অযাচিত করুণা দূরে ফেলে দিয়ে কন্যার বিবাহ দিয়েছিলে একজন ভিখারী-পুত্রের সঙ্গে; কিন্তু দেখে যাও মন্ত্রি! তোমার সেই প্রত্যাখ্যানের কি বিষময় ফল! তোমার কন্যা আজ আমার অঙ্কলক্ষ্মী হবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ! (প্রহরী দীপ্তিকে দিয়া গেল) এসেছ দীপ্তি! আমার চির আকাঙ্ক্ষার সজীব প্রতিচ্ছবি! এস—এস, তোমার চরণস্পর্শে আমার বিলাসকক্ষ আজ অমরভূমি হোক্। আজ আমি আনন্দে দিশেহারা—জ্ঞানহারা—উন্মাদ! চাই তোমার প্রেমের আলিঙ্গনে—ভালবাসার নিবিড় বন্ধনে জীবনকে ধন্য ক'রে তুলতে। য়্যাঁ—একি দীপ্তি! একি মূর্ত্তি তোমার? কোথায় গেল সেই ঢলঢল যৌবন-উচ্ছ্বসিত ললাম-মূর্ত্তি? এ যে বিষাদশুষ্ক কঙ্কাল! একদিনে এতখানি পরিবর্ত্তন?

দীপ্তি। পরিবর্ত্তন—যুগান্তর—মহাপ্রলয়ের বজ্রপাত। দীপ্তি আজ অন্ধকারে মূর্চ্ছিতা। ওঃ—নির্ম্মম! না—না, নেমে যাও—নেমে যাও দীপ্তি! অমূল্য যে তোমার স্বামীর জীবন। আমি কোথায় এসেছি; চতুর্দ্দিকে ধূ-ধূময় মরুভূমি! উঃ—উঃ! প্রাণ যায়—প্রাণ যায়! পালাই —পালাই। (প্রস্থানোদ্যত)

রেবন্ত। কোথা যাও দীপ্তি! উত্তপ্ত মরুর বুকে তুমি যে শান্তি-জলধারা! এস—এস প্রাণময়ি! হৃদয়-বিনিময়ে বাজিয়ে তোল মিলন-শঙ্খ এই অভিসার-কুঞ্জে। হাত ধর—জগতের সঙ্কীর্ণতা দূর হ'য়ে যাক্।

(হস্তধারণ

দীপ্তি। ওগো, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, আমি যে সতীনারী।

রেবন্ত। স্বামীর জীবন?

দীপ্তি। অমূল্য সতীত্ব-রত্ন!

রেবন্ত। তুমি যে স্বীকৃত?

দীপ্তি। জানি না, সে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে।

রেবন্ত। বটে! আবার প্রতারণা?

দীপ্তি। প্রতারণা নয়—প্রাণের বেদনা। ওগো, ছেড়ে দাও, আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে আমায় দীনা ভিখারিণী সাজিও না।

রেবন্ত। এখনি স্বামীকে তোমার হত্যা করবো। শোন দীপ্তি! তুমি শত চেষ্টায় আমার মনের গতি অন্য পথে ফেরাতে পারবে না। যখন স্বেচ্ছায় এসেছ, তখন আর—

দীপ্তি। কিন্তু রাজভ্রাতা! আমি যে কিছুই স্থির ক'রে উঠ্‌তে পারছি না। একদিকে স্বামীর জীবন—অন্যদিকে সতীত্ব-রত্ন বিসর্জ্জন; কোন্‌টা আমার মূল্যবান্‌—কোন্‌টা আমার আদরের—সাধনার?

রেবন্ত। তাহ'লে তুমি আশা পূর্ণ করবে না? এতদূর এগিয়ে এসে আবার পিছিয়ে পড়্‌বার সাধ? এখনো ভেবে নাও, নইলে এখনি দেখ্‌তে পাবে তোমার স্বামীর ছিন্নমুণ্ড।

দুলিচাঁদ ও মাধবদাসের প্রবেশ।

দুলিচাঁদ। আউর তুহারও ছিন্নমুণ্ড দুনিয়ার লোক দেখ্‌বে রে বেইমান!

রেবন্ত। য়্যাঁ! একি!

মাধব। ভগবানের ন্যায়পরতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! রাজভ্রাতা! একি তোমার কর্ম্মের সার্থকতা? একি তোমার চরিত্র বিকাশ? একি তোমার মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা? সতীর সতীত্ব হরণ? সাবধান! জগৎ এখনো ধর্ম্মহীন হয়নি।

রেবন্ত। কি, এতদূর স্পর্দ্ধা তোমাদের মাধব! নগণ্য প্রজা হ'য়ে এসেছ রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে? জান এর পরিণাম?

ঢুলিচাঁদ। পরিণাম? হামারা পরিণাম জানে না—রেজাকে জানে না; জান্‌বে শুধ্‌ ধরম্‌। নারীর ইজ্জত লিবি, তাই হামারা দেখ্‌বে? নেহি—নেহি, হামারা হামাদের মায়ীকে রক্ষা কোর্‌বে। মায়ীর ধরম হামারা জান দিয়ে রাখ্‌বে। ভয় কি মায়ি! তুহার চাঁড়াল ছেলিয়া যখন আসিয়েছে, তখন তুহার কুচ্ছু ডর নেহি। হামার এই বর্শার ঘায়ে তুষমনের—

রেবন্ত। অসভ্য চণ্ডাল!

ঢুলিচাঁদ। বেইমান!

মাধব। ঢুলিচাঁদ অসভ্য চণ্ডাল নয় রাজভ্রাতা! ঢুলিচাঁদ স্বর্গের দেবতা। মাতৃ-সম্ভ্রম রক্ষা করতে যারা মৃত্যুকে সাদরে বরণ ক'রে নেয়—যারা কর্ত্তব্যের মহাপূজায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, তারা কখনো অসভ্য চণ্ডাল হয় না—হ'তে পারে না। চেয়ে দেখ্‌ অবিবেকি! ওর ওই স্বচ্ছ মুখের পানে—দীপ্তিময় চক্ষু দুটির পানে—আর নিঃস্বার্থ এই জীবনদানের আকাঙ্ক্ষার পানে; স্বর্গে পাবে না—বৈকুণ্ঠে মিলবে না—কৈলাসেও দেখ্‌তে পাবে না। ঢুলিচাঁদ অসভ্য চণ্ডাল হ'লেও ওর নিবেদিত অর্ঘ্য সাগ্রহে তুলে নেবার জন্য ওই দেখ রেবন্ত—দেবতার সহস্র হস্ত প্রসারণ।

রেবন্ত। পার্‌বে না—পার্‌বে না মাধব, আমার এই উদ্দীপ্ত বাসনার পথে নৈরাশ্যের ছবি ফুটিয়ে তুল্‌তে। প্রাণ দিতে হবে।

মাধব। তা জানি; তা ব'লে কি মায়ের মর্য্যাদারক্ষায় পুত্র তার জীবন দিতে পার্‌বে না? সতীত্ব রত্ন লুণ্ঠন করবে একজন দস্যু এসে সতীর গগনভেদী হাহাকারে বিশ্ব স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে—ব্যথার অশ্রুতে

সাগরের সৃষ্টি হবে, আর তুচ্ছ জীবনের মমতায় নীরবে মাতৃ-নির্য্যাতন দর্শন করবে সন্তানের দল? না—না, তাও কি সম্ভব! করছো কি রাজভ্রাতা? আমি ব্রাহ্মণ, আমার অনুরোধে তুমি দীপ্তিকে ছেড়ে দাও—মাতৃসম্মান রক্ষা কর—মানবত্বের পরিচয় দাও।

রেবন্ত। যাও—যাও মাধব! তোমার অনুরোধ আমি রক্ষা করতে পারবো না। ফিরবে না আমার এ জীবনের ক্ষিপ্ত বাসনা। চাই—চাই ওই দীপ্তির—

দুলিচাঁদ। খুব হুঁসিয়ার হোইয়ে কথা বল্‌বি রে বেইমান! ফিন্ যদি ওই বাত বোল্‌বি তো তুহার জিভ্‌টা হামি ছিঁড়িয়ে লিবে। আয়—আয়, চলিয়ে আয় মায়ি! দেখি, দুনিয়ার কোই দুষমন আছে—দুলিয়ার বর্শার সাম্‌নে আসিয়ে দাঁড়াবে। দুষমনের রক্তে দুনিয়াটা লাল হোইয়ে যাবে।

রেবন্ত। আরে আরে অহঙ্কারী চণ্ডাল! (অস্ত্রাঘাতে উদ্যত)

শ্রীবৎসের প্রবেশ।

শ্রীবৎস। মনে রেখো রেবন্ত! এ সংসারটা মানবের স্বেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠান নয়। এই—কে আছিস্? (প্রহরীর প্রবেশ) বন্দী কর আমার পবিত্র বংশের কাল ধূমকেতুকে। (প্রহরী বন্দী করিল)

মাধব। রাজা! রাজা!

দুলিচাঁদ। দুনিয়ায় মালিক!

রেবন্ত। দাদা!

শ্রীবৎস। উঃ! তুমি এতদূর অধঃপতনের পথে নেমে গেছ রেবন্ত? আমি জানতুম, তুমি আমার অমূল্য রত্ন; কিন্তু আজ দেখ্‌ছি, তুমি আমার বংশের আবর্জ্জনা—বিশ্বের অভিশাপ—দুর্ভাগ্যের জীবন্ত-

মূর্ত্তি। যাও প্রহরি! একে কারাগারে রেখে দাওগে—তারপর যোগ্য-দণ্ড। একি অমানুষিক কার্য্য? একি লালসার উন্মত্ততা? রেবন্ত! তুমি আমার সকল আশায় বজ্রাঘাত করলে। প্রতিহিংসা-ক্ষিপ্ত শনৈশ্চরের প্রতিহিংসা-খড়্গে আমার সর্ব্বস্ব যেতে বসেছে, কিন্তু আমার মনের বল ছিল—আমি কখনো ভ্রাতৃরত্ন হারাবো না; কিন্তু তাও আজ হারিয়ে গেল। ওরে অকৃতজ্ঞ! করলি কি? এতদিনে আমায় দেউলে ক'রে ছাড়্‌লি?

মাধব। এবারকার মত ওকে ক্ষমা কর।

শ্রীবৎস। না মাধব! তাহ'লে যে রাজার কলঙ্ক-গাথা জগৎখানা ছেয়ে ফেলবে। আমি রেবন্তের স্নেহের দাবীকে সাদরে বুকে তুলে নিতে পার্‌বো, কিন্তু তার অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পার্‌বো না। থাকুক্ কারাগারে—ভাবুক্ পাপকর্ম্মের পরিণাম—জানুক্ যে, এ সংসার পুণ্যের প্রতিষ্ঠান। নিয়ে যাও।

রেবন্ত। উঃ! আচ্ছা! [প্রহরী রেবন্তকে লইয়া গেল।

মাধব। করলে কি রাজা?

শ্রীবৎস। সুবিচার করেছি।

মাধব। পরিণাম?

শ্রীবৎস। অশ্রুপাত।

মাধব। সহ্য করতে পার্‌বে?

শ্রীবৎস। পর্ব্বত যে চিরদিনই সহনশীল। যাও মাধব! এখন এই মন্ত্রিকন্যাকে এখান হ'তে নিয়ে গিয়ে অমাত্যের গৃহে পৌঁছে দাও, আর অমাত্যের জামাতাকে কারামুক্ত ক'রে দাও। আর দুলিচাঁদ! আমি মুগ্ধ—স্তম্ভিত তোমার এই অপূর্ব্ব আত্মদানের উন্মাদনা দেখে। আমার রাজভাণ্ডারে তেমন কিছু নাই, যা দিয়ে তোমার এই কর্ম্মের

যোগ্য পুরস্কার দিতে পারি। তবে আমার এই ক্ষুদ্র পুরস্কারটুকু নিয়ে যাও বন্ধু! তুমি সন্তুষ্টই হও—আর অসন্তুষ্টই হও, অন্য কিছুই যে তোমায় দেবার নাই। (আলিঙ্গন)

দুলিচাঁদ। রেজা! রেজা! দুনিয়ার মালিক! তু হামার পেন্নাম লে। (প্রণাম)

শ্রীবৎস। যাও বন্ধু! তোমার ওই অসভ্য চণ্ডাল ভায়েদের শিক্ষা দাও; তাদের প্রাণে প্রাণে শুধু জাগিয়ে দাও তোমরা মানুষ, কর্ম্ম তোমাদের পরার্থে আত্মদান। চিনিয়ে দাও মায়ের আসন—দেখিয়ে দাও ভাইয়ের অশ্রু। জগতকে নূতন ধারায় গ'ড়ে তোল। মাধব! মাধব! তুমি দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ হ'লেও তোমার স্থান আমার শিরে। (নতজানু) তুমি যাও ব্রাহ্মণ! প্রাগ্‌রাজ্যের দুর্দ্দিন সমাগত, এই দুর্দ্দিনে তুমি ত্যাগের ব্রত ধারণ ক'রে অহিংসার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় দেবশত্রুকে পরাজিত ক'রে জাতির গৌরব চির-অক্ষুণ্ণ কর।

মাধব। রাজা!

শ্রীবৎস। প্রাগ্‌রাজ্যের কাঁদবার দিন এসেছে মাধব! এই দুর্দ্দিন হ'তে রক্ষা পাওয়ার উপায় স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতার চিহ্ন মুছে ফেলে আভিজাত্য দূর ক'রে দিয়ে সাম্যের অর্চ্চনা, এ ছাড়া আমাদের আর বাঁচবার কোন উপায় নেই। যাও মা! তুমিও দীক্ষিত হওগে দেশরক্ষার মহামন্ত্রে—প্রাগ্‌রাজ্যের নর-নারীর ঐক্যের শক্তিতে, মুক্তপ্রাণের মুক্ত হিল্লোলে দেবশত্রু শনৈশ্চরের দর্প—গর্ব্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হোক্—নির্য্যাতিত দলিত অশ্রু-বিগলিত মাতৃমন্দিরে বেজে উঠুক্ আনন্দের পাঞ্চজন্য—আরত্রিক মঙ্গল কাঁসর—মধুময় মিলন-শঙ্খ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্দির-প্রাঙ্গণ।

বালক ও বালিকাগণ গাহিতেছিল

গীত।

বালকগণ।— জয় নারায়ণ পতিতপাবন
জগৎজীবন ভয়হারি।
বালিকাগণ।— জয় কলুষনাশক দুর্জ্জনশাসক
মধু-মুর-কৈটভ বিনাশকারি॥
বালকগণ।— জয় অনাদি অনন্ত সুন্দর কলেবর
গোপীকুলরঞ্জন নন্দদুলাল,
বালিকাগণ।— জয় রাধিকামোহন বিশ্ববিমোহন
মোহন মুরলীধারী গোবিন্দ গোপাল,
বালকগণ।— কর মঙ্গল হে মঙ্গলময়,
বালিকাগণ।— দাও দাও হে অভয় তুমি দয়াময়,
সকলে।— প্রণতি প্রণতি অখিলপতি
অগতির গতি গোলোকবিহারি॥

[সকলের প্রস্থান

ধীরে ধীরে মাধুরীর প্রবেশ।

মাধুরী। (উপবিষ্ট হইয়া যোড়করে প্রণাম করতঃ) আর কতদিন-কতকাল এম্‌নিভাবে তুমি আমায় কাঁদাবে দয়াময়! আর কতদিন-

আমার এই বেদনাতপ্ত আঁখির ধারায় তোমার শ্রীপাদপদ্ম ধুইয়ে দেবো? ব্যথিতার ব্যথার গান তুমি কি শুন্‌তে পাচ্ছ না? জাগো—জাগো, যুগের নিদ্রা হ'তে জেগে ওঠ প্রভু! আমি যে আর সহ্য করতে পারছিনে। ওঠো—জাগো—কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ কর। তুমি কি জান না নারায়ণ! আমি কি যন্ত্রণা বুকে সহ্য করছি। স্বামীর সোহাগে বঞ্চিতা অনাথিনী! উঃ! আমার যে থাকৃতেও নেই! তুমি আমার দুঃখ নিবারণ কর দুঃখহরণ!

গীতকণ্ঠে ভাগ্যের প্রবেশ।

গীত।

ভাগ্য।—

তুই কাঁদিস্‌নে মা, কাঁদিস্‌নে আর,
জাগ্‌বে তোর ঐ দুঃখহরণ।
জাগার মন্ত্র শুন্‌লে কানে
থাক্‌বে শুয়ে কতক্ষণ॥
অশ্রুজলের আলপনা দে,
ব্যথার সাজা অর্ঘ্যভার,
আস্‌বে তখন দীনের সখা,
দেখ্‌বি কেমন আসা তার,
তার রূপের ছটায় অন্ধকারে
জ্বল্‌বে হাজার কনক তপন॥

[প্রস্থান।

মাধুরী। আমার দুঃখের নিশার কি অবসান হবে? না—না, যেটুকু আশা ছিল, তাও আর নেই। বন্দী আমার স্বামী! হয়তো রাজার বিচারে তাঁর—না—না, আর যে ভাব্‌তে পারিনে। ভগবান্‌!

তুমি আমার স্বামীর জীবনরক্ষা কর। এ জন্মে তাঁর পদতলে স্থান না পেলেও পরজন্মে পাবার জন্য তোমারি কাছে প্রার্থনা কর্‌বো। তুমি আমার স্বামীকে রক্ষা কর, আর কিছু চাই না।

দেবলের প্রবেশ।

দেবল। মা! দুঃসংবাদ।

মাধুরী। শুনেছি।

দেবল। প্রতিকার?

মাধুরী। ভগবান্। কি কর্‌বো অমাত্যবর! বলুন—কি কর্‌লে আমার স্বামীর জীবনরক্ষা হয়?

দেবল। আমিও তো ভেবে কিছু ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে মা! দেখি তোমার ভবিষ্যৎ জীবন।

মাধুরী। ঘোর অন্ধকার বাবা! স্বামীর সুখেই যে নারী সুখিনী; কিন্তু আজ আমি তাতেও বঞ্চিত হয়েছি। না জানি দেবতা আমার বান্ধববিহীন কারাকক্ষে ব'সে কত কাঁদ্‌ছে—কত ভাব্‌ছে। এখনি বাতাস নিয়ে আস্‌বে তাঁর—উঃ! বাবা! আমি যে সে জ্বালা সইতে পার্‌বো না। যাবো—যাবো, আমি কারাগার হ'তে আমার স্বামীকে মুক্ত ক'রে আন্‌বো।

দেবল। রাজবিদ্রোহিণী হ'তে হবে মা!

মাধুরী। স্বামীর জীবন যে অমূল্য।

দেবল। স্বামীর লাঞ্ছনা!

মাধুরী। দেবতা যে চিরারাধ্য।

দেবল। আরাধনায় যে অশ্রু।

মাধুরী। অশ্রুতেই তাঁর আগমন।

দেবল। তবে যাও মা সতীসাধ্বী শিবরাণি! তোমার স্বামীর জীবন রক্ষা কর। আর তোমার এই রক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিতা কর আর্য্যসেবিত এই ভারতের সমস্ত নারীজাতিদের। অনন্ত নীলিমা হ'তে ভগবানের আশীর্ব্বাদ ঝ'রে পড়ুক্, তুমি সুখিনী হও।

মাধুরী। তবে আসি বাবা! যদি স্বামীর জীবনরক্ষা করতে পারি, তবেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে, নতুবা এই দেখাই শেষ দেখা। ভগবান্! বিপদভঞ্জন! তোমার নামে যেন শঙ্কা দূর হয়।

[প্রস্থান।

দেবল। ভগবান্ তোমার কামনা পূর্ণ করবে দেবি! (শনি অলক্ষ্যে আসিয়া বাহুদেবের ছিন্নমুণ্ড রাখিয়া অন্তর্হিত হইল) য়্যাঁ! একি! একি! এ যে আমার জামাতার ছিন্নশির! ওরে—আমার এ সর্ব্বনাশ কে করলে? ওহো-হো, এখনি যে বজ্রাঘাত হবে—এখনি যে পাষাণ অদ্রি চৌচির হ'য়ে যাবে—এখনি যে মা আমার দেখে ফেল্‌বে। তাইতো, কি করি—কি করি, লুকিয়ে রাখি। (বস্ত্রমধ্যে ছিন্নশির লুক্কায়িত করণ) ওই না—ওই না দীপ্তি আস্‌ছে। যদিও ভগবান্ ওর প্রতি মুখ তুলে চেয়েছিল; কিন্তু তা আর সহ্য হ'লো না, বোধনেই বিসর্জ্জন হ'য়ে গেল। উঃ!

দীপ্তির প্রবেশ।

দীপ্তি। বাবা! শুনেছ, তোমার জামাতা কি বলছিলেন? আগামী কল্য তিনি আমায় তাঁর বাটীতে নিয়ে যাবেন। আমি সেখানে গেলে তুমি যেন আমায় ভুলে যেও না। মাঝে মাঝে আমার সংবাদ নিও। ওকি বাবা! তুমি বস্ত্রের মধ্যে কি লুকিয়ে রেখেছ? দেখি দেখি।

দেবল। না—না, দেখিস্‌নে—দেখিস্‌নে, দেখ্‌তে দেবো না। স'রে যা—স'রে যা। এখনি নদীর বাঁধ ভেঙ্গে যাবে—হাহাকারে বিশ্ব ছেয়ে ফেল্‌বে ; তোকে দেখ্‌তে দেবো না।

দীপ্তি। না—না, দেখি—দেখি! তুমি আমায় লুকাচ্ছো ? (জোর-পূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া স্বামীর ছিন্নশির দেখিয়া) উঃ! বাবা! একি—একি! এ যে আমার দেবতার ছিন্নশির! বাবা গো! (মূর্চ্ছিতা)

দেবল। ঘুমিয়ে যা—ঘুমিয়ে যা, জন্মের মত ঘুমিয়ে যা। আর উঠিস্‌নে মা!

দীপ্তি। ওগো! আমার একি হ'লো, কে আমার এ অবস্থা করলে ? কান্নার পথে সান্ত্বনার হাসি কুড়িয়ে পেয়ে আজ আবার হারিয়ে ফেল্‌লুম। বাবা—বাবা! কোথায় পেলে তুমি ?

দেবল। এইখানেই পেলুম মা! জানি না কোন্ শত্রু এখানে রেখে গেল।

দীপ্তি। স্বামি! স্বামি! দেবতা আমার! চ'লে গেলে ? আমায় তোমার সাথী কর। বৈধব্যের দারুণ যন্ত্রণা যে আমি সইতে পার্‌বো না! আমি তোমায় পেয়ে হারালাম। ওরে—কে আমার আশার প্রদীপ নিভিয়ে দিলি ? কে আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলি ? জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল—সর্ব্বাঙ্গ আমার জ্ব'লে গেল। শান্তি—শান্তি, কোথায় শান্তি ? ওই—ওই নদীগর্ভই আমার শান্তির স্থান।

[ছিন্নশির লইয়া দ্রুত প্রস্থান।

দেবল। দীপ্তি! দীপ্তি! ফিরে আয় মা—ফিরে আয়।

[দ্রুত প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

চিন্তামগ্ন রেবন্ত।

রেবন্ত। প্রতিহিংসা ক্ষণে ক্ষণে
জেগে ওঠে অন্তরমাঝারে।
ক্ষিপ্ত হয় হৃদয়-শোণিত!
মনে হয় চূর্ণ করি কারাদ্বার
ছুটে যাই মুক্তির আলোকে;
কিন্তু রুদ্ধ দ্বার,
নাহি শক্তি—কি করি এখন?
অন্ধকার কক্ষমাঝে
বান্ধববিহীন হ'য়ে
কতদিন হইবে থাকিতে?
উঃ! আর যে সহিতে নারি।
জীবনের একি পরিণাম!
ওকি! কে খুলিল কারাদ্বার?
কেবা আসে ধীরে ধীরে?
কে? কে?

মাধুরীর প্রবেশ।

মাধুরী। পদসেবিকা দাসী।

রেবন্ত। মাধুরী—মাধুরী, তুমি—তুমি?

মাধুরী। হ্যাঁ, আমি।

রেবন্ত। কিবা প্রয়োজন ?

মাধুরী। চল তুমি মুক্তির আলোকে।
উন্মুক্ত কারার দ্বার,
উৎকোচে কারার রক্ষী
প্রবেশের দিল অধিকার।
ওগো স্বামি! ক'রো না বিলম্ব আর,
শীঘ্র চল কারার বাহিরে।

রেবন্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ!
মুক্ত আজি কেশরীশাবক!
প্রতিহিংসা এইবার করিব পূরণ,
জ্বালিব ধ্বংসের বহ্নি প্রাগ্‌রাজ্যমাঝে।
চাই—চাই, তারে চাই—
দীপ্তি! দীপ্তি! (প্রস্থানোদ্যত)

মাধুরী। ওগো, কোথা যাও বাঞ্ছিত দেবতা!
দাও স্থান চরণেতে মোরে। (পদধারণ)

রেবন্ত। ছাড়—ছাড়—ছেড়ে দাও।
একি! ছাড়িবে না তবু?
আরে আরে ঘৃণিত কুলটা!
ধর এই স্বামিভক্তির যোগ্য পুরস্কার। (পদাঘাত)

[প্রস্থান

উঃ—উঃ! তবু তুমি চ'লে গেলে
দলিয়া আমারে ?
এত অশ্রু পড়িল গড়ায়ে,
তবু তব নাহি হ'লো দয়ার সঞ্চার ?

ঘৃণিতা কুলটা আমি ?
ওগো স্বামি ! একি তব নির্ম্মম আচার ?
তুমি যে আমার ইহপরকাল,
তুমি যে আমার অনন্ত সম্পদ্।
চ'লে গেলে ?
এসেছিনু কত আশা ল'য়ে,
তাও আজি ব্যর্থ হ'লো মোর।
কোথা যাই—কোথা পাই শান্তির হিল্লোল।

চিন্তার প্রবেশ।

চিন্তা। দেবর! দেবর! তুমি আর অভিমানে অশ্রুজল ফেলো না। আমি তোমায় মুক্ত ক'রে দিতে এসেছি। এস, আমি তোমায় স্নেহ আবেষ্টনীর মধ্যে রেখে দেবো। তুমি যে আমাদের অনন্ত সম্পদ্। য়্যাঁ! একি! কে—কে!

মাধুরী। পদদলিতা কাঙ্গালিনী।

চিন্তা। মাধুরি! ভগ্নি! তুমি এখানে—দেবর কই ?

মাধুরী। আমি মুক্ত ক'রে দিয়েছি তাঁকে।

চিন্তা। রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে তুমি মুক্ত ক'রে দিলে কোন্ সাহসের বশবর্ত্তিনী হ'য়ে ভগ্নি ?

মাধুরী। তিনি যে আমার স্বামী।

চিন্তা। স্বামী ? তার স্বামিত্ব কোথায় ? যে স্বামী তার পরিণীতা ভার্য্যা ত্যাগ ক'রে পরনারীতে আসক্ত হয়—যার ইহজীবন পরজীবনের সমস্ত ভার নিয়ে নির্ম্মম চরণে প্রতিনিয়ত তাকে দলিত মথিত করে, সেই মায়াহীন অবিবেকী স্বামীর জন্য—

মাধুরী। সতী তার জীবনও বিসর্জ্জন দিতে পারে, কিন্তু স্বামীর কঠোরতায় পত্নীর প্রতিদানের হস্ত কখনো সঙ্কুচিত হ'তে পারে না; তাহ'লে সতী নামে যে কলঙ্ক স্পর্শ করবে দিদি! আমি সারাজীবন এমনিভাবেই তাঁর শত নিগ্রহ সহ্য করবো, তবু পারবো না তাঁর প্রাণে ব্যথা দিয়ে তাঁকে ভুলে থাকতে।

চিন্তা। কিন্তু এর জন্য তোমায় শাস্তি নিতে হবে বোন্!

মাধুরী। শাস্তি সাদরে মাথায় তুলে নেবো। স্বামি-পরিত্যক্তা হ'য়ে যে ভীষণ শাস্তি অহরহঃ ভোগ করছি, তার চেয়ে আর কোন্ শাস্তি নারীর আছে? না—না, আর নেই। এ বড় মর্ম্মন্তুদ শাস্তি রাজরাণি!

চিন্তা। দেবর—দেবর! উঃ! তুমি করেছ কি? কোথায় চ'লে গেছ? এমন শান্তির উপবন হ'তে তুমি কোন্ মরুর পথে ছুটে চলেছ? তুমি কোথাও গিয়ে শান্তি পাবে না দেবর! একজনকে কাঁদিয়ে তুমি কখনো সুখী হ'তে পারবে না। হ্যাঁ, তাহ'লে তুমি শাস্তি নিতে চাও?

মাধুরী। চাই রাজরাণি!

চিন্তা। মাধুরি!

মাধুরী। কেন দিদি?

চিন্তা। এস আমার সঙ্গে, তোমার দুঃখ দেখে আমার নয়নের জলধারা যে রাখতে পারছিনে। ওগো সতীরাণি! আর কেঁদো না. তোমার ওই শুষ্ক দীনা কঙ্কালসার মূর্ত্তি দেখে আমিও এসেছিলাম রাজদণ্ডের সমস্ত ভীষণতা ভুলে গিয়ে তোমার স্বামীকে মুক্ত ক'রে দিতে। সে যে আমারই জন্য বন্দী হয়েছিল। আমি তাকে আদর্শ মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোলবার জন্যই শাসনের মধ্যে এনেছিলুম, কিন্তু তুমি আজ

ামার সে আশা ব্যর্থ ক'রে দিলে। ছিল, তোমাকে তার ন্তে তুলে দিয়ে শান্তিলাভ করবো, কিন্তু তা হ'লো না। এস, দেখি দবর কোথায় গেল, আজ যে তাকে চাই। প্রাগ্‌রাজ্যের দুর্দ্দিন মাগত, রাজ্য ছেড়ে প্রজারা সব চ'লে যাচ্ছে—একটা বিরাট হাহাকারে দশটা ছেয়ে ফেলেছে।

মাধুরী। কি হয়েছে রাজরাণি ?

চিন্তা। শনৈশ্চরের চক্রান্তে কর্ণাটরাজ প্রাগ্‌রাজ্যের সীমান্ত-প্রদেশে পস্থিত। শীঘ্রই যুদ্ধ বাধ্‌বে, মহারাজও শনিগ্রস্ত—বিকৃতমস্তিষ্ক। ভাই য জগতের বড় আপনার—বড় স্নেহের ; ভাই যে মানুষের শক্তি—াহস—বুকের বল। যারা সেই মহার্ঘ্য রত্ন ভাই হাঁরায়, তাদের জীবন কখনো সুখের হয় না—আর ভ্রাতৃহারা দেশ কখনও উন্নতশীল হ'তে ারে না। আজ দেবরকে চাই, তার কাছে আমরা মার্জ্জনা চেয়ে নবো। সে তার ভাইকে কাঁদাক্ ক্ষতি নেই, তবু যেন কোন বহিঃশত্রু এসে তার চিরারাধ্যা জন্মভূমির বুকখানা দলিত ক'রে দিয়ে না যায়। াইয়ের মর্য্যাদা না রাখ্‌লেও যেন সে মায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করে। এস বোন্! দেবরকে যে আজ চাই, প্রাগ্‌রাজ্যের এ দুর্দ্দিন দূর করবার স হবে প্রধান সহায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

ছদ্মবেশে শনির আবির্ভাব।

শনি। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! ভাইয়ের সাহায্য আর পাবে না রাজরাণি ! র রক্ষা নেই প্রাগ্‌রাজ্যের। রেবন্তকে দিয়েই সে অপমানের প্রতিশোধ হণ করবো। দেখ্‌বো, তুচ্ছ নর কতক্ষণ বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় এই বতার বিপক্ষে।

ছদ্মবেশী লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। দাঁড়াও শনৈশ্চর!

শনি। কেন?

লক্ষ্মী। বল্‌বার আছে। এইভাবেই কি কর্ম্মের রথ চালিত কর্‌বে শনৈশ্চর? ক্ষমা ব'লে কি কোন বস্তু এ জগতে নেই?

শনি। ক্ষমা? না—না দেবি! ক্ষমা আর এ জগতে নেই দেবতার ক্ষিপ্ত রোষানলে প্রাগ্‌রাজ্যের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত পৃথিবীর বুক হ'তে মুছে যাবে। তোমার সহস্র অনুরোধেও শনৈশ্চরের সে অপমানের বিষাক্ত ক্ষত অন্তর হ'তে শুকিয়ে যাবে না।

লক্ষ্মী। তুমি আজ শ্রীবৎসের কারাগারে বন্দী।

শনি। বন্দী?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, বন্দী।

শনি। ক্ষমতা আছে মত্ত মাতঙ্গকে বন্দী কর্‌তে?

লক্ষ্মী। ক্ষমতা না থাকলেও বশীকরণ মন্ত্র আছে শনৈশ্চর!

শনি। মন্ত্র ব্যর্থ হবে।

লক্ষ্মী। ব্যর্থ হওয়ার মন্ত্র নয়। দেখ্‌তে চাও তার প্রমাণ' অহঙ্কারী রবিনন্দন! তুমি কি ভেবেছ, এমনিভাবেই একজন নিরীহ নিরপরাধকে দলিত ক'রে তোমার দেবশক্তির পরিচয় দেবে? ভেবেছ কি এমনিভাবেই স্রষ্টার পুণ্য-প্রতিষ্ঠানের উপর স্বেচ্ছাচারিতার বজ্র ছুটিয়ে দেবে? কি অপরাধ করেছে সেই মহামতি শ্রীবৎস রাজন্! সে তো ন্যায়েরই প্রতিষ্ঠা করেছে। যাকে বিচারক ব'লে নিয়েছিলে, তারই আবার অনিষ্টসাধনে উদ্যত হয়েছ কেন? যাক্, এখ কি চাও? অনুগ্রহ না নিগ্রহ?

শনি। কি!

লক্ষ্মী। এখনো সময় আছে, শীঘ্র তুমি এ প্রাগ্‌রাজ্য ত্যাগ কর।

শনি। প্রতিজ্ঞা অটল।

লক্ষ্মী। ভূমিকম্প আছে। তাহ'লে বিনয়ে নত হবে না? আচ্ছা, ামিও দেখ্‌ছি, তুমি কিরূপ শক্তিধর দেবতা! থাক এই কারাগারে ন্দী হ'য়ে।

শনি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কারাগার এখনি পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাবে।

লক্ষ্মী। সে ক্ষমতা এখন নেই।

শ্রীবৎসের প্রবেশ।

শ্রীবৎস। কই—কোথায় রেবন্ত? কোথায় সেই অনাচারী বংশের কলঙ্ক? আমি আজ তাকে স্বহস্তে হত্যা করবো। য়্যাঁ! একি—কি!

লক্ষ্মী। আমি অনেক কষ্টে এই বিদ্রোহী দেবতাকে বন্দী করেছি। ইবার একে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত কর রাজা! দেবতা ব'লে নিষ্কৃতি ও না। স্বার্থ—হিংসা যার অন্তর জয় ক'রে বসে, সে দেবতা হ'লেও াস্তি গ্রহণের যোগ্য। দণ্ড দাও।

শ্রীবৎস। (স্বগত) দেব-দেবীর সংঘর্ষণ! কণ্ঠাগত প্রাণ এক তুচ্ছ বের। আমি চমৎকৃত এই নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখে।

লক্ষ্মী। কি ভাবছো শ্রীবৎস?

শ্রীবৎস। কিছুই ভাবিনি মা!

লক্ষ্মী। কেশরী বন্দী—শাস্তি দাও।

শ্রীবৎস। আমি জয় চাই না দেবি! পরাজয়কে আমি জয় মেনে নেবো। আমি কিছুই চাই না মা, চাই শুধু তোমায়।

তুমি আমার সহায় থেকো, অকাতরে আশীর্ব্বাদ বিলিয়ে দাও মায়ের মত। আমার বিপন্ন জীবনকে তোমার সুরক্ষিত অভয়দুর্গে রেখে দাও জননি! যাও দেবতা, তুমি মুক্ত। আমি তুচ্ছ মানব হ'লেও এরূপ হীনভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাই না। তুমি যাও—প্রয়োগ কর তোমার অসীম দেবশক্তি তুচ্ছ একটা মানবকে ধ্বংস করতে, তবুও শ্রীবৎস কখনো তোমায় বড় ব'লে স্বীকার করবে না—স্থান দেবে না তোমায় আমার এই জগজ্জননী মায়ের উচ্চে।

লক্ষ্মী। না—না বৎস! নিষ্ঠুর দেবতাকে মুক্তি দিও না। কেন এর জন্য সারাজীবন কাঁদবে শ্রীবৎস?

শ্রীবৎস। তাই কাঁদবো দেবি! জগৎ শুধু দেখে যাক্ দেবতার দেবত্ব-মহিমা। যাও শনৈশ্চর, তুমি মুক্ত। তবে একটা কথা, আমার সম্পদ্ তুমি কেড়ে নাও—আমার সৌভাগ্যের পথে হাহাকারের বন্যা ছুটিয়ে দাও—আমায় পথের ভিখারী কর, আমি কাঁদবো না; আমার অনন্ত সম্পদ্ ভাইকে যেন বুক হ'তে ছিনিয়ে নিও না, এইটুকু আমার প্রার্থনা—অনুরোধ।

লক্ষ্মী। শ্রীবৎস! নির্দ্দয় দেবতাকে শাস্তি দাও।

শ্রীবৎস। দেবতা যে চির-প্রণম্য জননি! ভয় কি আমার? শ্রীবৎস যে মায়ের সন্তান।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। শুনলে না মায়ের কথা? মুক্ত ক'রে দিলে স্বার্থপর দেবতাকে? কিন্তু দেখ্‌ছি, তুমি কাঁদবে রাজা! শনৈশ্চর! শিক্ষা কর ঐ তুচ্ছ মানবের নিকট চরিত্র গঠনের নীতি—আচার-ব্যবহার।

[প্রস্থান।

শনি। প্রতি পাদক্ষেপে তুমি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ জননি!

আচ্ছা দাঁড়াও, আমিও দেখাতে চাই জগতকে শনৈশ্চরের অদ্ভুত ক্ষমতা। শ্রীবৎস! আমি সারমেয় মূর্ত্তিতে তোমায় স্পর্শ ক'রে তোমার রন্ধ্রগত হয়েছি, লক্ষ্মীর শত চেষ্টাতেও তোমার রক্ষা নাই। ধ্বংস অনিবার্য্য।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কর্ণাট-শিবির।

কর্ণাটরাজ উপবিষ্ট, নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

নর্ত্তকীগণ।—

ওলো, আজ কেন সই লজ্জা রাখা।
পাখীর মতন চল্ না উড়ে ছড়িয়ে রঙিন পাখা॥
ছড়িয়ে দে লো কনক আঁচল, চোখে দে প্রেমের কাজল,
উড়ে চল্ ফাগুন বাগে অনুরাগে এলিয়ে চিকণ বেণী বাঁকা।
আমাদের কাজল মাখা দীঘল চোখে
থাক্‌বে তাহার স্মৃতি মাখা॥

[প্রস্থান।

কর্ণাটরাজ। প্রাগ্‌রাজ্য অধিকার করতে আজ আমি এখানে শিবির স্থাপন করেছি। মহারাজ শ্রীবৎস শনিগ্রস্ত—বিকৃতমস্তিষ্ক, আবার ভ্রাতৃবিচ্ছেদের আগুনও জ্ব'লে উঠেছে; এই অবসরে প্রাগ্‌রাজ্য জয় করা কর্ণাটের পক্ষে দুঃসাধ্য হবে না। খুব সহজেই বিজয়ী

হ'য়ে ফিরতে পার্‌বো। শ্রীবৎস কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত এক ব্রাহ্মণ আমার যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তার মুখে অনেক কিছু প্রাগ্‌রাজ্যের গুপ্ত-সংবাদ জানতে পেরেছি। গৃহশত্রু না হ'লে দেশ জয় করা কোন জাতির পক্ষে সহজসাধ্য হয় না।

রেবন্তের হাত ধরিয়া ব্রাহ্মণবেশী শনির প্রবেশ।

রেবন্ত। আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ব্রাহ্মণ?

শনি। সৌভাগ্যের পথে।

রেবন্ত। সৌভাগ্যের পথে?

শনি। হ্যাঁ, এখনি সে পথের সন্ধান পাবে। মহারাজের জয় হোক্।

কর্ণাটরাজ। এস—এস বন্ধু! তোমার অযাচিত করুণায় কর্ণাটরাজ মুগ্ধ—স্তম্ভিত, জানি না কি দিয়ে আমি তোমার ঋণ পরিশোধ কর্‌বো। ইনি কে?

শনি। মহামতি প্রাগ্‌রাজ্যপতি শ্রীবৎসের জ্ঞাতি ভ্রাতা।

কর্ণাটরাজ। কি প্রয়োজন?

শনি। চান আহুতি দিতে।

কর্ণাটরাজ। কি?

শনি। প্রাগ্‌রাজ্য।

কর্ণাটরাজ। স্বদেশকে?

শনি। মর্ম্মাহত। স্বদেশ-স্মৃতি মুছে গেছে।

কর্ণাটরাজ। উত্তম। বসুন রাজভ্রাতা! আমি আজ ধন্য হ'লাম আপনার মত এক বান্ধব লাভ ক'রে। নর্ত্তকীগণ! নর্ত্তকীগণ!

শনি। এখনো সে আনন্দ কর্‌বার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়নি কর্ণাটরাজ! যে আশা নিয়ে তুমি এসেছ এই প্রাগ্‌রাজ্যে, আগে

তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর—তারপর। (স্বগত) শ্রীবৎস! শ্রীবৎস! (প্রকাশ্যে) রাজভ্রাতা! এইবার আপনি আপনার মনোভাব কর্ণাট-রাজের নিকট ব্যক্ত করুন। আমায় দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণ ব'লে মনে কর্‌বেন না, কার্য্যকালে আমার শক্তির পরিচয় পাবেন। পরহিতব্রত পালন করাই আমার স্বভাবগত ধর্ম্ম, নইলে কি আর আপনাকে এই কর্ণাটরাজের শিবিরে নিয়ে আসি।

রেবন্ত। রাজ্যের সর্ব্বনাশ কর্‌তে আজ আমি কর্ণাটরাজ-শিবিরে; কিন্তু জানি না, আমার এই প্রতিহিংসা গ্রহণের পথে কি মর্ম্মন্তুদ বেদনার সৃষ্টি ক'রে রেখেছে ভগবান্। আমি কোথায় এসেছি—কার কাছে এসেছি—কার কাছে করুণাভিক্ষা কর্‌ছি? কর্ণাটরাজ আমার কে? পরশত্রু—বিদেশী, আর শ্রীবৎস রাজন্ আমার জ্যেষ্ঠ—প্রাগ্‌রাজ্য আমার জন্মভূমি—আমি যে তারই সন্তান। উঃ!

শনি। কি ভাব্‌ছেন রাজভ্রাতা? ভবিষ্যতে আপনি এই প্রাগ্‌রাজ্যের অধীশ্বর হবেন, আমার অভ্রান্ত গণনা।

রেবন্ত। তুমি কি জ্যোতিষ জান ব্রাহ্মণ?

শনি। জানি। আমার গণনা নির্ভুল।

রেবন্ত। তুমি কে?

শনি। আপনার বন্ধু—সুহৃদ্!

কর্ণাটরাজ। যাক্, এখন কাজের কথা হোক্। শুনুন রাজভ্রাতা! আপনি আমার সাহায্য চান্ কি না শুন্‌তে চাই। তবে আমার সাহায্য নিতে হ'লে আমায় প্রতিশ্রুতি দিতে হবে; রাজ্য জয় ক'রে দিলে আমায় এক কোটী স্বর্ণমুদ্রা পারিশ্রমিক স্বরূপ আপনাকে দিতে হবে। আপনি এখন এই সর্ত্তের অনুমোদন কর্‌লেই আমি মহারাজ শ্রীবৎসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।

রেবন্ত। ওই—ওই না কে কাঁদছে? কে আমায় ব্যাকুল আহ্বান করছে—কার ব্যথা-জড়িত কণ্ঠস্বর? কে তুমি—কে তুমি? ওঃ—চিনেছি, তুমি আমার মা! তুমি আমার শতস্বর্গ-শোভা-বিমণ্ডিতা জন্মভূমি মা!

গীতকণ্ঠে ভাগ্যের প্রবেশ।

গীত।

ভাগ্য।—

তবে আজ মরুর পথে ছুটিস্ কেন,
ওরে পথিক পথহারা।
ফিরে আয় মায়ের ছেলে মায়ের কোলে,
(কেন) করবি মায়ে রত্নহারা।
হয় না রে সুখ কোনখানে, দিলে ব্যথা মায়ের প্রাণে,
দেখ্বি তখন আস্‌বে নেমে অনুতাপের অশ্রুধারা।

[প্রস্থান

রেবন্ত। সাধক! সাধক! কোথা যাও'
দাঁড়াও ক্ষণেক—
পড়িয়াছি ঘূর্ণাবর্ত্তে,
রক্ষা কর জীবন আমার।
আসিয়াছি গাঢ় অন্ধকারে,
জ্ঞানের আলোক ধ'রে
দেখাইয়া দাও মোরে পথ।
রাজ্য—রাজ্য!
তুচ্ছ সে রাজ্যের তরে

রত্নহীনা করিব মায়েরে ?
কাঁদাইব দেবীরে আমার ?
না—না, পারিব না তাহা,
আমি যে সন্তান—
নহিক পিশাচ—নির্ম্মম দানব ।
স্বার্থের সাধনা তরে
তুলে নেবো জননীর ক্রুদ্ধ অভিশাপ ?
কর্ণাট-রাজন্ ! চলিলাম—
নাহি প্রয়োজন রাজ্যেতে আমার ।

(প্রস্থানোদ্যত)

শনি । সেকি ! আজীবন অপমান সহিবে নীরবে ?
চাহ না সৌভাগ্য ?

কর্ণাটরাজ । (স্বগত) নিতান্ত মূর্খ ।

রেবন্ত । ওগো বন্ধু ! সৌভাগ্যদায়ক !
আজীবন অপমান সহিব নীরবে ।
চাহি না সৌভাগ্যসুখ,
নাহি চাই রাজ-সিংহাসন ।
জ্যেষ্ঠ মোর শ্রীবৎস রাজন্ ,
পাইয়াছি শিশুকাল হ'তে
এ যাবৎ
কত স্নেহ—কত ভালবাসা,
তাহারে কাঁদাবো আজি
সৌভাগ্যের হইতে সেবক !
না—না, বজ্রপাত হবে মোর শিরে,

কালানল উঠিবে জ্বলিয়া।
সুখশান্তি ভস্ম হ'য়ে যাবে,
সৌভাগ্যের সুখ-উষা
অন্ধকারে ফেলিবে আবরি।
ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও মোরে,
বিষাক্ত বাতাসে রুদ্ধ হয় শ্বাস!
উঃ—উঃ! প্রাণ যায়—
এসেছি কোথায়?

শনি। (স্বগত) দাঁড়াও রে ভ্রাতৃভক্ত!
ভক্তি-দুর্গ চূর্ণিব এখনি,
ভ্রান্তিনীরে ডুবাইয়া তোমা
প্রতিহিংসা করিব সাধন।
ভ্রান্তি! ভ্রান্তি!
আবির্ভূতা হও ত্বরা,
মুগ্ধ করি রেখে দাও
ভ্রাতৃভক্ত রাজ-সহোদরে।

নৃত্যগীতসহকারে ভ্রান্তির আবির্ভাব

গীত।

ভ্রান্তি —

আমার এ রূপসায়রে নেশার ঘোরে
ডুবিয়ে তোমায় রাখ্‌বো প্রিয়।
দোদুল দোলা দুল্‌বো সেথায়,
বাস্‌বো তোমায় ভাল, ঢাল্‌বো অমিয়॥
গহন রাতের বাসরঘরে, রাখ্‌বো, ঘিরে ফুলশরে,

উড়িয়ে সেথায় কনক আঁচল

তোমায় ঘিরে রাখ্‌বো প্রিয়।

[রেবন্তকে লইয়া প্রস্থান।

কর্ণাটরাজ। একি! আমি তো কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে। ব্রাহ্মণ! বল, তুমি কে? কি জন্যই বা আমায় কর্ণাটরাজ্য হ'তে আহ্বান ক'রে নিয়ে এলে? কি উদ্দেশ্য তোমার? আমি মাঝে মাঝে তোমার অলৌকিক কার্য্যকলাপ দেখে বিস্মিত হ'য়ে পড়ি। সত্য বল, তুমি কে? তুমি কি প্রাগ্‌রাজ্যবাসী শ্রীবৎস রাজন্‌ কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত কোন ব্রাহ্মণ—না কোন মায়াবী?

শনি। জেনে রেখো রাজা, আমি তোমার বন্ধু—হিতাকাঙ্ক্ষী। এখন না, কার্য্যকালে আমার পরিচয় পাবে।

কর্ণাটরাজ। আচ্ছা। রাজ-সহোদর কোথায় গেল ব্রাহ্মণ! রূপসী তাকে কোথায় নিয়ে গেল? ওই রূপসীই বা কে?

শনি। অনুসন্ধিৎসু হ'য়ো না রাজা! শুধু দেখে যাও, এ দীন ব্রাহ্মণের কতখানি শক্তি।

কর্ণাটরাজ। তবে আমায় এখানে প্রতিশোধ নেবার জন্য আহ্বানের কি আবশ্যক ছিল? নিজেই যখন অসামান্য শক্তিসম্পন্ন, তখন আমার সাহায্য গ্রহণ করার আবশ্যক কি? জানি না, তোমার অন্তরে কোন কূট অভিসন্ধি আছে কিনা?

শনি। অতটা অধৈর্য্য হ'য়ো না রাজা! আমি তোমার শত্রু নই। হ্যাঁ, তোমার সাহায্য কেন নিয়েছি জান? ক্ষত্রিয়কে দমন কর্‌তে হ'লে ক্ষত্রিয়েরই আবশ্যক। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুল্‌তে হয়—জল দিয়ে কানের জল বের করতে হয়।

উন্মত্তভাবে রেবন্তের প্রবেশ।

রেবন্ত। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা
জাগিল অন্তরে।
দূরে—বহুদূরে চ'লে গেল সর্ব্বস্ব আমার,
জাগ্রত হইল শুধু প্রতিহিংসানল।
রাজ্য চাই—রাজ্য চাই—
চাই প্রতিশোধ!
বিনাদোষে রেবন্ত হইল বন্দী।
ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! কর্ণাটরাজন্!
উন্মত্ত পিশাচ আমি,
মানিব না ধর্ম্মাধর্ম্ম—
রাখিব না স্নেহ অনুরাগ;
প্রলয় মার্ত্তণ্ডসম উঠিব জ্বলিয়া—
প্রাগ্‌রাজ্য করিব শ্মশান।
শোন রাজা, প্রতিশ্রুতি দিলাম তোমারে,
কোটী স্বর্ণমুদ্রা করিব প্রদান।
এইবার বাজাও দামামা,
রণ—রণ—মহারণ হউক্ আরম্ভ।
ধ্বংস হোক্—ধ্বংস হোক্ প্রাগ্‌রাজ্য—
ধ্বংস হোক্ শ্রীবৎস রাজন্।

কর্ণাটরাজ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এতক্ষণে পূর্ণ মনস্কাম।
রাজসহোদর!
অকৃত্রিম প্রেম-আলিঙ্গনে

বদ্ধ হোক্ উভয়ের সখ্যতা বন্ধন।

(রেবন্তকে আলিঙ্গন)

এস সখা! আমার শিবিরে আজি
আতিথ্য গ্রহণ করি
ধন্য কর শিবির আমার।
যথাকালে করিব সমর ঘোষণা।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সিদ্ধনাথের বাটী।

সিদ্ধনাথের প্রবেশ।

সিদ্ধনাথ। বড়লোক—বড়লোক, একদিনে সিদ্ধনাথ বড়লোক। বেঁচে থাক—বেঁচে থাক বাবা চাষার পো! সেদিন ভাগ্যি তুমি ঠাকুরটা আমায় দিয়েছিলে, নইলে কোজাগরীর ঝাঁটা খেয়ে পিঠ আর সেদিন থাক্‌তো না। তাইতো, আরও যদি গোটাকতক ঠাকুর পেতাম, তাহ'লে একধার থেকে হাতে মাথা নিতাম। ওহো, কোজাগরীর আজ আনন্দ দেখে কে? এখন আমায় কি ভালই না বাস্‌ছে; কিন্তু আমার যখন পয়সা ছিল না, তখন মাগী ঝাঁটা দিয়ে আমার বিষ ঝেড়ে দিত। বাপ, পয়সাই দেখ্‌ছি সব। ওদিকে বাবা বড়লোক হয়েছে দেখে গোপাল আমার কি স্ফূর্ত্তিই আরম্ভ করেছে। আবার পাড়া-পড়শীদেরও চোখটা টাটিয়ে উঠেছে।

ধুরন্ধরের প্রবেশ।

ধুরন্ধর। বাবা! ও বাবা!

সিদ্ধনাথ। কি বল্‌ছো মাণিক?

ধুরন্ধর। আমায় একটা হাতী কিনে দেবে?

সিদ্ধনাথ। গরীবের ছেলে ঘোড়া রোগ কেন ধন? হাতীতে চ'ড়ে শেষকালে প'ড়ে গিয়ে কি হাত-পা ভাঙ্গবে? বলি, দিনরাত অমনভাবে ইয়ারকি মেরে দিন কাটালে চল্‌বে কি ক'রে? বামুনের ছেলে, পূজা আশ্রয় শিখ্‌তে হবে, নইলে যজমান রাখ্‌বি কি ক'রে?

ধুরন্ধর। হুঁ! পূজো—আমি পূজো-টুজো শিখ্‌তে পার্‌বো না। আমায় একটা হাতী কিনে দিতেই হবে, নইলে—

সিদ্ধনাথ। নইলে কি রে হারামজাদা?

ধুরন্ধর। নইলে ধনঞ্জয়! তুমি আমায় চেন না, আমি ধুরন্ধর, বাবা আমার পুরন্দর, ঠাকুরদাদা আমার লম্বোদর।

সিদ্ধনাথ। সেকি রে ব্যাটা, তুই যা তা বল্‌ছিস কি? আমি যে তোর খাঁটী বাবা রে, নাম যে আমার সিদ্ধনাথ—আমার বাবার নাম ভোলানাথ।

ধুরন্ধর। যাক্, নামে আর কি এসে যায়, তুমি খাঁটী থাক্‌লেই হ'লো। যাক্, হাতী কিনে দেবে কি না?

সিদ্ধনাথ। হাতী কিন্‌তে অনেক টাকা লাগ্‌বে ধন! তার চেয়ে একটা ষাঁড় গরু কিনে দেবো।

ধুরন্ধর। না, আমি ষাঁড় গরু নেবো না—হাতী আমার চাই।

কোজাগরীর প্রবেশ।

কোজাগরী। একটা ছেলে—আব্দার ধরেছে, মিন্সে কিছুতেই সে আব্দার রাখ্‌বে না গা!

সিদ্ধনাথ। অনেক কষ্টে কপাল ফিরিয়েছি গিন্নি! হাতী কিনে দিয়ে কি টাকাগুলো নয় ছয় কর্‌বো বল্‌তে চাও?

ধুরন্ধর। আমি হাতী নেবো মা!

কোজাগরী। হ্যাঁগা, একটা হাতীই না হয় কিনে দাও না, তার কত দাম হবে?

সিদ্ধনাথ। দাম আর কত—সিকে পাঁচেক।

কোজাগরী। তবে আর ভাবনা কি? কালই ওকে একটা হাতী কিনে দিও।

ধুরন্ধর। সত্যি বাবা, হাতী কিনে দেবে তো? নইলে—

সিদ্ধনাথ। নইলে কি রে হারামজাদা! তুই কেবল আমায় চোখ রাঙাস্। এঁড়েপক্ক ছেলে, একেবারে ব'য়ে গেছিস্? এই মাগীর জন্যেই ছেলেটা গোল্লায় গেছে।

রন্ধর। শুনেছিস্ মা শুনেছিস্, বাবার কি রকম বে-আক্কেলে কথা। ভদ্রতা মোটেই জানে না। অসভ্য! বর্ব্বর!

সিদ্ধনাথ। ওরে ব্যাটা ভদ্দরের পো! ডাক্—ডাক্ তোর ভদ্দর বাবাকে।

কোজাগরী। ও মিন্সে, ওর আবার বাবা কি গো?

সিদ্ধনাথ। আছে—আছে, আরও বাবা আছে—আলবৎ আছে।

কোজাগরী। উঁ! মর্—মর্ মিন্সে! টাকা পেয়ে মাথা গরম হ'য়ে গেছে। অনেকদিন কোজাগরীর ঝাঁটা খাওনি কিনা। আন্ তো—আন্ তো ধুরু, ঝাঁটাটা আন্ তো, আজ মহিষাসুর বধ ক'রে ফেলি।

সিদ্ধনাথ। দোহাই গিন্নি—দোহাই, আমার শিঙ্ নেই। যাও—যাও, ভাল ক'রে রান্না-বান্না করগে, আজ যে ধুরন্ধরকে দেখ্‌তে আস্‌বে।

ধুরন্ধর। (লম্ফ দিয়া) য়্যাঁ, আমার বিয়ে হবে? বিয়ে হবে?

তবে আর হাতী চাইনে বাবা! বেঁচে থাক বাবা—বেঁচে থাক তুমি, এমন না হ'লে বাবা! মাইরি বাবা! আমি তোমায় আজ থেকে খুব ভালবাস্‌বো।

কোজাগরী। হ্যাঁগা, সত্যি নাকি?

সিদ্ধনাথ। সত্যি—সত্যি! খাঁটী কথা।

কোজাগরী। আয় বাবা ধুরু!

ধুরন্ধর। আমায় দেখ্‌তে আস্‌বে? আমার বিয়ে হবে? হাঃ-হাঃ-হাঃ! আয় মা আয়, ভাল ক'রে রাঁধবি বাড়বি আয়।

কোজাগরী। চল্‌। হ্যাঁগা, আমার চুড়ি গড়াতে দিয়েছ তো?

[ধুরন্ধরকে লইয়া প্রস্থান

সিদ্ধনাথ। যাক্‌, অনেক ফন্দি ক'রে তো তাড়ালাম! উঃ! ব্যাটা বলে কিনা হাতী নেবো, মাগী বলে কিনা চুড়ি গড়াতে দিয়েছ তো? ওদিকে পাওনাদারগুলোও টাকা পাওয়ার কথা শুনে আমায় শকুনির মত ছেঁকে ধরেছে। সব শালাকে কলা দেখাবো। একটী টাকাও নেহি খরচ করেঙ্গা। আমার কত কষ্টের টাকা।

শেঠজী। (নেপথ্যে) ভট্‌চায মশাই বাড়ী আছেন?

সিদ্ধনাথ। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ ঘটালে দেখ্‌ছি। শেঠজী ব্যাটা তো টাকার তাগাদায় আস্‌ছে, কি করি এখন? ব্যাটাকে তো অষ্টরম্ভা দেখাতে হবে। সাজি—সাজি, পাগলা সাজি।

শেঠজী। (নেপথ্যে) ভট্‌চায মশাই!

ধুরন্ধরের প্রবেশ।

ধুরন্ধর। বাবা—বাবা! শেঠজী ডাকৃছে।

সিদ্ধনাথ। হা-হা-হা! টাকা—টাকা! (লম্ফ)

ধুরন্ধর। য়্যাঁ, একি হ'লো বাবা! অমনধারা হনুমানের মত ফাচ্ছো কেন? মা—মা, ওমা! শীগ্‌গির আয়—শীগ্‌গির আয়।

দ্রুত কোজাগরীর প্রবেশ।

কোজাগরী। কি হ'লো রে বাবা ধুরু?

ধুরন্ধর। ওই দেখ মা, বাবা কেমন লাফাচ্ছে।

সিদ্ধনাথ। টাকা—টাকা! হা-হা-হা! ওই টাকা—ওই টাকা—কাথায় গেল টাকা? ওই উড়ে যাচ্ছে, ধরি—ধরি। (লম্ফদান)

কোজাগরী। হেঁই মা, একি হ'লো গো? অমন ক'রে লাফাচ্ছো কন? মা বেন্ধা, রক্ষা কর্ মা!

শেঠজী। (নেপথ্যে) ভট্‌চায মশাই, বাড়ীতে আছেন?

সিদ্ধনাথ। টাকা—টাকা—হা-হা-হা! ওই যায়—ওই যায়! ধরি-ধরি। (লম্ফদান)

কোজাগরী। ওরে বাবা ধুরু! শেঠজীকে আজ যেতে বল্, আর গ্‌গির গিয়ে কব্‌রেজ মশাইকে ডেকে নিয়ে আয়, কর্ত্তার কি রোগ হ'লো খ্।

ধুরন্ধর। আচ্ছা মা, যাচ্ছি। [প্রস্থান।

কোজাগরী। হ্যাঁগা, তুমি অমন কর্‌ছো কেন? হেঁই মা, আবার ত কিড়মিড় কর্‌ছে কেন গা? কামড়ে দেবে নাকি?

সিদ্ধনাথ। টাকা—আমার টাকা! গেল টাকা? ওই টাকা—টাকা! হা-হা-হা!

কোজাগরী। হায়-হায়-হায়, একি কর্‌লে মা ষষ্ঠী! লোককে ভূতে য়—বেন্ধদত্যিতে পায়—পেত্নীতে পায়, আমাদের কর্ত্তাকে টাকায় পেলে! এই যে ভালমানুষ ছিল গো। ওরে, ও ধুরু—

কবিরাজসহ ধুরন্ধরের প্রবেশ

ধুরন্ধর। এসেছি মা—কব্‌রেজ মশাইকে নিয়ে এসেছি।

কোজাগরী। ওগো কব্‌রেজ মশাই, কর্ত্তাকে একটু ভাল ক'রে দেখ গো!

কবিরাজ। দাঁড়াও, ভাল ক'রে রোগের লক্ষণটা দেখ্‌তে দাও।

সিদ্ধনাথ। টাকা—টাকা, হা-হা-হা। (লম্ফদান ও কোজাগরীর গাত্রে পতন)

কোজাগরী। ও মাগো—ম'রে গেছি গো, মিন্সে আমায় মেরে ফেল্‌লে গো! ওগো কব্‌রেজ মশাই, ভাল ক'রে দেখ গো! একটু তেজালো ওষুধ দাও গো!

কবিরাজ। ভয় নেই, আমি রোগ সারিয়ে দেবো। ইস্‌—মারাত্মক রোগ। মৃত্যুর লক্ষণ! তা ভয় নেই, কবিরাজ ভুষুণ্ডি ধন্বন্তরি চিত্র-গুপ্তার্ণবের হাতযশ যথেষ্ট আছে। আমার আবিষ্কৃত বৃহৎ অশ্বায়ন তৈল মর্দ্দনেই রোগ নীরোগ হ'য়ে যাবে। আমার আবিষ্কৃত তীরস্থ বটীকা আর বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ বাজারে খুব কাট্‌তি। সব অকৃত্রিম ঔষধ।

সিদ্ধনাথ। টাকা—টাকা, ওই টাকা। (কবিরাজের ঘাড়ে পড়িল)

কবিরাজ। উ-হু-হু! মারাত্মক—মারাত্মক! একেবারে মৃত্যু লক্ষণ। দাঁড়াও, বৃহৎ অশ্বায়ন তৈল প্রয়োগ করি। (ঝুলি হইতে শিশি বাহির করিল)

সিদ্ধনাথ। (স্বগত) দাঁড়াও শালা, লোকঠকানো বৃহৎ অশ্বায়ন তৈল প্রয়োগ কর্‌বার মজা দেখিয়ে দিচ্ছি। (প্রকাশ্যে) টাকা—টাকা, আমার টাকা। (কবিরাজকে জড়াইয়া ধরিয়া কামড়াইতে লাগিল)

কবিরাজ। উ-হু-হু! বাপ্‌—বাপ্‌! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, ম'লাম—ম'লাম। মারাত্মক! মারাত্মক!

[সিদ্ধনাথকে টানিতে টানিতে কবিরাজের পলায়ন।

কোজাগরী। ওরে ধুরু! চল্‌—চল্‌, দেখি চল্‌। হায়-হায়, কব্‌রেজ মশাইকে বুঝি মেরে ফেল্‌লে। ওগো, আমাদের কর্ত্তার কি হ'লো গো!

[দ্রুত প্রস্থান।

ধুরন্ধর। কিছু হয়নি—কিছু হয়নি, পাওনাদারকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য বাবা ব্যাটা ফন্দি এঁটেছে, বলিহারি মাথা তোমার বাবা—বলিহারি তোমার মাথা।

গীত।

ধুরন্ধর।—(নৃত্যসহকারে)

বাবার আমার বুদ্ধি চমৎকার।
ফাঁকি দেবার ফন্দি দেখে কেঁদে ফির্‌ছে পাওনাদার॥
বাবার আমার আচ্ছা মাথা,
পাগলা সেজে কর্‌ছে যা তা,
বেড়ে বুদ্ধি বাবার আমার, অমন বাবা মেলা ভার॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রাঙ্গণ।

উন্মাদবৎ শ্রীবৎসের প্রবেশ।

শ্রীবৎস। গেল—গেল, সব গেল—সব গেল, সব ছারখার হ'রে গেল। প্রলয়ের দাবানল জ্ব'লে উঠেছে, কেউ আর আমায় রক্ষা কর্তে পার্‌বে না। আমি ভাই হারিয়েছি। উঃ! সে কি অকৃতজ্ঞ! একটু তার অন্তর কেঁদে উঠ্‌লো না? আমার সর্ব্বনাশের জন্য কর্ণাটরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। একটিবার—একটিবার যদি তাকে পাই, তাহ'লে তার কৃতঘ্নতার টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলি। উঃ—মা! মা! কমলা! আমি যে আর কাঁদ্‌তে পার্‌ছিনে।

গীতকণ্ঠে শ্রীর প্রবেশ।

গীত।

শ্রী।—

মা যে রে তোর অদূরে।
কান পেতে শোন্ মায়ের বাঁশী
ওই যে বাজে মধুর সুরে॥
কাঁদার শেষে আছে হাসি,
আঁধার শেষে আলোকরাশি,
মন ভাঙ্গিস্‌ নে মায়ের ছেলে,
থাক্‌বি সুখে মায়ের কোলে,
কাঁটার আঁচড় লাগ্‌বে না তোর,
থাক্‌বি মায়ের অভয় পুরে॥

[প্রস্থান

শ্রীবৎস । ওগো দেবি !
কেন মিছে আশার মুরলীধ্বনি
কর মোর নিরাশার মাঝে ।
কতদিনে অভয়ার লভিব অভয় ?
নিরন্তর দগ্ধ হই বিষের জ্বালায়,
সকলি হারায়ে যায়—
নয়নের অশ্রু সদা খেলে যে তরঙ্গ ।
জ্ব'লে গেল আশা-শৌধ—
দলিত মথিত হয় নন্দন-কানন ।
বল দেবি !
কতক্ষণ সে যাতনা সহিবে সন্তান ?
জ্বলেছে বিপ্লব-বহ্নি—
উঠেছে তুমুল ঝড়,
থরথর কাঁপে হিয়া মোর ;
কতদিন—কতদিনে মায়ের করুণা লভি
শান্তিময় করিব জীবন ?
প্রাগ্‌রাজ্যে আগত দুর্দ্দিন !
কেহ নাহি মোর—
কে করিবে রক্ষা মোরে এ ঘোর সঙ্কটে ।

মাধব ও দেবলের প্রবেশ ।

মাধব । আছে তব রাজভক্ত প্রজা ।
রাজ্যের দুর্দ্দিনে তারা
আনন্দে দানিবে প্রাণ, জানিও রাজন্ !

শ্রীবৎস। একি! মাধব! দেবল! এসেছ তোমরা? আমি যে বিপদগ্রস্ত, আমার সর্ব্বস্ব যেতে বসেছে। গ্রহরাজের নির্ম্মম বিচারে আজ সর্ব্বস্ব হারাতে বসেছি মাধব! পার্‌বে—পার্‌বে তোমরা তোমাদের বিপদগ্রস্ত রাজাকে রক্ষা কর্‌তে?

মাধব। কেন পার্‌বো না মহারাজ! আমরা যে প্রজা, আমাদের কি কর্ত্তব্য নয় আমাদের রাজাকে রক্ষা করা? এ রাজ্য শুধু তোমার নয় রাজা! এ রাজ্যের মাটীর সঙ্গে আমাদের যে রক্তের সম্বন্ধ জড়িত আছে। আমরা আনন্দে আজ জীবন দিয়ে আমাদের দেশমাতৃকার সেবা কর্‌বো।

দেবল। প্রাগ্‌রাজ্য আমাদের জন্মভূমি। আমরা সহস্র সহস্র সন্তান সন্ততি জীবিত থাক্‌তে দুরন্ত কর্ণাটরাজ এসে আমাদের কাঙাল সাজিয়ে যাবে? না—না, তা কি হয়? তাহ'লে যে মায়ের ব্যথার অশ্রুতে দলিত উষ্ণ নিঃশ্বাসে আমাদের সর্ব্বস্ব পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে রাজা! ভয় কি, আমরা আছি। আজ আমরা রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে—মায়ের দুঃখ দূর কর্‌তে—মায়ের মর্য্যাদা চির-অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে মায়েরই দেওয়া এই জীবন পুষ্পাঞ্জলির মত মায়েরই চরণে অর্পণ কর্‌বো। আমরা যে মায়ের সন্তান—মায়ের আশা—মায়ের ভরসা।

গীতকণ্ঠে ভাগ্যের প্রবেশ।

ভাগ্য।—

তবু আছে অনেক ছেলে দেশে।
তারা আপন মাকে পরের হাতে
তুলে দেয় যে হেসে॥

চায় না মায়ের মুখপানে,   নেয় না তুলে মায়ের দান,
হ'য়ে তারা রত্নহারা লক্ষ্মীছাড়া
দীনের সঙ্গে পরের দোরে
নয়নজলে ভাসে ।
তবু তাদের চোখ ফোটে না,
আসে না হায় মায়ের পাশে ॥

[গীতান্তে প্রস্থান ।

মাধব । আমরা আজ জীবন দেবো রাজা ! তুমি ভেবো না—কাতর হ'য়ো না । হৃদয় দৃঢ় কর—অস্ত্র তুলে ধর—শত্রুর শির লক্ষ্য ক'রে ছুটে চল । আমাদেরও বুকের বল দ্বিগুণভাবে বেড়ে উঠুক্, আমরাও তোমার পেছু পেছু যাবো মাতৃ-মন্ত্রিত ঐক্যের শাণিত অস্ত্রকরে আমাদের গরীয়সী মাকে রক্ষা করতে ।

দেবল । আদেশ দাও রাজা ! আমরা এই মুহূর্ত্তে সেই কর্ণাটরাজের শিবির আক্রমণ করি । তার দুরাশার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে আমাদের মাতৃ-মন্দিরে বিজয় আনন্দের মহোৎসবের উদ্বোধন করি ।

শ্রীবৎস । দেবল ! দেবল ! তুমি যে আমার জন্য বড় ব্যথা পেয়েছ, জামাতা তোমার মৃত—কন্যা অপহৃত । উঃ ! আমি স্নেহের বশবর্ত্তীতে সেই কাল-সাপকে আদর ক'রে বুকে রেখে দিয়েছিলুম ! আমারই শাসন-শৈথিল্যে তুমি আজ কত কাঁদছো অমাত্য ! ক্ষমা কর আমায় ।

দেবল । রাজা ! রাজা ! ভুলে যাও সে কথা—সে-সব যে আমার অদৃষ্টের অঙ্কপাত । তুমি তো অপরাধী নও রাজা ! আমার মায়ের কাছে কি কন্যা জামাতার তুলনা হ'তে পারে ? আমার কোন দুঃখ নেই, আমি সব ভুলে গেছি রাজা !

শ্রীবৎস। তাহ'লে চল মাধব—চল দেবল, দ্বিগুণ উৎসাহে আজ আমরা মাকে রক্ষা করতে ছুটে যাই চল। মা! মা! আশীর্ব্বাদ কর সন্তানদের, যেন তারা চিরবিজয়িনীর সাজে তোমায় সাজাতে পারে। আর যদি প্রাগ্‌রাজ্যে কেউ মায়ের সন্তান থাক, তবে এস—এস—ছুটে এস, আজ তোমাদের কীর্ত্তি-অর্জ্জনের সন্ধিক্ষণ এসেছে, অমর হবে এস—মানুষ হবে এস—জন্মজীবন সার্থক করবে এস।

অনুচরগণসহ ডুলিচাঁদের প্রবেশ।

ডুলিচাঁদ। আছি—আছি, হামরা আছি রেজা—হামরা আছি। হামরা আজ জান দেবে—হামাদের রেজার মান বাঁচাবে—হামাদের মায়ের ইজ্জত রক্ষা কোর্‌বে। হামরাও যে মায়ের লেড়কা আছি রে রেজা!

শ্রীবৎস। ডুলিচাঁদ! ডুলিচাঁদ! এস—এস মাতৃভক্ত রাজভক্ত সন্তান! আজ সকলে ব্যবধানের সঙ্কীর্ণতা দূরে ফেলে দিয়ে রক্ষা কর তোমাদের মা'কে—দেশকে—গৌরবকে।

ডুলিচাঁদ। কুচ্ছু তুই ডর করিস্‌নে রেজা! তু দেখ্‌বি, এই ছোটা-জাত ডুলিচাঁদ কেমন কোরিয়ে রাজভক্তি দেখাবে—কেমন কোরিয়ে তার দেশ-মায়ির সেবা কোরবে! হামরা হাজার হাজার চাঁড়াল জাত আছি, হামাদের বর্শার ঘায়ে ডুষমনটা জরুর পরাণ ছোড়্‌বে। কুচ্ছু ডর্ নেহি।

শ্রীবৎস। তবে আর কালবিলম্বের আবশ্যক নেই। চল—চল, আমরা কর্ণাটরাজের শিবির আক্রমণ করিগে চল। তার তপ্তরক্ত দিয়ে আমরা মাতৃপূজা সম্পন্ন করিগে চল।

চিন্তা ও মাধুরীর প্রবেশ।

চিন্তা। মাতৃ-পূজার জন্য প্রাগ্‌রাজ্যের সমস্ত নারী আজ জাগরণব্রত ধারণ করেছে রাজা! আজ তারা শাণিত তরবারি-করে রক্তপিয়াসী করালীর মত নেচে উঠেছে বিলাসিতা দূরে ফেলে দিয়ে—লজ্জার অবগুণ্ঠন ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তাদের দেশ-মাতৃকার সেবার জন্য।

শ্রীবৎস। য়্যাঁ! একি—একি। রাণি! এ আবার কি দৃশ্য আমায় দেখাচ্ছ রাণি! আমার আশাহারা অন্তরে যে আজ শত আশা ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো। রাণি! রাণি!

চিন্তা। রাজ্যের দুর্দ্দিন—রাজার বিপদ; নারী কি শুধু পুরুষের বিলাস আনন্দের নিষ্প্রাণ ছবি! তারা কি চিরদিনই দুর্ব্বলতা নিয়ে কালযাপন কর্‌বে? তারা কি চিরদিনই আলস্যের সহচরী হ'য়ে থাক্‌বে? না—না, আর তারা থাক্‌বে না। তারা কি নারী ব'লে আজ মায়ের সেবায় বঞ্চিত হবে? হবে না; তারা এবার জেগেছে—তারা এবার অস্ত্র ধরেছে—তারা এবার কর্ত্তব্য বেছে নিয়েছে। চল মায়ের সন্তানের দল, মহারুদ্রের অট্টহাস্যে আমরাও মায়ের কন্যা—আমরাও আজ তোমাদের পেছু পেছু ছুটে যাবো মহাশক্তির রক্ততৃষা নিয়ে। শত্রুর শির লুটিয়ে পড়ুক্—জয়ের ডঙ্কা বেজে উঠুক্—অনন্ত নীলিমা হ'তে মায়ের আশীর্ব্বাদ অঝোরে ঝ'রে পড়ুক্ তাঁর সন্তান-সন্ততিদের শিরে শিরে! ওই দেখ —ওই দেখ রাজা! মাকে রক্ষা করতে প্রাগ্‌রাজ্যের মা-ভগ্নীরা কেমন জেগে উঠেছে।

গীতকণ্ঠে অস্ত্রকরে রমণীগণের প্রবেশ।

গীত।

রমণীগণ।—

মায়ের তরেতে করিব আমরা
হর্ষে পুলকে জীবনদান।
বিলাসিতা আজ দূরে ফেলে দিয়ে
ধরেছি অস্ত্র খরশান॥
সভয়ে কাঁপিবে অরাতি,
গাহিব মায়ের বন্দনা গীতি,
আকাশ বাতাস কাঁপাযে আমরা
তুলিব কণ্ঠে জয়ের গান॥

শ্রীবৎস। বাঃ! বাঃ! তবে আর কোন চিন্তা নাই মাধব! দেশের মা ভগ্নীরা যখন জেগেছে, তখন আর ভয় নেই। চল—চল, আজ নর-নারীর ঐক্যের হুঙ্কারে—অস্ত্রের ঝঙ্কারে—দেশবৈরীর অন্তরটা কেঁপে উঠুক্, চূর্ণ-বিচূর্ণ হোক্ তার পরস্বাপহরণের উন্মত্ত লালসা আমাদের এই দেশরক্ষার অভিযান দেখে। হর্ষে বুকের বলে উচ্চকণ্ঠে বল তোমরা প্রাগ্রাজ্যের সন্তান-সন্ততিগণ! জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

সকলে। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

সহসা গীতকণ্ঠে বিজয়নিশানহস্তে শ্রীর প্রবেশ।

গীত।

শ্রী।—

ছুটে চল্ তবে ছুটে চল্
রাখিতে মায়ের মান।

বাজিবে তোদের জয়ের ডঙ্কা,
এই দেখ চেয়ে জয়ের নিশান ॥

[প্রস্থান ।

গীতকণ্ঠে অসিহস্তে ভাগ্যের প্রবেশ ।

গীত ।

ভাগ্য ।—

যাও রে ভক্ত নাহি ভয় আর,
কাটিয়া গিয়াছে অন্ধকার,
অদূরেতে ওই চেয়ে দেখ সবে বিজয়লক্ষ্মী মূর্ত্তিমান্ ।
ধর ধর ধর মায়ের ভক্ত, ধর এই তব মায়ের দান ॥

[শ্রীবৎসের হস্তে অস্ত্র দিয়া প্রস্থান ।

সকলে । মা! মা! মা!

শ্রীবৎস । মা! মা! মা! নৈরাশ্যজড়িত এই মরুময় প্রাগ্‌রাজ্যের বুকের উপর অবিরাম প্রতিধ্বনিত হোক্—মা! মা! মা! ওই—ওই বর্ষার ধারার মত মায়ের আশীর্ব্বাদ ঝড়ে পড়্‌ছে। ভয় নেই—ভয় নেই, আর আমাদের ভয় নেই। দেবশত্রু শনৈশ্চরের সর্ব্ব অহঙ্কার আজ চূর্ণ-বিচূর্ণ কর্‌বো। পেয়েছি আজ অনন্ত সম্পদ্—অনন্ত ঐশ্বর্য্য—অনন্ত শক্তি এই মায়ের দান।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মাধবের বাটী।

কঙ্কন গাহিতেছিল।

গীত।

কঙ্কন।—

আমি সাজাবো তোমারে বনফুল হারে,
পূজিব তোমারে নয়নজলে।
বসায়ে তোমারে হিয়ার আসনে
রহিব তোমারি চরণতলে॥
আমি পুলকে গাহিব তোমারি জয়গান,
আবেগে অর্ঘ্য করিব প্রদান,
তুমি হয়ো না পাষাণ, হে মহীয়ান্,
থেকো না সুদূরে ভুলে
আমারে আদরে নিও গো কোলে॥

মাধবের প্রবেশ।

মাধব। কঙ্কন! কঙ্কন!

কঙ্কন। কেন বাবা?

মাধব। চল্।

কঙ্কন। কোথায়?

মাধব। কান্নার দেশে।

কঙ্কন। কেন বাবা? •

মাধব। দেবতার অভিসম্পাত! দুর্নিবার অত্যাচারে আমরা সব হারিয়েছি কঙ্কন! গ্রহবৈগুণ্যে আমাদের প্রজাবৎসল ধর্ম্মধ্বজ মহারাজ আজ দুরন্ত কর্ণাটরাজ কর্ত্তৃক বন্দী। প্রাগ্‌রাজ্যের বুকের উপর হত্যার তাণ্ডবলীলা চলেছে—নররক্তের নদী ছুটে চলেছে—প্রজারা প্রাণভয়ে রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে। আমাদেরও আজ এখান হ'তে চ'লে যেতে হবে। পার্‌বো না কঙ্কন, সেই বিদেশী কর্ণাটরাজের পদতলে আমাদের উন্নত শির নত ক'রে দিতে। উঃ! আমাদের অদৃষ্টের কি পরিহাস! গৃহশত্রু রেবন্ত! আমি ব্রাহ্মণ—আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি—না—না, তোমার কোন দোষ নেই; আমাদেরই অদৃষ্ট। ওগো করুণাময়ী সন্তান-স্নেহ-বিগলিতা জন্মভূমি জননী আমার! তোর ওই শ্রীহীনা—বেদনাকাতরা মূর্ত্তি দেখে আমাদের চোখের জল যে আর বাধা মানছে না। চল্‌ কঙ্কন! আর এ মাটীর মায়া ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না। চল্‌, আমরা কোন শান্তির আশ্রয় খুঁজে নিই গে।

কঙ্কন। তাহ'লে সত্যই বাবা, আমাদের কত সাধের ঘরবাড়ী ফেলে রেখে চ'লে যেতে হবে? আমরা কি আমাদের হারানো সম্পদ্‌ ফিরে পাবো না?

মাধব। পাবার আশা তো দেখি না কঙ্কন! মহারাজ আজ সপরিবারে কারাগারে বন্দী। বিদ্রোহী ভাই যেখানে, সেখানে আর সুখের আশা করিস্‌ নে। চল্‌, দুলিচাঁদ ও দেবল—তারাও আমার সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। আমরা এই পাপরাজ্যের বহুদূরে গিয়ে কোন গুপ্তস্থানে ব'সে ব্যথার নয়নাশ্রু ঢেলে দিয়ে ভগবানের নিকট আবেদন কর্‌বো। তিনি ব্যথাহারী, দেখ্‌বো তাঁর সে নামের মহিমা। যদি

আবার কোন যুগান্তরে আমাদের দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ স'রে যায়, তবেই আবার এখানে এসে সকল জ্বালার উপশম করবো।

দুলিচাঁদ ও দেবলের প্রবেশ।

দেবল। আমরা প্রস্তুত মাধব! আর আমাদের তিলার্দ্ধকাল এখানে থাকবার আবশ্যক নেই। কন্যার জন্য আমি উন্মাদ মাধব! তারপর দারুণ অত্যাচার, অত সইতে পারবো না এই ভাঙ্গা বুকে। তার চেয়ে এই পাপের সংস্পর্শ হ'তে আমাদের চ'লে যাওয়াই সদ্‌যুক্তি।

দুলিচাঁদ। হামরা আর এখানে এই পাপের রাজ্যিতে থাকবে না ঠাকুরবাবা! চল্—হামরা বনে গিইয়ে বাস কোরবে। ছো-ছো ছো! দুনিয়াতে ধরম নেঁহি। হামিলোক লড়াই করতে যাইয়ে হারিয়ে গেলো—হামাদের রেজাভি বান্ধা পড়লো!

মাধব। তাই চল দেবল, তাই চল দুলিচাঁদ! কোন নির্জ্জন স্থানে ব'সে আমরা আমাদের মাকে উদ্ধার করবার মন্ত্রণা-সভা বসাবো, কারণ এখানে থাকলে আমাদের সে সুযোগ আসবে না। রাজদ্রোহী ব'লে আমরা নির্য্যাতিত হবো। আর বিলম্ব ক'রে কাজ নেই—চল ভাইসব! মা! মা! চললুম আমরা কাঁদতে কাঁদতে—যদি কখনো ভগবানের করুণালাভ করতে পারি, তবেই আবার তোর কোলে এসে স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করবো। মহারাজ! মাতৃভক্ত! তুমি কেঁদো না, তোমার উদ্ধারের জন্য শীঘ্রই আমরা বিরাট নবশক্তির সৃষ্টি ক'রে উত্তাল জলস্রোতের মত ছুটে আসবো। চল—চল, ওই—ওই শোন দেবল! ওই শোন দুলিচাঁদ! মায়ের ওই সুরহারা কণ্ঠস্বর। মা যে কেঁদে কেঁদে বলছে—ওরে, তোরা যাসনে—যাসনে, তোরা মন ভাঙ্গিসনে—তোদের সুখের দিন আবার আসবে।

দেবল। না—না, আমাদের সুখের দিন আর আস্‌বে না মাধব! চিরদিন আমাদের এম্‌নিভাবেই কাঁদ্‌তে হবে। চল—

(সকলের প্রস্থানোদ্যোগ)

গীতকণ্ঠে ভাগ্যের প্রবেশ।

গীত।

ভাগ্য

কোথায় যাবি মাকে ছেড়ে
অন্ধকারের পথে।
ওই যে কাঁদে মা যে তোদের,
লোহার নিগড় হাতে॥

মাধব। মাকে আজ ছেড়ে যেতে হবে বন্ধু! আমরা যে মায়ের হুরদৃষ্ট কুসন্তান! পার্‌লুম না শতচেষ্টায় মাকে রক্ষা কর্‌তে। শত্রুর শির লক্ষ্য ক'রে আমরা অস্ত্র তুলে ধরেছিলুম মায়ের জন্য; প্রাগ্‌রাজ্যের কত সংসার ছারখার হ'য়ে গেল। ওই—এখনো শোনা যায় তার গগন-ভেদী আর্ত্তনাদ। এখনো পুত্রের বুকের রক্ত মায়ের বুক হ'তে শুকিয়ে যায়নি; কিন্তু তবু আমরা মাকে হারালাম।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ভাগ্য।-

আবার তোরা বুকের বলে,
দ্বিগুণ তেজে ওঠ্‌ না জ্ব'লে,
মন ভাঙ্গিস্‌নে ওরে তোরা,
ফেলিস্‌নে আর আঁখির ধারা,
মায়ের পূজার বোধন বসা,
চড়্‌বি তখন জয়ের রথে॥

[প্রস্থান।

মাধব। এ বুক যে ভেঙ্গে গেছে সাধক মাতৃভক্ত সন্তান! যে মাটীতে গৃহশত্রু জন্মেছে, সে মাটীকে আর রক্ষা করতে কেউ পারবে না। বুক যে আমাদের চূরমার হ'য়ে গেছে। আর আশা নেই—দলিত প্রাগ্‌রাজ্যের বুকে আর হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌বে না। আমাদের আশা-ভরসা—শক্তি-সাহস প্রতিপালক রাজা আজ বন্দী।

ছদ্মবেশী লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। আর তোমাদের সেই বিপন্ন রাজাকে ফেলে রেখে তোমরা আজ চ'লে যাচ্ছ নিজেদের জীবন রক্ষা করতে? বাঃ! চমৎকার তোমাদের রাজভক্তি—চমৎকার তোমাদের প্রজা-কর্ত্তব্যের প্রতিদান—চমৎকার তোমাদের দেশরক্ষার সাধু সঙ্কল্প!

মাধব। কে তুমি মা দীনহীনা কাঙালিনী?
অশ্রুসিক্ত আঁখি এলায়িত কেশা
বেদনার সজীব মুরতি?
কেবা তুমি? দাও মাগো আত্ম-পরিচয়।
তব আগমনে মাগো,
নিরাশা তমসাচ্ছন্ন অন্তরমাঝারে
নবরাগে যেন পুনঃ উদিল তপন।
তোমার ব্যথার বাণী পশিয়া শ্রবণে
ক্ষিপ্ত দীপ্ত হইল পরাণ।
মনে হয়, আবার আমরা
ফিরে পাবো হারানো সম্পদ্।
মনে হয়, আবার ছুটিয়া যাই
মদমত্ত করী সম

মাতৃপূজা করিতে সাধন।
যদি গো এসেছ দেবি
প্রাণহীন দেহে পুনঃ
নব প্রাণ করিতে সঞ্চার—
তবে এ দীন সন্তানগণে
দেহ তব সত্য পরিচয়।

লক্ষ্মী। ওরে মাতৃহারা সন্তানের দল!
আমি যে তোদের মা!

সকলে। (সমস্বরে) মা! মা! (নতশির)

লক্ষ্মী। ওরে, যাস্‌নে—যাস্‌নে তোরা
মাতৃবক্ষ করিয়া দলিত—
মায়ের কোমল প্রাণে দানিয়া বেদনা।
কি ভয় তোদের?
পুনঃ তোরা ধর্ অস্ত্র—
বজ্র কর্ ঐক্যের বাঁধন,
ছুটে যা রে সিংহের বিক্রমে।
অস্ত্রের ঝঙ্কারে—কণ্ঠের হুঙ্কারে
কাঁপাইয়া আকাশ বাতাস
সমস্বরে বল্ তোরা—
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"।

সকলে। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

লক্ষ্মী। যা—যা, ছুটে যা রে তোরা,
কারা হ'তে মুক্ত ক'রে
নিয়ে আয় রাজারে তোদের।

ওই—ওই কাঁদে শ্রীবৎস আমার,
যা—যা, চূর্ণ করি পাষাণ কারায়
নিয়ে আয় রাজারে তোদের ;
আমিও অলক্ষ্য হ'তে
বিলাইব অনন্ত করুণা। [প্রস্থান

মাধব। মা! মা!

দেবল। মাধব! মাধব!
যাবো না কোথাও আর।
মরিতে যত্তপি হয়, মরিব এখানে,
তবু কাঁদায়ে মায়েরে—ফেলিয়া রাজারে
কোথাও যাবো না মোরা শান্তির সন্ধানে।
মায়ের অভয় বাণী করিয়া স্মরণ
শিথিল বুকেতে হয় আশার ঝঙ্কার।
চল ভাই!
ভগ্নকণ্ঠে ডাকি ওই সন্তান সকলে
করি সবে ঐক্যমন্ত্রে মায়ের সাধনা।

ছলিচাঁদ। তু ঠিক বাৎ বোলিয়েছিস্ দেবলজি! হামরা আর কুথাও যাবে না। চল্—ফিন্ হামরা দুষমন্‌দের মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়িবে চল্। জান যায় তো কি হোবে? হামাদের রেজাকে ফেলিয়ে কেমোন করিয়ে যাবে? চল্—চল্, হামরাও লড়াই করিগে চল্।

গণকবেশে শনির প্রবেশ।

শনি। জয় হোক্ বাবা—তোমাদের জয় হোক্। তোমরা যখন এ রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাচ্ছ, তখন আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নাও।

উঃ! এ রাজ্যে আর থাকা যায়! ওঃ—আমাদের মহারাজ বন্দী—মহারাণীও বন্দী। দুরন্ত কর্ণাটরাজ এসে আমাদের পথের ভিখারী সাজালে। আর এখানে তিষ্ঠুতে পার্‌ছিনে বাবা, গরীব ব্রাহ্মণ—কোন্‌দিন কি মারা পড়্‌বো? দয়া ক'রে তোমাদের সঙ্গে আমায় নিয়ে চল।

দেবল। জ্যোতিষী ঠাকুর! আপনি গণনা ক'রে একটীবার দেখ্‌তে পারেন, আমরা কতদিনে আবার সুখের অধিকারী হবো? আর আমাদের মহারাজই বা কবে মুক্তি পাবেন?

দুলিচাঁদ। দেখ্‌ তো ঠাকুর বাবা, তুই গুণিয়ে গাঁথিয়ে দেখ্‌ তো—হামরা কেত্তো দিন কাঁদবে? হামাদের রাজ্যি কি হামাদের হাবে না?

শনি। (স্বগত) দাঁড়াও দেশভক্তের দল! এইবার তোমাদের দিকে সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ কর্‌ছি। তোমাদের স্বদেশরক্ষার উদ্দীপনা এইখানেই শেষ কর্‌ছি।

দুলিচাঁদ। কি জ্যোতিষী ঠাকুরবাবা, তুই চুপ কোরিয়ে রইলি? তুরনত্‌ বোল্‌ ঠাকুরবাবা, হামাদের জয় হোবে কি না?

মাধব। বল জ্যোতিষী! কি দেখ্‌তে পাচ্ছো তোমার ভবিষ্যৎ দর্পণে? প্রাগ্‌রাজ্যের গরিমাদীপ্ত রবির চির অস্তাচল—না নব উদয়? আমরা যে ক্ষিপ্ত—উন্মাদ—সর্ব্বহারা ভিখারী।

শনি। আচ্ছা, তাহ'লে গণনা ক'রে দেখি।

(মৃত্তিকায় খড়ি পাতিয়া দেখিতে লাগিল, মুখ বিকৃত করিতে লাগিল ও চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল এবং কঙ্কনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল ও কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল)

মাধব। বল জ্যোতিষি! তুমি যে চুপ ক'রে রইলে? ওকি! তোমার চক্ষু হ'তে অশ্রু ঝ'রে পড়্ছে—বল, গণনায় কি দেখলে?

শনি। প্রাগ্‌রাজ্য রক্ষার আর উপায় নাই। আমাদের মহারাজেরও জীবন সংশয়, রুষ্ট শনিগ্রহ—ধ্বংস অনিবার্য্য। হ্যাঁ, তবে জ্যোতিষশাস্ত্রে তার খণ্ডনেরও উপায় আছে। যাগ, যজ্ঞ, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির দ্বারা সময়ে রুষ্ট গ্রহ তুষ্ট হয় কিংবা পরাজিত হয়। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস থাকা চাই।

দেবল। বল ঠাকুর, কি কর্‌লে আমরা বিপন্মুক্ত হ'তে পার্‌বো।

ত্বলিচাঁদ। বোল্ ঠাকুর, তুরনত্ বোল্—হামরা জরুর কোর্‌বে।

মাধব। বল ভবিষ্যদ্বক্তা! আমাদের এ দারুণ দুর্দ্দৈব হ'তে রক্ষা যদি কোন উপায় থাকে, আমরা রাজার কল্যাণে—রাজ্যের কল্যাণে তা করতে প্রস্তুত আছি। দুঃসাধ্য হ'লেও আমরা সে কার্য্য সম্পাদন ক'রে আমাদের হারানো সম্পদ্ উদ্ধার কর্‌বো। বল, প্রতিকার কি? আর যে সহ্য হয় না—আর যে আমরা কাঙ্গালের মত কাঁদতে পার্‌ছি না। ওঃ—আমরা যে সব হারিয়েছি।

শনি। প্রতিকার—প্রতিকার! রাজা ও রাজ্যের কল্যাণের জন্য কালিকার নিকট নরবলি দিতে হবে।

সকলে। নরবলি?

শনি। হ্যাঁ, নরবলি! নরবলি বিনা রাজ্যরক্ষার আর কোন উপায় নাই। অভ্রান্ত জ্যোতিষ গণনা। হ্যাঁ—আর একটা কথা, অন্য নরবলির দ্বারা কার্য্য সফল হবে না, চাই শিশুবলি। অষ্টমবর্ষীয় কি দ্বাদশবর্ষীয় শিশুর রক্তে মাতৃপূজা সম্পন্ন করতে হবে।

দেবল। শিশুবলি! মাধব! মাধব! একি রাজ্যরক্ষার প্রতিষেধক কঠোর নীতি? না, কাজ নেই আর—চল, এ রাজ্য ছেড়ে অ

কোথাও চ'লে যাই। এ যে অসম্ভব মাতৃপূজার প্রতিবিধান! শিশুবলি? কোথায় শিশু? কে দেবে তার বাঞ্ছিত রত্নকে! ওঃ—মাধব! চল—চল, আবার মাথাটা যে ঘুরে গেল ভাই!

মাধব। রাজ্যের কল্যাণে শিশুবলি! অন্তরের ভেতর একি ব্যাকুল স্পন্দন! রাজাকে রক্ষা—রাজ্যরক্ষা—মাতৃপূজা! শিশুবলি—শিশুবলি, কোথায় শিশু পাই—কার কাছে যাবো—কে সে কথা শুন্‌বে? কে আছে এমন নির্ম্মম বিধানে আনন্দে তার শিশুকে দান কর্‌বে? মা! মা! জন্মভূমি! তোর বুকে তেমন ছেলে আছে, তোকে রক্ষা কর্‌তে বুকের রক্ত ঢেলে দেবে? একি! আমি কাঁপছি কেন? সৃষ্টিটা থর্‌থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে কেন? অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার! আমি দৃষ্টিহারা—জ্ঞানহারা! বলি—বলি, শিশুবলি!

কঙ্কন। আমি তো রয়েছি বাবা তোমার বলির সামগ্রী! ভয় কি? তুমি আমায় বলি দাও—আমার স্বদেশকে রক্ষা কর—আমার রাজাকে রক্ষা কর।

দেবল। একি—একি বজ্রপাত! একি ভূকম্পন—একি অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ।

মাধব। ওঃ—কঙ্কন! কঙ্কন!

ছুলিচাঁদ। উঃ—জ্যোতিষী ঠাকুর, তু কি বল্‌লি?

কঙ্কন। কেন বাবা, এতে আর কি হবে? মায়ের পূজা—আমার জন্মজীবন সার্থক হবে। আমার একটি ক্ষুদ্র প্রাণ দিয়ে যদি দেশ ও দশের কল্যাণ হয়—আমার জন্মভূমির অশ্রু মুছে যায়, তাতে আর দুঃখ কি বাবা?

গীত।

কঙ্কন।—

আমি মায়ের ছেলে মায়ের তরে
দেবো জীবন বলিদান॥

ওই যে কাঁদে ব্যথার ভারে
(ওগো) আমার জন্মভূমি প্রতিষ্ঠান।
যাহার দানে জীবন গড়া,
আজকে তাহার বাদলধারা,
আমি কোন্ পরাণে থাক্‌বো সুখে
না দিয়ে তার প্রতিদান।
সে যে মোদের জন্মভূমি বড় মধুর
মুক্তিক্ষেত্র তীর্থস্থান॥

শনি। ওহো-হো! চোখের জল যে আর ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌ছি নে। কেন গণনা কর্‌লাম? না, আর এ মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য দেখ্‌তে পার্‌বো না। (স্বগত) হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রবল হাহাকার তুল্‌বো। যাই—এইবার লক্ষ্মীবিগ্রহকে কৌশলে হরণ ক'রে আনি, মহারাজ সে বিগ্রহটি একটিবারও কাছ ছাড়া করে না। (প্রকাশ্যে) চল্‌লাম, পার যদি তোমরা মাকে রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

দেবল। মাধব! মাধব! কি ভাব্‌ছো?

মাধব। ভাব্‌ছি দেবল, ভাব্‌ছি—আকাশ পাতাল ভাব্‌ছি।

ডুলিচাঁদ। ভাব—ভাব, তু দিনরাত ভাব। হোবে না—হোবে না, এই কচি একঠো লেড়কা কাটিয়ে মায়ির পূজা কোবি হোবে না। গণকঠাকুরের ঝুটা বাত—ঝুটা বাত; তুহার পরাণটা না কাঁদলেও হামার পরাণ আউর কাঁদবে। বলি দিতে দিবে না—মানুষের কাম নেহি। যাক্ রাজ্যি—যাক্ হামাদের সব, এহি আশমানের চাঁদ তু কেমোন কোরিয়ে বলি দিবি রে ঠাকুরবাবা? তুহার পরাণটা কি পাত্‌থর দিয়ে তৈরী আছে? নেহি—নেহি, ওহি কাম কোবি চল্‌বে না।

আয় তো রে লেড়কা, দেখি, তুহাকে কে বলি দিবে? হামি তুহাকে হামার কুঁড়িয়াতে রাখিয়ে দিবে।

(কঙ্কনকে কোলে করিয়া প্রস্থানোদ্যত)

মাধব। ছলিচাঁদ—ছলিচাঁদ!

ছলিচাঁদ। ছলিচাঁদ মানুষ—শয়তান নেহি।

[প্রস্থান।

মাধব। ছলিচাঁদ—উঃ, চ'লে গেল যে! না—না, মাতৃপূজা চাই—মায়ের অশ্রু মুছিয়ে দিতে হবে—মাধব তার সর্ব্বস্ব দিয়ে মায়ের পূজা করবে। চাই—চাই, ওই শিশুকে চাই। বলিদান দেবো—বলিদান দেবো—আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মা! মা! কাঁদিস্ নে, আমি যে তোর সন্তান। পুত্র-রত্ন আমার শতবাঞ্ছিত অনন্ত স্নেহের হ'লেও তুই যে শত সাধনার গরিষ্ঠ-সম্পদ্—রত্ন-সমৃদ্ধিভরা জন্মভূমি মা। [প্রস্থান।

দেবল। মাধব! মাধব! কি করতে চলেছ ভাই, ফিরে এস—ফিরে এস। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রমোদ-গৃহ।

রেবন্ত ও কর্ণাটরাজ আসীন; নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল

গীত।

নর্ত্তকীগণ।—

আমাদের ফোটা হ'লো সার।
এলো না সে প্রাণের বঁধু লুটতে মধু তার॥

ছড়িয়ে দিছি রূপের আলো,
মজিয়ে দিছি গন্ধে লো,
গুমরে মরে ফাগুন রাতে,
প্রাণ রাখা সই হ'লো ভার ॥
সুরহারা ওই পাখীর তানে,
কতই আশা জাগ্‌ছে প্রাণে,
জানি না সে আস্‌বে কখন
রাঙিয়ে হৃদি সবাকার ॥

[প্রস্থান ।

কর্ণাটরাজ। এত সহজেই যে আমরা বিজয়ী হ'তে পার্‌বো, তা কল্পনায় আন্‌তে পারিনি। অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন সেই ব্রাহ্মণ, তার সাহায্য না পেলে হয়তো পরাজয়ের কলঙ্ক নিয়ে আমায় স্বরাজ্যে ফিরে যেতে হ'তো। যাক্, এখন পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমায় লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান ক'রে প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর।

রেবন্ত। মহারাজ এখনো কারাগারে। তার কোন ব্যবস্থা না হ'লে—

কর্ণাটরাজ। সে জন্য চিন্তা নেই, অদ্যই আমরা কারাগারে উপস্থিত হ'য়ে মহারাজকে হত্যা ক'রে শত্রুশূন্য হবো।

রেবন্ত। হত্যা! হত্যা ভিন্ন কি অন্য কোন উপায় নেই?

কর্ণাটরাজ। না বন্ধু! ভবিষ্যতে সেই রাজাকে সহায় ক'রে আবার নূতন শক্তির সৃষ্টি হ'তে পারে। তাতে তোমারই ভবিষ্যৎ খুব বিষময় হ'য়ে উঠ্‌তে পারে; সুতরাং পূর্ব্ব হ'তে নিষ্কণ্টক হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আমি এখন বিশ্রামকক্ষে চল্‌লুম। ব্রাহ্মণ এলেই তার সঙ্গে আমরা কারাগারে উপস্থিত হ'য়ে পূর্ণ জয়লাভ ক'রে বহুদিনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর্‌বো।

[প্রস্থান ।

রেবন্ত। মহারাজকে হত্যা—আমার দাদাকে হত্যা! উঃ! একি উন্নতির পরিকল্পনা! যার স্নেহের দ্বারে রেবন্ত আজও পর্য্যন্ত বন্দী—যার অপরিমিত দান এখনো ধ্রুবতারার মত আমার চোখের সাম্‌নে ফুটে রয়েছে, আমার সেই দাদাকে আজ হত্যা কর্‌তে হবে তুচ্ছ রাজ্যের জন্য? না, প্রয়োজন নেই রাজ্যে—প'ড়ে থাক্ রাজ্য; আমি চ'লে যাই সৃষ্টির কোন নিভৃত স্থানে। ওই রেবন্তের কলঙ্ক-ভেরী প্রাগ্‌রাজ্যে বেজে উঠেছে—সকলেই সমস্বরে বল্‌ছে, ভ্রাতৃদ্রোহী—দেশদ্রোহী রেবন্ত। উঃ! কি করি—কোথায় যাই! একি! আবার কেন অন্তরে প্রতিহিংসা জেগে উঠ্‌ছে! না—না, হত্যা—হত্যা—হত্যাই স্থির।

দগ্ধ কলেবরে উন্মাদিনী দীপ্তির প্রবেশ।

দীপ্তি। তার পূর্ব্বে আমি তোমায় হত্যা কর্‌বো পিশাচ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রেবন্ত। য়্যাঁ! একি দীপ্তি! উঃ—কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তোমার?

দীপ্তি। তোমারই জন্য। উঃ! তুমি যে আমার সব কেড়ে নিলে দানব! আমার সযত্নে গড়া কুঞ্জকানন দলিত ক'রে মরুভূমি ক'রে দিলে। আমার অমূল্য রত্ন পতিদেবতাকে রূপের নেশায় উন্মাদ হ'য়ে হত্যা কর্‌লে—আমায় বিধবা সাজালে—আমায় তুমি কাঙালিনী ক'রে ছাড়্‌লে। এই দেখ, তোমার জন্য আমার কি শ্রীহীনা মূর্ত্তি হয়েছে। কেঁদে কেঁদে চক্ষু অন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে—অসহ্য যন্ত্রণা আর সইতে পার্‌ছিনে। প্রতিহিংসায় হৃদয়খানা পুড়ে খাক হ'য়ে যাচ্ছে।

রেবন্ত। শীঘ্র এখান হ'তে চ'লে যাও দীপ্তি!

দীপ্তি। কেন? তুমি আমায় নাও, আজ স্বেচ্ছায় আবার তোমার কাছে এসেছি। ভেবে দেখ নির্ম্মম, তুমি আমার জন্য কত পাপ

করেছ। আমার স্বামীকে হত্যা করেছ—আমার বুড়ো বাবাকে কাঁদাচ্ছো, আর আমাকেও—না—না, তুমি আমাকে নাও। আজ নেবে না কেন? যে উন্মত্ত লালসায় অন্ধ হ'য়ে মনুষ্যত্ব ভুলে গিয়ে পিশাচ সেজেছিলে, আজ আবার সে লালসায় বৈরাগ্যের উদয় কেন? আশা মিটে গেল?

রেবন্ত। বিরক্ত ক'রো না।

দীপ্তি। বোধ হয় আমি কুরূপা কুৎসিত হয়েছি ব'লে? কি করবো, দুরন্ত দানবের হাত হ'তে রক্ষা পেতে হ'লে রূপের বলিদান ভিন্ন অন্য কোন উপায় না দেখে আমায় পুড়তে হয়েছে। এস—এস, আমায় পূর্ব্বেকার মত সোহাগে স্পর্শ করতে ছুটে এস। আজ আমি তোমার দ্বারে অযাচিতভাবে এসেছি, আকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাণ কর। নির্ম্মম জল্লাদ! সতীসাধ্বী স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে কঠোর পদাঘাতে তাকে দলিত ক'রে তুমি ছুটে গিয়েছিলে এক সতীনারীর সতীত্ব-রত্ন লুণ্ঠন করতে? ধিক্—ধিক্ তোমায় রেবন্ত! ওই সেই পতিব্রতা পত্নী তোমার নিদারুণ বজ্রাঘাত বুকে নিয়ে আর্ত্তনাদ করছে। শুনতে পাচ্ছ? সে আর্ত্তনাদ কি তোমার কাণে গেছে? আমি আজ প্রতিশোধ নেবো—প্রতিশোধ নেবো। তোমার পাপরক্ত সর্ব্বাঙ্গে মেখে মৃত স্বামীর তর্পণ করবো—দারুণ গাত্রজ্বালার উপশম করবো।

রেবন্ত। দূর হও—দূর হও, নতুবা তুমি অপমানিতা হবে দীপ্তি!

দীপ্তি। অপমানিতা হবো? ভ্রাতৃদ্রোহী পিশাচ! আজ তুমি আমায় অপমান ক'রে এখান হ'তে তাড়িয়ে দেবে? অথচ একদিন যাকে সাদরে বুকে টেনে নেবার জন্য সৃষ্টির বুকখানা কাঁপিয়ে তুলেছিলে, আজ সে রূপহীনা হয়েছে ব'লে এত ঘৃণা? না—না, আমি এখান হ'তে যাবো না রেবন্ত!

রেবন্ত । কি চাও ?

দীপ্তি । চাই ? হাঃ-হাঃ-হাঃ ! তোমার রক্ত—তোমার হৃদ্‌পিণ্ড । তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছ—আমি তার প্রতিশোধ নেবো না ? দস্যু—দানব ! ভাই-বোনের পবিত্র সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে যারা তোমার মত উন্মত্ততায় নেচে ওঠে—তাদের বেঁচে থাকা ভগবানের অভিপ্রেত নয় । আজ তোমার পাপরক্ত আঁজলাভ'রে নিয়ে যাবো—এই প্রাগ্‌রাজ্যের মাটীতে মাখিয়ে দেবো ; যেন দূর ভবিষ্যতে তোমার মত কোন লম্পট এখানে জন্মগ্রহণ না করে ।

রেবন্ত । যাও—যাও । একি—যাবে না ? দাঁড়িয়ে রইলে যে ?

দীপ্তি । বাঃ ! অম্‌নি অম্‌নি চ'লে যাবো ? তুমি আমার সর্ব্বস্ব লুটে নিলে, আর আমি তোমায় অম্‌নি ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাবো ? না —না, কিছুতেই যাবো না । (ছুরিকা বাহির করতঃ) এই শাণিত ছুরিকা দিয়ে আজ তোমার—

রেবন্ত । দীপ্তি—

দীপ্তি । হাঃ-হাঃ-হাঃ ! দীপ্তি আজ মুক্তিস্নান কর্‌বে । অনেক অনুসন্ধানে তোমায় পেয়েছি—কিছুতেই ছাড়্‌বো না । আজ তোমার রক্ত চাই । না—কাজ নেই, তোমার জন্য যে আর একজন আমারই মত সর্ব্বস্ব হারাবে । আমার তো সবই গেছে, আর ফিরে আস্‌বে না ; তবে তার জন্য আর একজন কাঁদে কেন ? না বোন, তোমায় আমি কাঁদাবো না । রেবন্ত ! নির্ম্মম ! শেষ অনুরোধ, আমি আজ জগত হ'তে চির-বিদায় নিচ্ছি ; তবে মনে রেখো তোমার সেই সতীলক্ষ্মী স্ত্রীর কথা, আর তাকে কাঁদিও না—সে যে সতী । আমি চল্‌লুম, দারুণ বৈধব্য-যন্ত্রণা আর সহ্য কর্‌তে পার্‌লুম না । ভাই ব'লে আমি তোমায় ক্ষমা ক'রেই গেলুম ।   [প্রস্থান ।

রেবন্ত। দীপ্তি! দীপ্তি! চ'লে গেল—চ'লে গেল! ইচ্ছা হ'চ্ছে ছুটে গিয়ে তার পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে কৃত-অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করি—আবেগকম্পিতকণ্ঠে মা মা ব'লে ডাকি। একি ত্যাগের মহিমা দেখিয়ে গেলে দীপ্তি! জগৎ যে তোমার পূজা কর্‌বার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। এস—এস, ফিরে এস দেবি! আমার বিপথগামী জীবনের উচ্ছ্বাসকে সুপথে টেনে নিয়ে চল। আমি তোমায় মা ব'লে ডাক্‌ছি, তুমি আমার শত অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে আমায় আশীর্ব্বাদ ঢেলে দিয়ে যাও। কে? কে?

মাধুরীর প্রবেশ।

মাধুরী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) ওগো, আমি।

রেবন্ত। তুমি? ব্যভিচারিণি!

মাধুরী। ওঃ! স্বামি—দেবতা! আমি যে জীবনে তোমা ছাড়া আর কাউকে জানি না। আমার শয়নে—স্বপনে—জাগরণে সবেতেই যে তুমি। তোমার স্মৃতিতে আমি যে আত্মভোলা। তুমি নির্ম্মমতার পদাঘাতে আমায় দলিত কর্‌লেও তোমার ওই চরণযুগলই যে আমার একমাত্র লক্ষ্য—আরাধনার। ওগো, আর কাঁদিও না—আর আমার বুকে বাজ মেরো না। আমি যে আর সইতে পার্‌ছিনে।

রেবন্ত। দূর হও—দূর হও! তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

মাধুরী। আমায় না চাও, তোমার স্বদেশকে চাও। সে যে আজ তোমার নির্ম্মম ব্যবহারে আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদ্‌ছে। উঃ! কি কর্‌লে বল তো? ভাই হ'য়ে ভায়ের সর্ব্বনাশ করতে বিদেশী শত্রুকে বন্ধু ব'লে বুকে টেনে নিয়েছ; কিন্তু জান না ভবিষ্যতে সেই বিদেশী বন্ধু কর্ত্তৃক তুমি কিভাবে প্রতারিত হবে। যে ভাই তোমায় কত স্নেহে—কত আদরে মানুষ কর্‌লে, আজ তুচ্ছ রাজ্যের জন্য সেই ভাইকে কাঁদাচ্ছো? ওই যে অন্ধকার

কারাকক্ষে ব'সে ভাই তোমার কাঁদ্‌ছে। ওগো, চল—চল, তাকে মুক্ত ক'রে দিয়ে একটিবার দাদা দাদা ব'লে ডাক্‌বে চল—দেখ্‌বে, এ সংসার কত শান্তির হবে।

রেবন্ত। কেন তুমি আমায় বারবার এরূপভাবে বিরক্ত কর্‌তে এস মাধুরি? আমি তোমার কোন কথাই শুন্‌বো না। আমার এ জীবনের উদ্দাম গতি কিছুতেই ফির্‌বে না। যদি কখনো ফেরে, তবে আপনিই ফির্‌বে। যাও।

মাধুরী। তবু তুমি ফির্‌বে না? ওগো স্বামি! দেবতা! আমি যে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখ্‌ছি। ওগো—আমি কি করেছি? একটা মিথ্যা সন্দেহকে সত্য ক'রে গ'ড়ে তুলে আমার এ জীবনটাকে ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছ কেন? নেবে না? তোমায় পাবো না? ভগবান্! ভগবান্! আমায় মৃত্যু দাওঁ—মৃত্যু দাও। থাক—থাক নির্ম্মম, নির্ম্মমতার আবরণে আবৃত হ'য়ে থাক—আমি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আবার চল্‌লুম, কিন্তু তোমায় চাই—তোমায় পেতেই হবে, অন্ততঃ একটি দিনও তোমার চরণে মাথা নুইয়ে দিয়ে আমার নারীজন্ম সার্থক কর্‌বো। তবে স্মরণ থাকে যেন—একজনকে ফাঁকি দিতে গেলে নিজেই ফাঁকে পড়ে; এ যে জগতের চির-সত্যের দৃষ্টান্ত। [প্রস্থান।

রেবন্ত। বাঃ! বাঃ! চমৎকার চলেছে রেবন্তের জীবন-নাটক, জানি না এর যবনিকা কি ধারায় রচিত। হাসি—না কান্না? দীপ্তি মাধুরী দুইদিকে দুই সতীর অনল নিশ্বাস—মাঝখানে অভিশপ্ত রেবন্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ। দেখি কখন পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাই। ওঃ! এক একবার আমি উন্মাদ হ'য়ে পড়ি, আবার পরক্ষণেই প্রতিহিংসার সান্ত্বনা। বেশ চলেছে কর্ম্মের রথ! কোথায় শেষ—কোথায় এর সীমা—কোথায় তৃপ্তি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কালীমন্দির।

কঙ্কন ও মাধবের প্রবেশ।

কঙ্কন। বাবা! তুমি আর বিলম্ব ক'রো না, মায়ের পূজা শেষ ক'রে ফেল; নইলে এখুনি সর্দ্দার কাকা এসে পড়্‌বে, মায়ের পূজা হবে না।

মাধব। মাতৃপূজা! মাতৃপূজা! মাতৃভূমি রক্ষার জন্য মায়ের পূজায় পুত্র বলিদান। মর্ম্ম ছিঁড়ে যাচ্ছে—অশ্রুর বাঁধ বুঝি ভেঙ্গে যায়। স্নেহের রাজ্যে একি ভূকম্পন! মাধব। মাধব! দৃঢ় হও—কঠিন হও—পাষাণ হও; পুত্রস্নেহে মাতৃপূজা ভুলো না। স্বর্গ হ'তে শ্রেষ্ঠ যে এই মাতৃভূমি, তুমি যে তার অনন্ত পীযূষে মানুষ হয়েছ—সেই মায়ের বেদনা দূর করতে পারবে না মাধব? মায়ের চেয়ে যে তোমার আপনার বল্‌তে কেউ নেই! কিন্তু সংসারে অনেক পাষণ্ড আছে, তারা মাটীর স্বর্গ ত্যাগ ক'রে পরের দোরে ধন্না দিতে যায়।

কঙ্কন। তারা কি মানুষ বাবা!

মাধব। সত্যই তারা মানুষ নয় কঙ্কন! তারা অভিশপ্ত আত্মা—পাপের কঙ্কাল—সৃষ্টির নগণ্য, তারা পশু—পশু। আপন মায়ের গাছ-তলায় যেটুকু শান্তি, সে শান্তিটুকু বোধ হয় রাজপ্রাসাদেও নেই। না, আর বিলম্ব করবো না—হয়তো একটা ঝড় এসে আমার মাতৃপূজা সম্পন্ন হ'তে দেবে না। হয়তো দুলিচাঁদ এসে পড়্‌তেও পারে। অনেক কষ্টে যে কঙ্কনকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু—

কঙ্কন। আর কিন্তু কেন বাবা? তোমার একটা ছেলে দিয়ে যদি দেশের হাজার হাজার ছেলে বাঁচে, সেটা করা কি তোমার উচিত নয় বাবা! ভাব্‌ছো কেন? আমি হাস্‌তে হাস্‌তে আজ দেশের জন্য প্রাণ দেবো। মা—আমার যে মা—জন্মভূমি মা, আমি যে তাঁর ছেলে! মায়ের দুঃখ দূর কর্‌বো না?

গীত।

কঙ্কন।—

আমি যে এই দেশের ছেলে,
দেশের তরে কর্‌বো আমার জীবনদান॥
মায়ের চোখের অশ্রু-বাদল
কোন্ পরাণে সইবো গো,
আমি যে হই মায়ের ছেলে,
রাখ্‌বো মায়ের গর্ব্ব মান॥
মায়ের ব্যথা কর্‌তে মোচন,
নাইকো যাদের জাগরণ,
তারা বনের পশু, নয়কো মানুষ,
পায়ের তলায় তাদের স্থান॥

মাধব। দেশের কল্যাণে—দশের কল্যাণে
করি তবে পুত্র বলিদান।
মা! মা! চতুর্ভুজা দনুজদলনি!
জেগে ওঠ হুহুঙ্কারে কাঁপায়ে ত্রিদিব,
পুত্র-রক্ত কর মাগো পান।
বর দে গো বরদাত্রি!
যেন মোর জন্মভূমি

চিরদিন রহে গো স্বাধীন,
দলিতা হয় না যেন অরাতির পদে।
ওগো মাতা বিশ্ব-প্রসবিনি !
নরবলি করিয়া গ্রহণ
বরদান করিবি কি ভাগ্যহীন
প্রাগ্‌রাজ্যে পুনঃ ?
কঙ্কন ! নত কর্ শির—
মাতৃমূর্ত্তি কর্ রে স্মরণ,
মাতৃনাম কণ্ঠে তোর তোল্।
আর বল্ পুত্র পুলক উচ্ছ্বাসে—
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

কঙ্কন। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

মাধব। মা ! মা ! না—না, কাঁপে যে হৃদয়,
হস্ত মোর হয় যে শিথিল,
চক্ষে হেরি ঘন অন্ধকার।
কে যেন কহিছে ওই অলক্ষ্যে থাকিয়া
মাতৃনামে কেন দিস্ কলঙ্ক-কালিমা ?
মা কি কভু করে পান পুত্রের শোণিত ?
পুত্র যে মায়ের রত্ন—বুকের সম্পদ্ ;
পুত্র তরে চেয়ে দেখ
মা'র কত স্নেহ-সুধা দান।
জ্যোতিষীর অভ্রান্ত গণনা—
মাতৃপদে শিশু বলিদানে
স্বদেশের হইবে কল্যাণ।

কঙ্কন। কেন বাবা হ'তেছ কাতর ?
পূর্ণ কর মাতৃপূজা তব।

মাধব। মাতৃপূজা—মাতৃপূজা !
হাঃ-হাঃ-হাঃ !
পুত্ররত্ন বলিদানে
মাতৃপূজা করিব সাধন।
প্রসন্না হও মা প্রসন্নময়ি !
পুত্ররক্ত করি পান—
শত্রুজয়ী বর দিস্ তনয় সকলে।
মা ! মা ! ধর্—ধর্ পূজা মোর।

(কঙ্কনকে খড়্গ লইয়া কাটিতে উদ্যত)

গীতকণ্ঠে ভাগ্যের প্রবেশ।

গীত।

ভাগ্য।—

ও তো নয় মাতৃপূজার অনুষ্ঠান।
মা কি কভু ওরে খ্যাপা,
করে নিজের ছেলের রক্তপান॥
দিস্ না দাগা মায়ের প্রাণে,
হয় না পূজা রক্তদানে,
কেন ভুলের বশে কাঁদাস্ মায়ে,
হানিস্ তাহার বুকে বাণ।
পথ ভুলে তুই যাস্ রে কোথা,
কম্‌বে নাকো, বাড়্‌বে ব্যথা,
মা যে কেঁদে হ'চ্ছে সারা, কাঁপছে মায়ের মূর্ত্তিখান॥

[প্রস্থান।

মাধব। পুত্র বলিদানে
সন্তুষ্ট কি নাহি হবে জননী আমার ?
কই—কই, কাঁদেনি পাষাণী !
তবে রে সাধক !
তবে কেন বলিদানে হইব বিরত ?
মা !—মা ! ধর্ মাগো রক্তপূজা মোর।

ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। করছো কি ব্রাহ্মণ—করছো কি ? একি তোমার মাতৃ পূজার অনুষ্ঠান ! মায়ের সন্তানকে মায়ের কাছে বলিদান দিতে উদ্যত হয়েছ ব্রাহ্মণ ? সন্তান যে মায়ের প্রাণ, সেই সন্তানের রক্ত মা কি কথনো পান করেন ? পূজা বন্ধ কর। আহা ! বাছা রে আমার, এই তোর অদৃষ্ট ! (কঙ্কনকে উঠাইল)

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কঙ্কন।—

কেন ভাঙ্গিয়ে দিলে স্বপন আমার,
কেন নিভিয়ে দিলে আলোকভার,
আমি মায়ের ধ্যানে ছিনু হারা,
কেন ভুলিয়ে দিলে মায়ের গান॥

মাধব। সরে যাও দেবি ! আমার এ মাতৃপূজায় বাধা দিও না আমি দীন দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ, আমার অস্ত্র নেই—শস্ত্র নেই, অর্থ কিম্বা লোকবল নেই ; কেমন ক'রে সেই দেশবৈরীদের বিনাশ করবো—কেম ক'রে রাজাকে রক্ষা করবো ? তাই ওই বিশ্বমাতার কাছে অভয় ভিক্ষা করতে এসেছি—তাই এই নীরব নিশার সূচীভেদ্য অন্ধকারে নিজ পুত্রকে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আমার জন্মভূমি মাকে রক্ষা করতে এসেছি

—আমার শত্রু-পীড়িত রাজাকে উদ্ধার করতে এসেছি। যাও দেবি! বাধা দিও না।

লক্ষ্মী। পুত্র বলিদান দিয়ে স্বদেশকে রক্ষা করবে—রাজাকে উদ্ধার করবে ব্রাহ্মণ? এ যে তোমার অসম্ভব মাতৃপূজা ব্রাহ্মণ! ক্ষান্ত হও। এ পূজায় মায়ের আশীর্ব্বাদ পাবে না। মা কখনো পুত্রের রক্তপান ক'রে পুত্রের মঙ্গল করে না। মাতৃনামে কখনো পুত্র বলিদান দিও না পুত্র! ওই দেখ, পাষাণময়ী মায়ের চোখ দু'টি ছল্‌ছল্ কর্‌ছে—পুত্রগতপ্রাণা মা যে কাঁদছে।

মাধব। তাহ'লে জ্যোতিষীর গণনা কি মিথ্যা?

লক্ষ্মী। সে জ্যোতিষী নয় ব্রাহ্মণ! জ্যোতিষীর বেশে এসেছিল গ্রহরাজ শনৈশ্চর এই প্রাগ্‌রাজ্যের বুকে হাহাকার জাগিয়ে তুল্‌তে। প্রতারকের প্রতারণায় ভুলে কাঁদতে যেও না মাধব! প্রাগ্‌রাজ্যের দ্বারে দ্বারে গিয়ে মর্ম্মের ব্যথা জানিয়ে ঐক্যশক্তির মহামন্ত্রে নবজীবনের প্রতিষ্ঠা ক'রে তোমরা স্বদেশরক্ষায় জেগে ওঠ। এই নৃশংস হত্যার অভিনয়ে কখনো—কোনদিন জয়ী হ'তে পার্‌বে না।

মাধব। না—না, আমি কোন কথা শুন্‌বো না দেবি! আজ পুত্র বলিদান আমার সুদৃঢ় সঙ্কল্প। মা! মা! (হত্যায় উদ্যত)

লক্ষ্মী। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ! ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

মাধব। মাতৃপূজায় বাধা দিও না দেবি! তুচ্ছ পুত্রের মায়ায় আমার মাটির স্বর্গ দলিত—নির্য্যাতিত হ'তে দেবো না। মা! মা!

দ্রুত ঢুলিচাঁদের প্রবেশ।

ঢুলিচাঁদ। এই দেখ্‌ মায়ের কি দশা করি ঠাকুরবাবা! (প্রতিমা ভগ্ন) হাঃ-হাঃ-হাঃ! কৈ—কৈ—মা কৈ? মা কৈ? মা নেহি—নেহি

ঠাকুরবাবা! আয় তো রে বাপ্‌জি, হামি তুহাকে লিইয়ে এখান হোতে পালিয়ে যাই। ঠাকুরবাবা! তু হামার আঁখে ধূলি দিইয়ে লেড়কাকে লিইয়ে আসিয়েছিস্? ছো-ছো-ছো! চল্—চল্, হামরা লাঠি ধরি—তীর কাঁড় ধরি—অস্তর ধরি, একঠো লেড়কা কাটিয়ে মায়ের কিরূপ লিবি? নেবি—নেহি, হোবে না। (কঙ্কনকে বক্ষে করিল)

মাধব। সর্দ্দার! সর্দ্দার! একি কর্‌লে? মাতৃমূর্ত্তি ভেঙ্গে ফেল্‌লে আমার পূজা পূর্ণ হ'তে দিলে না? ঢুলিচাঁদ! তুমি জানো না বন্ধু আজ কি নিদারুণ ব্যথা বুকে সহ্য কর্‌ছি। দাও কঙ্কনকে, মায়ের পূজা শেষ কর্‌তে দাও।

ঢুলিচাঁদ। লেড়্‌কা কাটিয়ে মায়ির পূজা হোবে না ঠাকুরবাবা মায়ির পূজা যদি কোর্‌তে চাস্—তবে দুষমনের রক্ত দিইয়ে মায়ির পূজা কর, এমনি পূজা হামি কোর্‌তে দিবে না। এ যে আসমানের চাঁদ আছে—মায়ির লেড়্‌কা আছে; কেমোন করিয়ে মা ইহার রক্ত খাবে রে ঠাকুরবাবা? নেহি—নেহি, ঝুটা—সব ঝুটা বাত আছে।

মাধব। সর্দ্দার! সর্দ্দার!

ঢুলিচাঁদ। সর্দ্দার মানুষ আছে—শয়তান নেহি।

[কঙ্কনকে লইয়া প্রস্থান

মাধব। নিয়ে গেল—নিয়ে গেল, আমার পূজার অর্ঘ্য কেড়ে নিয়ে গেল। কি করি? মা! মা!

লক্ষ্মী। যাও ব্রাহ্মণ! ঐক্যশক্তির সম্মিলনে মাতৃপূজা সম্পন্ন কর ওই—ওই কারাগারে মাতৃভক্ত পুত্র আমার কাঁদছে। যাও ব্রাহ্মণ কালবিলম্ব না ক'রে রাজাকে উদ্ধার কর—স্বদেশকে বাঁচাও।

[প্রস্থান

মাধব। হ'লো না—হ'লো না আমার মাতৃপূজা! ঢুলিচাঁদ! বন্ধু

কি করলে? তাইতো—তাহ'লে এখন কি করি, কি ক'রে আমার রাজাকে শত্রুর কবল হ'তে উদ্ধার করি? ওরে প্রাগ্‌রাজ্যের সন্তান-সন্ততিগণ, ছুটে আয়—ছুটে আয়।

প্রহরীসহ শনির প্রবেশ।

শনি। বন্দী কর ওই রাজদ্রোহী ব্রাহ্মণকে।

(প্রহরী মাধবকে বন্দী করিল)

মাধব। একি! একি! কে—কে তুমি?

শনি। আমি? কে আমি? আমায় চিনতে পারছো না ব্রাহ্মণ? আমিই সেই জ্যোতিষী, শ্রীবৎস কর্ত্তৃক অপমানিত গ্রহরাজ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রতিশোধের মহাযজ্ঞ। নিয়ে এস— [প্রস্থান।

মাধব। চমৎকার—চমৎকার মানবের বিরুদ্ধে দেবতার অভিযান! চল্—চল্, আমায় কোথায় নিয়ে যাবি চল্, আমার তো অন্য কিছু সম্বল নেই, আছে অফুরন্ত নয়নাশ্রু—মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস; আমি তাই দিয়েই মায়ের পূজা করবো, দেখি কতদিনে মা আমার দানবদলনে জেগে ওঠে। [প্রহরী মাধবকে লইয়া গেল।

দেবলের প্রবেশ।

দেবল। মাধবকে বন্দী ক'রে নিয়ে গেল। উঃ! একি অত্যাচারের প্রবল বন্যা ছুটে চলেছে প্রাগ্‌রাজ্যের বুকে। প্রতিকারের শক্তি নেই। মাধব! মাধব! একি তোমার অদৃষ্ট বন্ধু! কে আছিস্—ওরে, মাধবকে উদ্ধার ক'রে আন্। অমন মাতৃভক্ত সন্তান দেশ হ'তে চ'লে গেলে সে দেশ কখনো জাগবে না—কে তাকে জাগাবে? মাধব—মাধব!

[দ্রুত প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

কৃষক গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল।

গীত।

কৃষক।—

আমি তার তরে গো উদাসী।
ডুক্‌রে ওঠে আমার প্রাণ, নয়নজলে ভাসি॥
কালো বৌ কোথায় গেলি তুই,
তোর তরে যে কেঁদে মরি মুই,
তাই হাল হেতেল সব ফেলে মাঠে
মনের দুঃখে বাজাই বাঁশের বাঁশী॥
কালো বৌ তোর ঠমক চলন,
নিটোল গড়ন কস্তা পেড়ে সাড়ী,
মনে হ'লে যাই যে ছুটে গলায় দিতে দড়ি;
তোর ডবকা মুখের নথের টানায়
হাজার মাণিক জ্বল্‌তো রে,
কালো রূপের জৌলুসেতে
কুঁড়ে আমার হাস্‌তো রে,
সে যে আমায় কাঁদিয়ে গেছে গো,
তার মিঠে বুলি জাগ্‌ছে প্রাণে—
"মিন্সে তোকে আমি বেজায় ভালবাসি,
আমি বেজায় ভালবাসি"॥

[প্রস্থান।

সিদ্ধনাথের প্রবেশ।

সিদ্ধনাথ। হায় হায় হায়! আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে গো—আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে! যেই সিদ্ধনাথ—সেই সিদ্ধনাথ। সেদিন টাকা টাকা ক'রে পাগল সেজে অনেক মহাজন পাওনাদারদের ফাঁকি দিয়েছিলাম, কিন্তু গিন্নী আর ছোঁড়াটা যুক্তি ক'রে সত্যিই আমার টাকাগুলো কেড়ে নিয়ে আমায় পাগল ব'লে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে। হায় হায় হায়! যাদের জন্য কেঁদে মরি, তারাই বলে তুমি কে? ও বাবা চাষার পো! আর গোটাকতক ঠাকুর যদি পাও তো এনে দাও না বাবা! আর এনে দিয়েই বা কি হবে? ঠাকুর আর কিন্‌ছে কে? মহারাজ মহারাণী তো কারাগারে। বাবা শনিঠাকুর, দেশটা উচ্ছন্নয় দিলে বাবা? শীগ্‌গির তিরোভব। তাইতো—এখন করি কি? বাড়ী আর যাচ্ছিনে; প্রাণ যে দিকে চায়, সেইদিকে চ'লে যাবো। য়্যাঁ! আমার টাকাগুলো সব কেড়ে নিলে! য়্যাঁ! ছোঁড়া ঘুসি দেখায়—মাগী আবার ঝাঁটা তোলে। সংসারে আমার মত কারুর কি ছেলে-বৌ আছে? যদি থাকে, সংসার হ'তে খ'সে পড় বাবা—খ'সে পড়। না, ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে, সন্ন্যিসি হবো—সন্ন্যিসি হবো। রাজ্যে ঘোর অরাজক। পূজো-পার্ব্বণও তো উঠে গেছে, এখন সন্ন্যিসি হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। ওকি! ওই না মাগী আর ছোঁড়াটা এইদিকে আস্‌ছে, বোধ হয় আমায় খুঁজতে বেরিয়েছে। না—কিছুতেই যাবো না, এইখানে মরার মত প'ড়ে থাকি—দেখি ওরা কি করে। (শয়ন ও চক্ষু মুদ্রিত করণ)

কোজাগরী ও ধুরন্ধরের প্রবেশ।

কোজাগরী। ওরে ধুরন্ধর! মিন্সে কি সত্যি সত্যিই কোথাও চ'লে গেল? একবার খুঁজে দেখ্ বাবা!

ধুরন্ধর। চল্—চল্, আর খুঁজতে হবে না, টাকাগুলো তো আমরা কেড়ে নিয়েছি। ওঃ—বাবার কি বুদ্ধি মা! একেবারে পাগলা সেজেছিল! ব্যাটা আমায় হাতী কিনে দেবে না, আমি আজই হাতী কিন্‌বো।

কোজাগরী। আহা! কর্ত্তার জন্যে যে প্রাণটা আমার কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে রে বাবা! মিন্সে যে দোষে গুণে ছিল রে! চল্ বাবা, খুঁজে দেখিগে চল্।

ধুরন্ধর। আমি পার্‌বো না। মিছে ক'রে সেদিন বল্‌লে কিনা—*আমার বিয়ে দেবে। ব্যাটা মিথ্যে কথায় ঝুড়ি। যাক্—যাক্,* ওরকম ঢের বাবা মিলবে, আয়—বাড়ী আয়। ওমা! দেখ্—দেখ্, আরে—বাবা যে এখানে প'ড়ে রয়েছে।

কোজাগরী। ওমা, তাইতো! হ্যাঁগা, অমন ক'রে প'ড়ে আছ কেন?

ধুরন্ধর। বোধ হয় শিঙে ফুঁকেছে।

কোজাগরী। ওগো—ও কর্ত্তা! ও কর্ত্তা! হেঁই মা, নড়ন-চড়ন নেই যে গো! তবে কি সত্যি সত্যি—(চীৎকার করতঃ) ওগো কর্ত্তা গো, তুমি কি সত্যি সত্যি ম'রে গেছ গো! ওগো, আমার কি হ'লো গো!

ধুরন্ধর। ম'রে গেছে? দেখি, (ভাল করিয়া দেখিয়া) হ্যাঁ মা, সত্যিই ম'রে গেছে। তাহ'লে কি হবে এখন?

কোজাগরী। ওগো, আমি কি কর্‌বো গো! আমার তেমন ঝাঁটা আর কে খাবে গো! ওগো কর্ত্তা গো—তুমি কোথায় গেলে গো!

ধুরন্ধর। তাইতো মা, এখন কি হবে? যাক্—এখন বাড়ী পালিয়ে যাই চল্; নইলে লোকে দেখ্‌লে বল্‌বে যে, আমরা মেরে ফেলেছি। কর্ত্তা তোর এখানে প'ড়ে থাক্, এখনি শকুনিতে খেয়ে ফেল্‌বে।

কোজাগরী। তাই চ' বাবা! ওরে, আমি যে বিধবা হ'লাম রে, আমার কি হ'লো রে!

ধুরন্ধর। হবে আবার কি? বিধবা আবার কি? আজকাল বিধবাদের তো বিয়ে হ'চ্ছে মা! আয়—চ'লে আয়। বাবার ছেরাদ্দটা ভালরকম ক'রে করতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

সিদ্ধনাথ। বটে! শ্রাদ্ধ—আমার শ্রাদ্ধ? দাঁড়া—দাঁড়া, তোদের আমোদ করাচ্ছি। য়্যাঁ! আমাকে সত্যিই মড়া ব'লে চ'লে গেল! দাঁড়াও, আমিও ভূত হ'য়ে গিয়ে হাজির হ'চ্ছি। ওকি! ওই না সেই কবরেজ ব্যাটা আস্‌ছে, ব্যাটাকে সেদিন যা কামড়ে দিয়েছিলুম—দাঁড়াও, আজকে আবার মজা দেখাচ্ছি। ব্যাটা কতকগুলো বাজে ওষুধ নিয়ে লোক ঠকিয়ে বেড়াচ্ছে। দাঁড়াও—(বস্ত্র ঢাকা দিয়া জ্বর আসিয়াছে ভাব দেখাইতে লাগিল)

ভুষুণ্ডি কবিরাজের প্রবেশ।

কবিরাজ। এতদিনের পর দেখ্‌ছি ভুষুণ্ডি কবিরাজের দেশ হ'তে অন্ন উঠ্‌লো। রোগের প্রাদুর্ভাব মোটেই নেই। হায়—হায়, রোগ বালাই কি দেশ হ'তে উঠে গেল! আমার এমন আদি অকৃত্রিম ঔষধ—না, সব মাটি হ'লো দেখ্‌ছি। রাস্তায় রাস্তায় এমন বিজ্ঞাপন এঁটে বেড়াচ্ছি—তা একটা রোগীও হাতে এলো না। তাইতো, আজ কি শুধু হাতে ফির্‌তে হবে? টাকাটা সিকেটা হ'লেও তো হ'তো, আফিংএর দামটাও কি হবে না?

সিদ্ধনাথ। হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ! (কাঁপিতে লাগিল)

কবিরাজ। হয়েছে—হয়েছে। কি হে বাপু, তোমার কি হয়েছে? বোধ হয় জ্বরাক্রমণ করেছে? তা ভালই হয়েছে, আমি যখন এসে পড়েছি। ইস্—প্রবল জ্বর এসেছে দেখ্ছি। আহা, বাড়ীও পৌঁছুতে পারেনি।

সিদ্ধনাথ। (বিকৃতস্বরে) কবিরাজ মশাই, হাতটা একবার ভাল ক'রে দেখুন। হুঁ-হু-হুঁ! বড্ড জ্বর এসেছে। (হাত বাড়াইয়া দিল)

কবিরাজ। (হাত দেখিয়া) ইস্, ভীষণ রোগ! প্রবল জ্বর—শীঘ্র ঔষধ সেবন না কর্‌লে মারাত্মক হবার সম্ভাবনা। তা আমার এক মাত্রা বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ সেবন কর্‌লেই এখুনি জ্বর ছেড়ে যাবে। দাম যে খুব বেশী তা নয়, প্রচারের জন্য মাত্র সওয়া পাঁচ আনা দাম করেছি। দেবো কি?

সিদ্ধনাথ। পয়সা তো বাড়ীতে।

কবিরাজ। তাইতো—আচ্ছা, বাড়ীতে চল; বাড়ীতে গিয়েই ঔষধ সেবন ক'রে দাম দিয়ে দেবে এখন।

সিদ্ধনাথ। আমি তো চ'লে যেতে পার্‌বো না। হুঁ-হুঁ-হুঁ!

কবিরাজ। (স্বগত) তাইতো—শিকার ফস্‌কে যায় যে, অন্ততঃ আফিংএর দামটাও তো হ'তো! দুরমুসটাকে এখন নিয়ে যাই কি ক'রে? (প্রকাশ্যে) তা বাপু, আস্তে আস্তে না হয় এস, আমি ধ'রে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি।

সিদ্ধনাথ। মোটেই চল্‌তে পার্‌বো না কবরেজ মশাই!

কবিরাজ। তাইতো, কি ক'রে এখন নিয়ে যাই! সেদিন সিধু ভট্‌চায মারাত্মক হ'য়ে কি ভীষণ দংশন করেছিল, এখনো ভয়ঙ্কর ব্যথা; নইলে রোগীটাকে না হয় কাঁধে ক'রে নিয়ে যেতাম। শুন্‌লাম সিধু ভট্‌চায ম'রে গেছে। মর্‌বে বইকি! কি মারাত্মক রোগ!

আচ্ছা, আমি তোমায় যা হয় ক'রে কোলে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি। তবে ওষুধের দামটা যোদ্দা নগদ দিয়ে ফেলো। অকৃত্রিম ঔষধ, বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ। (কোলে করিল) ইস্—ভারী তো মন্দ নয় !

[সিদ্ধনাথকে কোলে করিয়া প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

কারাগার ।

শ্রীবৎস ও চিন্তা ।

শ্রীবৎস । প্রাগ্‌রাজ বন্দী কারাগারে।
অদ্ভুত কালের লীলা,
কারাবাসী শ্রীবৎস রাজন্।
যে ভুজে শোভিত সদা শাণিত কৃপাণ—
সেই ভুজে লোহার শৃঙ্খল।
যাহার আজ্ঞায়
প্রহরীরা অবনতশিরে থাকিত সর্ব্বদা,
আজি তারা মুক্ত অসিকরে দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
দস্যু তস্করের মত দেখিছে আমায়।
হায় ! নিদারুণ অপমান,
এর চেয়ে মৃত্যু ভাল মোর।
নিরস্ত্র—কিরূপে মরি ?
বিষ নাই—কিসে মরি ?

কোথা গেল রাজভক্ত প্রজাগণ,
কোথায় মাধব, ঢুলিচাঁদ, দেবল অমাত্য
রাজ্যের হিতৈষী যারা ?
ম'রে গেছে—ম'রে গেছে সব ।
উঃ—শনৈশ্চর ! নির্ম্মম দেবতা !
রেবন্ত ! রেবন্ত ! ওরে মোর স্নেহের সম্পদ্ !
কি করিলি তুই ?
তুচ্ছ রাজ্য তরে
কর্ণাটরাজের লইলি আশ্রয় ?
কাঁদাইলি দেশ-মাতৃকায় ?
ওই—ওই কাঁদে—
ওই কাঁদে প্রজাকুল মোর ।
মা ! মা ! কোথা গেলি,
রক্ষা কর্ কমলা আমায় !
আর যে সহিতে নারি কারার যন্ত্রণা ।
রুদ্ধ হয় শ্বাস—মৃত্যু বুঝি হয় ।

চিন্তা । মহারাজ !
আর কতদিন অন্ধকার কারাকক্ষে
ঢেলে দেবো শ্রাবণের ধারা ?
ওগো রাজা ! তোমার এ বেশ দেখে
মর্ম্মগ্রন্থী শত ছিন্ন হয় ।
কোথা দাস-দাসী—ঐশ্বর্য্য সম্ভার,
কিছু নাই—দীনহীন ভিখারী-সমান ।

শ্রীবৎস । চমৎকার বিনিময় রাশি !

স্নেহে এত তীব্র হলাহল!
ভাই হ'লো পর—শত্রু—বিশ্বাসঘাতক?
সুন্দর নিয়ম।
এ সংসার কি পাপের রাজ্য?
বিশ্বাসে বিশ্বাস নাই—
দানে নাই কোন প্রতিদান,
অধর্ম্ম-আচারভরা পুণ্যের রাজত্ব।
হায় স্বার্থ! একি তব বিচিত্র মহিমা?
দেবতার দেবত্বে কালিমা—
অশ্রুজলে নাহিক করুণা।
(লক্ষ্মীমূর্ত্তির প্রতি) ওগো দেবি!
বল্ গো জননি!
কতদিন এইভাবে কাটিবে জীবন?
যাক্ রাজ্য—নাহি প্রয়োজন,
তুমি শুধু থেকো মোর হইয়া সহায়।

চিন্তা। মাতৃমূর্ত্তি ফেলে দাও রাজা!
মায়াহীনা পাষাণী মূরতি।
সন্তানের দুর্গতি হেরিয়া
কাঁদে না যাহার প্রাণ,
তার প্রতি কেন ভক্তি—
কেন অনুরাগ—কেন বা প্রণাম?
দ্বিজের নিকট হ'তে
ক্রয় করি অলক্ষ্মী দেবীরে
রেখেছিলে পূজার মন্দিরে,

তাই তব এ হেন দুর্দ্দশা।
গেল সব অলক্ষ্মী হইতে।

শ্রীবৎস। কে জানিত শনির ছলনা?
ক্রয় করি নিয়েছিনু মহাদেবী জ্ঞানে,
ভাবি নাই একবার দুর্ভাগ্য আমার।
যাক্—যা হবার হ'য়ে গেছে,
কি ভাবনা, মা তো মোর রয়েছে এখনো।

চিন্তা। আর কেন মায়ের করুণা তরে
চেয়ে আছ আশাপথপানে?
মা যে নাই—
রুষ্ট শনি মায়ের মহিমাটুকু করিয়াছে গ্রাস।
ফেলে দাও জড় পুত্তলিকা,
মিছে ওরে বুকে ক'রে আঁখিজল ফেলা।

শ্রীবৎস। মা! মা! সত্যই কি মহিমা তোর
নাহি গো জননি?
সত্যই কি চ'লে গেলি
সন্তানের দুর্ভাগ্য হেরিয়া?
ওকি—ওকি!
কেবা গাহে কারার বাহিরে মর্ম্মভাঙ্গা সুরে?

(নেপথ্যে শ্রী গাহিল)

গীত।

শ্রী।—

ওরে, ভাসি আমি নয়নজলে।
কাঁদে আমার পরাণ যে রে, তোর কথা হায় মনে হ'লে॥

আমি কোথায় যাব তোকে ছেড়ে,
ছায়ার মত বেড়াই ঘুরে,
কাঁদিস্ নে তুই ব্যথার ভারে,
উঠ্‌বে আলোক আবার জ্ব'লে।
মন ভাঙ্গিস্ নে ওরে ব্যথি,
উঠ্‌বি আবার মায়ের কোলে।

(অন্তর্দ্ধান)

শ্রীবৎস। মা! মা! নিরাশার অন্ধকারে
পুনঃ ওই আশার ঝঙ্কার।
চিন্তা! চিন্তা! নাহি চিন্তা,
মাতৃহীন হইনি আমরা—
মা যে ওই অলক্ষ্যে মোদের
বরষিছে করুণার ধারা।

ছুরিকাহস্তে রেবন্ত ও পশ্চাতে শনির প্রবেশ

শনি। এইবার হত্যা কর,
অলক্ষ্যে রহিনু আমি। [প্রস্থান

রেবন্ত। রাজসিংহাসন—রাজসিংহাসন!
ধর্ম্মাধর্ম্ম—পাপপুণ্য নাহি কিছু আর;
চাই রাজসিংহাসন
রাজ-হত্যা করিয়া সাধন।
স্তূপীকৃত অন্ধকার সম্মুখে আমার—
যাও—যাও, স'রে যাও—স'রে যাও,
উন্মাদ উন্মত্ত আমি—
ভয়াবহ বিকরাল দানব পিশাচ।

ঘন ঘন কম্পিত পরাণ !
যার স্নেহদানে করুণা অভয়ে
দাঁড়াইনু জ্ঞানের প্রভাতে,
বিনিময়ে প্রাণনাশ তার ?
না—না, কাজ নাই—
মনে হয় ছুটে যাই,
পড়িয়া চরণতলে—
আবেগকম্পিতকণ্ঠে দাদা ব'লে ডাকি ;
কিন্তু, না—না,
কেন চিত্ত হতেছ চঞ্চল ?
দৃঢ় হও—হও আজি নির্ম্মম পাষাণ।

শনির প্রবেশ।

শনি। শীঘ্র কর হত্যা—বহু অন্তরায়,
ভয় কিবা, আমি তব প্রধান সহায়।

[প্রস্থান

রেবন্ত। আশার মুরলীধ্বনি,
সৌভাগ্যের নব অভিসার।
ভাবিবার নাহিক সময়।
পঙ্কিল পল্বলে হায় নেমেছি যখন,
কেন চিন্তা আর ?
একি—একি !
অবশে লুটাতে চায় শাণিত ছুরিকা।
কাজ নাই রাজসিংহাসনে—

ওই মোর পরিণাম ভয়াল মুরতি।
অভিশাপ—ক্রুদ্ধ অভিশাপ,
উঠিল তুমুল ঝড় অন্তর-আকাশে।

শ্রীবৎস কে? কে তুমি?
অন্ধকারে পারি না চিনিতে।

রেবন্ত চিনিয়াও নাহি কাজ,
আছ অন্ধকারে—
অন্ধকারে থাক চিরকাল।
এ অতি তুচ্ছ অন্ধকার—
জগতের অন্ধকার,
এর পর চিরতরে
দিগন্তের অন্ধকারে হইবে বিলীন।

শ্রীবৎস। দিগন্তের অন্ধকারে হইব বিলীন?
তবে তুমি হত্যাকারী মোর?

রেবন্ত। হত্যাকারী—হত্যাকারী—

শ্রীবৎস। কে—কে? রেবন্ত! রেবন্ত!
ভাই মোর স্নেহের অনুজ,
এতদিন পরে পড়িয়াছে মনে?
আয়—আয় ভাই ভাঙ্গা বুকে মোর,
আমি ভুলে যাই সকল যন্ত্রণা।
ওরে, কেন তুই হয়েছিস্ এতই নিষ্ঠুর?
ডাক্—ডাক্ রে অনুজ!
একবার দাদা ব'লে ডাক্,
স্বর্গ হোক্ স্বার্থের জগৎ,

সন্তাপ-জড়িত হৃদে
মন্দাকিনী উঠুক্ ছাপায়ে।
ডাক্—ডাক্ রে অনুজ !

চিন্তা। দেবর ! দেবর ! স্নেহের প্রতিমা !
ভুলে গেছ সব ? কেন অভিমান ?
কি দোষ করেছে অগ্রজ তোমার ?
পেয়েছ তো রাজ-সিংহাসন,
তবে আর প্রাণে কিবা প্রয়োজন ?
এস হে দেবর !
একবার কাছে এস মোর—
স্নেহদ্বার রেখেছি উন্মুক্ত। এস—এস—

রেবন্ত। ওঃ—ওঃ !
হয় বুঝি বজ্রপাত শিরেতে আমার।
উঠিল প্রবল বাত্যা
ঘূর্ণিবায়ু স্থষ্টির আকাশে—
থরথর কাঁপিছে অবনী,
গেল—গেল, রেবন্ত ডুবিয়া গেল
প্রলয়-গর্ভেতে।
দাদা ! দাদা !
(ছুরিকা ফেলিয়া পদতলে পতন)

শ্রীবৎস। ভাইটী আমার ! (বক্ষে ধারণ)

দ্রুত শনির প্রবেশ।

শনি। একি—একি রাজভ্রাতা !
একি হেরি দুর্ব্বলতা তব ?

হত্যা কর—হত্যা কর,
চাহ যদি রাজসিংহাসন ।

শ্রীবৎস । কে—কে তুমি বিপ্ররূপী মহাকাল ?
শনৈশ্চর—শনৈশ্চর !
তুমি—তুমি !

রেবন্ত যাও—যাও বন্ধু,
চাহি না—চাহি না আর রাজসিংহাসন ।
অনন্ত অনন্ত কোটী রাজসিংহাসন
এই মোর দাদার চরণ ।
যাও, ঢালিও না তীব্র বিষ,
ক'রো না পাগল মোরে—
ফেলিও না অন্ধকারে ;
বহু কষ্টে এসেছি আলোকে ।

শনি কি, শুনিবে না কথা মোর ?
চেয়ে দেখ মোর পানে ।
কি দেখিছ ?

রেবন্ত উঃ—উঃ ! কি ভীষণ দৃশ্য !
রক্তের প্লাবন—রক্তের সাগর,
দিগ্‌দিগন্ত অসীম সাগরসম
উত্তাল তরঙ্গময়—
রক্তসিন্ধু ছুটে আসে ভৈরব-গর্জ্জনে ।
সেই সীমাশূন্য মহাসিন্ধু
শোণিতের বক্ষের উপর
ভাসমান শূন্য সিংহাসন !

ওকি ! ওকি হেরি—ওকি হেরি !
সিংহাসন নিম্নতলে
রুধিরাক্ত মৃতদেহ অগ্রজের মোর।
ওঃ—ওঃ ! ওকি হেরি পুনঃ ?
সুবর্ণমুকুট হস্তে সৌভাগ্য-জননী
সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে আছে
মুখপানে মোর।

শনি। তবে আর কেন দ্বিধা ?
উৎপাটন কর ত্বরা পথের কণ্টক।

রেবন্ত। কই—কই, কোথা আমি !
নিভে গেল আলোক আমার।
আবার—আবার সেই স্বার্থের হুঙ্কার।
প্রাগ্‌রাজ ! প্রাগ্‌রাজ !
হত্যা আজি করিব তোমারে,
চাই—চাই ওই রাজসিংহাসন। (ছুরিকা গ্রহণ)

শনি। শীঘ্র কার্য্য কর সমাধান।

[প্রস্থান।

চিন্তা। দেবর ! দেবর !

রেবন্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ !
পিশাচ দানব আমি,
রক্তপান আকাঙ্ক্ষা আমার।
বৃথা হবে কাতর ক্রন্দন—
অশ্রুজল হইবে নিষ্ফল,
কালানল উঠিবে জ্বলিয়া।

শ্রীবৎস। হত্যা কর—হত্যা কর
বুক দিছি পাতি,
দূর কর পথের কণ্টক।
ভ্রাতার অন্তরে এত পুঞ্জীভূত বিষ!
অমৃতে গরল?
ভাই যে সহায় বল অনন্ত সম্পদ্!
যার সনে রক্তের সম্বন্ধ—
তার আজ একি অভিনয়!
দয়াময়! মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও মোরে,
আমারে করিলে দীন পথের কাঙ্গাল,
কোন্ পাপে কেড়ে নিলে শ্রেষ্ঠ রত্নটুকু?
হত্যা কর্—হত্যা কর্ রে রেবন্ত,
তবু তোরে অভিশাপ দেবো না রে ভাই!
দিয়ে যাবো আশীর্ব্বাদ
ছড়ায়ে সর্ব্বাঙ্গে তোর। (বক্ষ পাতিয়া দিল)

চিন্তা। ওই সঙ্গে আমাকেও হত্যা কর ভাই!
(বক্ষ পাতিয়া দিল)

রেবন্ত। হাঃ হাঃ-হাঃ! হত্যা—হত্যা!
(হত্যায় উদ্যত)

দ্রুত লাঠি ও অস্ত্রহস্তে প্রজাগণসহ দেবল ও
তুলিচাঁদের প্রবেশ।

দেবল। (দূর হইতে) ভাই সব, আমাদের রাজা-রাণীকে রক্ষা কর।

তুলিচাঁদ। মার্—মার্, দুষমনকে মার্।

দ্রুত শনির প্রবেশ ।

শনি । কই—কই, কোথায় তোমরা
প্রলয়, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মড়ক,
মহামারী, ব্যাধি ও অশান্তি !
ছুটে এস—ছুটে এস,
ধ্বংস কর—ধ্বংস কর সব ।

(দামামা-ধ্বনি ; তাণ্ডব নৃত্যসহ অট্টহাস্যে প্রলয়, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মড়ক, মহামারী, ব্যাধি ও অশান্তির আবির্ভাব)

শ্রীবৎস ও চিন্তা । ওঃ—ওঃ ! মা কমলা ! মা কমলা !

(লক্ষ্মীর আবির্ভাব)

লক্ষ্মী । মাভৈঃ—মাভৈঃ !
সৃষ্টি স্থিতি আজ করিব বিলয় !
শনৈশ্চর ! শনৈশ্চর !
পরিত্রাণ নাহি তব আজ ।
কই—কোথা তুমি মহালক্ষ্মী মূর্ত্তি মোর,
আবির্ভূতা হও ত্বরা দুষ্টের দমনে ।

(সহসা বিস্ফোরণ ও শূলহস্তে মহালক্ষ্মীর আবির্ভাব)

মহালক্ষ্মী । ধ্বংস ! ধ্বংস !

[প্রলয়, প্লাবন ইত্যাদির অন্তর্দ্ধান ও প্রজাগণের প্রস্থান ।

(রেবন্ত ও শনৈশ্চরকে মহালক্ষ্মী শূল দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল, উভয়ে কাঁপিতেছিল)

সকলে । মা ! মা !

লক্ষ্মী । যাও মোর ভক্ত পুত্র

পাপরাজ্য ছাড়ি নিবিড় অরণ্যে।
নাহি ভয়—হৃতরাজ্য পাবে পুনঃ
আমারি প্রসাদে। [প্রস্থান।

শ্রীবৎস প্রণাম চরণে দেবি!
চল চিন্তা পুণ্যের আলোকে,
মায়ের আদেশ।
দেবল! দুলিচাঁদ!
রহিলে তোমরা—রহিল জনমভূমি,
চলিলাম বনবাসে মোরা!
কালের কুটীল চক্রে
ভুলিও না মাতৃপূজা কভু।
মা! মা! সোহাগজড়িতা
আরাধিতা মৃন্ময়ী জননী মোর—
বিদায়—বিদায়।

দেবল। রাজা! রাজা!

দুলিচাঁদ। দুনিয়ার মালিক!

শ্রীবৎস। মায়ের আদেশ।
এস চিন্তা—হাত ধর মোর,
চল যাই অরণ্যের পথে।
ওঃ! পথ যে দেখিতে নারি
নয়নের জলে। (চিন্তার হাত ধরিল)

চিন্তা। চল নাথ!
সেবিকা সেবিবে তব চরণ দু'খানি
বনপথে ফোটে যদি পায়েতে কণ্টক।

দেবল। রাজা—রাজা!
কোথা যাও ফেলিয়া মোদের?

ঢুলিচাঁদ। হামাদের কাঁদিয়ে তু কুথায় যাবি রে মালিক?

দেবল। মাধব—মাধব! দেখে যাও ভাই!
আমাদের রাজরাণী যায় যে চলিয়া।

শ্রীবৎস। বিদায়—বিদায় জননী আমার!

(শ্রীবৎসের যাত্রাকালে ঢুলিচাঁদ ও দেবল বাধা দিল, কিন্তু শ্রীবৎস শুনিল না। নিশানহস্তে গীতকণ্ঠে শ্রীর প্রবেশ ও গাহিতে গাহিতে শ্রীবৎস ও চিন্তার হস্তধারণ।

গীত।

শ্রী।—

চল চল চল ধর্ম্মবীর!
কাঁপায়ে আকাশ, কাঁপায়ে বাতাস,
কাঁপায়ে অগাধ সিন্ধুনীর॥

গীতকণ্ঠে প্রদীপহস্তে ধর্ম্মের প্রবেশ

ধর্ম্ম।—

আমি আঁধার পথে আলোক ধ'রে,
থাক্‌বো সদা তোমার তরে,
প্রলয় প্লাবন অন্ধকারে
থাক্‌বে তোমার উচ্চশির॥

[ধর্ম্ম ও শ্রী শ্রীবৎসকে লইয়া গেল

দেবল। ঢুলিচাঁদ—ঢুলিচাঁদ!

ঢুলিচাঁদ। দেবলজি—দেবলজি!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

গীতকণ্ঠে যাত্রী ও যাত্রিণীর প্রবেশ

গীত।

পুরুষ।— থাক্‌বো না আর লক্ষ্মীছাড়ার দেশে।
যাবে কি প্রাণটা মোদের শেষে॥

স্ত্রী।— ও মিন্সে কোথায় যাবি সত্যি কথা বল্‌,
ছেড়ে যেতে বাস্তু ভিটে চোখে আস্‌ছে জল,
কোথায় যাব পরের দোরে দীন-ভিখারীর বেশে॥

পুরুষ।— আমারও যে কাঁদছে পরাণ,
ছেড়ে যেতে জন্মস্থান,

স্ত্রী।— তবুও আছে অনেক পাষাণ,
পরের দোরে কুকুর সেজে
থাকে কেমন হেসে॥

পুরুষ।— তাদের মাথায় মারি ঝাড়ু,

স্ত্রী।— তারা যে বুদ্ধিমোটা গরু,

উভয়ে।— প্রণাম মাগো প্রণাম তোমার রাঙ্গা পায়,
তোমায় ছেড়ে চ'লে যেতে পরাণ যে গো নাহি চায়,
কোথাও আর নাহি যাব, তোমার বুকে প'ড়ে রব,
সুখ-সাগরে ভেসে॥

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সিদ্ধনাথের বাটী।

ধুরন্ধর ও তৎপশ্চাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে কোজাগরীর প্রবেশ।

কোজাগরী। ওগো, আমার কর্ত্তার যে আজ ছেরাদ্দ হবে গো! ওগো কর্ত্তা গো, দেখে যাও।

ধুরন্ধর। কেমন লুচি আজ খাওয়া হবে গো!

কোজাগরী। সে কি রে—লুচি খাবি কি রে?

ধুরন্ধর। তবে কি খাবো? লুচি খাবো ব'লেই তো বাবা ম'লো। নইলে মর্‌তো কি? মার্কণ্ড ছিল যে।

কোজাগরী। হ্যাঁ রে ধুরু, কর্ত্তার কাজে মাথা নেড়া কর্‌লি নে? ছি-ছি!

ধুরন্ধর। ছি-ছি আর কিসে? মূল্য ধ'রে দিয়েছি, ব্যাস।

কোজাগরী। সে কি রে বাবা? মুল্য ধ'রে দিয়েছিস্ কি রে?

ধুরন্ধর। মাথা নেড়া কর্‌লে টেরী কাটবো কি ক'রে? বিয়ে হবে কি ক'রে? পুরুত ঠাকুরকে বল্‌লাম—পুরুত ঠাকুর বল্‌লে মুল্য ধ'রে দিলেই চল্‌বে। ব্যাস—এখন পুরুত ঠাকুর এলেই হয়।

কোজাগরী। সেই কব্‌রেজ মিন্সে কি ক'রে ছেরাদ্দ করাবে রে? সে কি মন্তর টন্তর জানে?

ধুরন্ধর। জানে—জানে, কি কর্‌বো বল; কেউ বাবার ছেরাদ্দ করাতে রাজি হ'লো না। সকলেই বল্‌লে অপঘেতে ম'রে ভূত হয়েছে, যদি ঘাড়ে চাপে। সে দিন কব্‌রেজ মশায়ের ঘাড়ে কিরকম বাবা

ভূত চেপেছিল। কব্‌রেজ মশাই অনেক তুক্‌ তাক্‌ জানে—তাই সে দিন বেঁচে গেছে।

কবিরাজের প্রবেশ।

। সে দিন খুব বেঁচে গেছি বাবা, ভূতটাকে কোলে ক'রে নিয়ে এসেছিলাম। ভুষুণ্ডি কবিরাজ ভূতেরও ওস্তাদ। যাক্‌, শ্রাদ্ধের সমস্ত যোগাড় হয়েছে তো? ভুষুণ্ডি কবিরাজ জুতো সেলাই হ'তে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত করতে জানে। নাও—কার্য্য আরম্ভ কর। দেখো বাপু! বাপের কাজ করবে, আমার দক্ষিণেটার বেলায় কম ক'রো না।

ধুরন্ধর। আজ্ঞে—যথাসাধ্য আপনার দক্ষিণে দেবো। তবে খুব চটু ক'রে কাজ সেরে ফেল্‌বেন কব্‌রেজ মশাই! আমি বেশী বেলা পর্য্যন্ত উপোস ক'রে থাকতে পার্‌বো না।

কবিরাজ। সে বিষয়ে আমায় আর বল্‌তে হবে না। নাও—ফুল হাতে কর। (ধুরন্ধর ফুল হাতে করিল) বল—ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে পিতৃস্য পিণ্ডায় নমঃ।

ধুরন্ধর। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে পিতৃস্য পিণ্ডায় নমঃ।

কবিরাজ। ব্যাস! এইবার একবার ধেনুমুদ্রা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি দাও।

ধুরন্ধর। আজ্ঞে—ধেনুমুদ্রা করতে তো জানিনে।

কবিরাজ। আচ্ছা দেখিয়ে দিচ্ছি। (উপুড় হইয়া গরুর মত হইল এবং হাম্বা হাম্বা করিতে লাগিল)

(ভূতের পোষাক পরিয়া সিদ্ধনাথ বিকট চীৎকার করতঃ উপস্থিত হইয়া কবিরাজের পৃষ্ঠে উপবেশন করিল।)

ধুরন্ধর। ভূত—ভূত, ওরে বাবারে, বাবা ভূত—(পলায়ন)

কোজাগরী। ও মাগো, কর্ত্তা ভূত হয়েছে গো—(পলায়ন)

সিদ্ধনাথ। (খোনা সুরে) আঁ—আঁ—খাঁবো—খাঁবো—রঁক্ত—খাঁবো।

কবিরাজ। বাপ্—বাপ্! রাম! রাম! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বাবা ভট্‌চায ভূত!

সিদ্ধনাথ। খাঁবো—খাঁবো!

কবিরাজ। মারাত্মক—মারাত্মক, বাপ্—বাপ্, অসামাল—অসামাল! উ-হু-হু—গেছি, গেছি। মারাত্মক!

(সিদ্ধনাথকে পৃষ্ঠে করতঃ পলায়ন)

কোজাগরী ও ধুরন্ধরের প্রবেশ।

কোজাগরী। ওরে, কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে—ম'রে ভূত হ'য়ে আবার কি জ্বালানো জ্বালাচ্ছে রে!

ধুরন্ধর। বাবা ভূত—বাবা ভূত! ভয় কি মা! আসুক্ না এইবার বাবা ভূত, লাগে মার্—লাগে মার্ ক'রে গয়ায় পাঠিয়ে দেবো।

সিদ্ধনাথের প্রবেশ।

সিদ্ধনাথ। (নাকি সুরে) গিন্নি! ও গিন্নি!

কোজাগরী। ওরে ধুরু রে!

ধুরন্ধর। আরে—আরে বাবা ভূত! (পৃষ্ঠে ঘুঁসি)

সিদ্ধনাথ। (স্বাভাবিক সুরে পোষাক ত্যাগ করতঃ) কি রে ব্যাটা অকালকুষ্মাণ্ড!

কোজাগরী। ওমা, তুমি মরনি গা! সে দিন যে হাত-পা ছড়িয়ে রাস্তায় পড়েছিলে গো!

সিদ্ধনাথ। মরিনি গিন্নি—মরিনি।

ধুরন্ধর। দেখ্‌লি মা, আমি তো বলেছিলাম, বাবার সব ধাষ্টপনা। মহাজনদের ফাঁকি দেবার জন্যে কেমন বুদ্ধি খাটিয়েছিল। আচ্ছা মাথা তোমার বাবা!

সিদ্ধনাথ। শেখ্—শেখ্ ব্যাটা, ভাল ক'রে শেখ্; নইলে খাবি কি ক'রে?

কোজাগরী। আহা, মাঝখান থেকে কব্‌রেজ মিন্সে মার খেয়ে ম'লো।

সিদ্ধনাথ। ব্যাটার কব্‌রিজি ঘুরিয়ে দিয়েছি। কতকগুলো যা তা নিয়ে লোক ঠকিয়ে খাচ্ছিল। যাক্, গিন্নি! এখন তল্পী তোল।

কোজাগরী। সেকি গো! তল্পী তুল্‌বো কি?

সিদ্ধনাথ। অরাজক—অরাজক উপস্থিত হয়েছে, আর এ রাজ্যে থাকা চল্‌বে না। সকলেই এ রাজ্য ছেড়ে পালাচ্ছে। শনিঠাকুরের ঠ্যালায় প'ড়ে প্রাণ যায় যায় হয়েছে আর কি। মহারাজ তো বনে গেলেন, আমরাও বনে যাই চল। যা কিছু আছে, তাও কি শেষকালে যাবে?

কোজাগরী। হ্যাঁগা, কোথায় তাহ'লে যাবে?

সিদ্ধনাথ। দু'চক্ষু যেদিকে যায়, সেইদিকেই যেতে হবে। তল্পী উঠাও—কালই যেতে হবে, মনে থাকে যেন।

[প্রস্থান।

কোজাগরী। ওমা, এমন সাধের ঘরকন্না ফেলে কোথায় যাবে গো?

ধুরন্ধর। আগে আমার বিয়েটা হোক্, তারপর যাওয়া টাওয়া হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বনপথ।

কাঠুরিয়া রমণীগণ।

গীত।

কাঠুরিয়া রমণীগণ।—

আর কাঠের বোঝা বইতে নারি, নাইকো মাজার বল।
আঁধার যে ওই ঘনিয়ে আসে, পা চালিয়ে চল্—
ওলো সই পা চালিয়ে চল্॥
মিন্সেরা সব হ'চ্ছে আকুল,
পথ যদি মোরা করি ভুল,
তাড়াতাড়ি চল্ না ঘরে বাজিয়ে পায়ের জোড়া মল॥
ওই যে চাকী ডুবে গেল,
দিনের আলো ফুরিয়ে এলো,
বেলায় বেলায় ঘরকে ফিরে চল্॥

শ্রীবৎস ও চিন্তার প্রবেশ।

শ্রীবৎস। কাঠুরিয়াবালাগণ
গান গেয়ে ফেরে ওই অরণ্যের পথে।
গোধূলি বিছায়ে দেছে কনক আঁচলখানি
ম্লানময়ী পৃথিবীর বুকে।
পশ্চিম গগনে ডোবে
দিবসের কর্ম্মক্লান্ত দেব দিবাকর।

ধেনু ল'য়ে ফিরিছে রাখাল—
বিহগী ফিরিছে নীড়ে
কণ্ঠে তুলি তান।
সন্ধ্যা—সন্ধ্যা—
ধীরে ধীরে সন্ধ্যারাণী আসিছে ধরায়।

চিন্তা। মহারাজ ! যাইব কোথায় ?

শ্রীবৎস। যাইব কোথায় ?
একি দৈববিড়ম্বন !
পথের ভিখারী আজি
প্রাগ্‌রাজ্যের অধীশ্বর।
বান্ধববিহীন এই নিবিড় অরণ্যে
কার কাছে পাইব আশ্রয় ?
মা ! মা ! দয়াময়ি !
কি করিলি তুই ?
এ জীবনে কোনদিন করি নাই পাপ,
তবে কেন মনস্তাপ দিস্ গো জননি ?

চিন্তা। ওগো রাজা !
হেরিয়া তোমার দুঃখ
নয়নের অশ্রুবারি না পারি রোধিতে।
অদৃষ্টের একি পরিহাস !
জানি না কিভাবে হায় কাটিবে জীবন ?
কতদিন এইভাবে দুরদৃষ্টে সঙ্গী করি
বেড়াবো ঘুরিয়া ?

শ্রীবৎস। কি করিব প্রিয়ে !

দেবতার ক্রুদ্ধ অভিশাপ—
কালের কুটীল চক্র—
নিয়তি-নির্ব্বন্ধ।
অশ্রুজল ফেলো না প্রেয়সি!
মাতৃপদে রাখহ বিশ্বাস,
এ দুঃখের সুনিশ্চয় হবে অবসান।
(বিগ্রহের প্রতি) মা গো!
নিবিড় অরণ্যমাঝে
তোর পূজা করিব কেমনে?
নাহি পুষ্প—নাহিক নৈবেদ্য;
উপবাসী থাকিবি কি জননি আমার?
বল্ মাগো সুরেশ্বরি!
কতদিনে নব আশা হইবে উদয়?

ব্রাহ্মণবেশী শনির প্রবেশ।

শনি। কে তোমরা এই নিবিড় অরণ্যে? আমি বড় বিপদাপন্ন।

শ্রীবৎস। প্রণিপাত দ্বিজবর! বলুন আপনার কি বিপদ, আপনাকে সে বিপদ হ'তে উদ্ধার কর্‌তে যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌বো।

শনি। সে বিপদ হ'তে রক্ষা করা বড় দুঃসাধ্য।

শ্রীবৎস। দুঃসাধ্য হ'লেও আপনি বলুন, যদি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে আপনাকে বিপন্মুক্ত কর্‌তে পারি।

শনি। দেখুন, আমি দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ; আমার গৃহে একটি কুলদেবী ছিল, কি বল্‌বো, গত কল্য অগ্নিকাণ্ড হ'য়ে আমার সে কুল-দেবীটি ভস্মসাৎ হ'য়ে গেছে। উঃ! আমার আহার-নিদ্রা বন্ধ হ'য়ে

গেছে, কোথায় আবার দেবীমূর্ত্তি পাই। আমার অবস্থাও তেমন নয় যে নতুন বিগ্রহ ক্রয় ক'রে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করি। আহা, আমার সাত পুরুষের পূজার সম্পদ্ সে লক্ষ্মীপ্রতিমা।

শ্রীবৎস। লক্ষ্মীপ্রতিমা!

শনি। আজ্ঞে। সেই লক্ষ্মীপ্রতিমার শোকে আমি পাগলের মত হ'য়ে আছি ভদ্র! প্রাগ্‌রাজ্যের অধীশ্বর যদি প্রাগ্‌রাজ্যে থাক্‌তেন, তাহ'লে কোন চিন্তাই ছিল না; তাঁর কাছ হ'তে অর্থ চেয়ে নিয়ে এসে পুনরায় দেবীমূর্ত্তি স্থাপন কর্‌তাম, কিন্তু হায়! আমারই ভাগ্যের দোষ—তিনি রাজ্যচ্যুত। উঃ! তিনি কি সদাশয় মহৎ রাজা ছিলেন, দুরন্ত শনির প্রকোপে প'ড়ে তাঁর কি বিপদই না ঘট্‌লো।

শ্রীবৎস। উঃ! তাইতো ব্রাহ্মণ, আপনার এ বিপদে সত্যই আমি বড় মর্ম্মাহত হ'য়ে পড়েছি; কিন্তু উপায় নেই। ইচ্ছা কর্‌লে আপনাকে উপযুক্ত অর্থ প্রদান ক'রে আপনার দুঃখ দূর কর্‌তে পার্‌তুম; কিন্তু —না, থাক্।

শনি। আপনার নিকট একটি ঠাকুরের মূর্ত্তি দেখ্‌ছি না?

শ্রীবৎস। হ্যাঁ ব্রাহ্মণ! এটি আমার কুলদেবী মা কমলার মূর্ত্তি। আমি নিত্য এঁর পূজা ক'রে থাকি। আমি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়েছি বিপ্রবর, কিন্তু আমার কুলদেবীকে ত্যাগ কর্‌তে পারিনি। সতৃষ্ণ-নয়নে এই মায়ের করুণালাভের জন্য চেয়ে আছি।

শনি। কে তুমি ভদ্র? কি জন্যই বা অরণ্যে? সঙ্গে কামিনী—

শ্রীবৎস। পরিচয় দিয়ে আপনাকে সুখী কর্‌তে পার্‌বো না ব্রাহ্মণ! দুর্ভাগ্যের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হ'য়ে আজ আমরা স্বামী-স্ত্রীতে বনবাসে এসেছি।

শনি। বল্‌তে সাহস হয় না ভদ্র! যদি—

শ্রীবৎস। বলুন নিঃসঙ্কোচে।

শনি। (স্বগত) দাঁড়াও মাতৃভক্ত! তোমার ওই বিগ্রহমূর্তি হরণ করতে না পারলে আমি তোমার নির্য্যাতন করতে পারবো না (প্রকাশ্যে) বলবো?

শ্রীবৎস। বলুন।

গীতকণ্ঠে ভাগ্যের প্রবেশ।

গীত।

ভাগ্য।—

কপটীর কপট ছলায় ডেকো না আর নয়নধারায়,
এ যে মস্ত বড় ধড়িবাজ।
তাই মায়াবী মায়ায় এসেছে এই বনের মাঝে আজ॥
ওরই তরে দুঃখের নিশা,
ওরই তরে বনে আসা,
এখনো ওর সাধ মেটেনি,
তাই পরেছে দীনভিখারীর সাজ॥
শুনো না ওর কোন কথা,
পাবে আবার প্রাণে ব্যথা,
ওর নাইকো দয়া, নাইকো মায়া, নাইকা প্রাণে লাজ॥

[প্রস্থান

শ্রীবৎস। আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না রাণি! কে আপনি বিপ্রবর? আপনি কি বিপদগ্রস্ত কোন ব্রাহ্মণ—না ভাগ্যহীন শ্রীবৎসের ভাগ্যাকাশের কাল ধূমকেতু?

শনি। আপনি শ্রীবৎস রাজন্?

শ্রীবৎস। হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, আমিই সেই গ্রহরাজ-প্রপীড়িত রাজ্যহারা

াগ্যহীন প্রাগ্‌রাজ্যের অধীশ্বর ; আজ স্বামী-স্ত্রীতে বনবাসী । আমায় ত্য পরিচয় দিন ব্রাহ্মণ !

চিন্তা । আমার অন্তর যে কেঁপে উঠ্‌ছে । ওই মহাপুরুষের গান নে মনে হ’চ্ছে—

শ্রীবৎস । মনের কথা মনেই চেপে রাখ চিন্তা ! বলুন দ্বিজ, আপনি খন কি চান ?

শনি । মহারাজ ! অনুগ্রহ ক’রে ওই বিগ্রহটি আমায় দিন । ামি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, মিথ্যা কথা বলিনি, সত্যই অগ্নিকাণ্ডে আমার গ্রহ পুড়ে গেছে ।

শ্রীবৎস । ব্রাহ্মণ ! একি তোমার প্রার্থনা ? রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমস্ত ত্যাগ ’রে একেই যে বুকে নিয়ে অতুল শান্তিতে আছি । আমার সব যাক্, বু মাকে আমার বুকছাড়া করতে পার্‌বো না । মা যে আমার কান্নার থে হাসির প্রতিচ্ছবি—মা যে আমার বেদনা-তপ্ত হৃদয়ে শান্তির চ্ছ্বাস । ওগো দ্বিজ, আপনি অন্য কিছু প্রার্থনা করুন ।

শনি । আমার আর অন্য কিছুর আবশ্যক নেই মহারাজ ! আমি াহ্মণ, দেবপূজাই যে আমার নৈমিত্তিক কর্ম্ম । কি কর্‌বো, কাঁদতে াদতে ফিরে যাই । মহামতি প্রাগ্‌রাজ্যেশ্বর যখন ব্রাহ্মণকে দানে বঞ্চিত র্‌লেন, বুঝলুম আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ ! (প্রস্থানোদ্যত)

শ্রীবৎস । দাঁড়ান ব্রাহ্মণ ! প্রাগ্‌রাজ্যেশ্বর শ্রীবৎসের মাথার উপর তবড় একটা কলঙ্কের ভার চাপিয়ে দিয়ে চ’লে যাবেন না । দৈবের র্নিবার অত্যাচারে আমার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হ’লেও আমার দানের রুহস্ত সঙ্কুচিত হবে না । দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিফলমনোরথে চ’লে যাবেন ব্রাহ্মণ ! নিয়ে যান এই বিগ্রহমূর্ত্তি । প্রার্থি, আপনার প্রার্থনা পূর্ণ রাখ্‌বো না । (বিগ্রহ দিতে উদ্যত)

চিন্তা। রাজা! রাজা! কর্‌ছো কি—কর্‌ছো কি? সব গেছে—শেষের সম্পদটুকুও আজ খোয়াবে? মাকে বিদায় দেবে?

শ্রীবৎস। মায়ের ইচ্ছা নয় রাণি, দরিদ্র সন্তানের ঘরে থাকতে এতদিন রাজভোগ নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু আজ যে অশ্রুজল নিতে হ'চ্ছে: তাই মা আমার পুত্রকে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন। আমি প্রার্থীকে বিমুখ কর্‌তে পার্‌বো না রাণি! ধরুন বিপ্রবর! (দিতে উদ্যত)

বন্যরমণীবেশিনী লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। মহারাজ!

শ্রীবৎস। একি! কে? কে তুমি?

লক্ষ্মী। সেই আমি।

শ্রীবৎস। আমার চিরারাধ্যা দেবী কমলা? মা! মা!

লক্ষ্মী। আমার বিগ্রহমূর্ত্তি ওই ব্রাহ্মণকে দিও না পুত্র! ও ব্রাহ্মণ নয়, দুষ্ট গ্রহরাজ। এসেছে তোমায় আরও কাঁদাতে।

শনি। মিথ্যা কথা। তবে চ'লে যাই মহারাজ?

শ্রীবৎস। যাবেন না। আপনি গ্রহরাজই হোন্ বা ব্রাহ্মণই হোন্—যখন প্রার্থীর বেশে আমার কাছে এসেছেন, তখন আমি আপনাকে রিক্তহস্তে ফিরতে দেবো না।

লক্ষ্মী। দিও না শ্রীবৎস ওই বিগ্রহমূর্ত্তি! তুমি আমায় ত্যাগ করতে চাও রাজা?

শ্রীবৎস। কি কর্‌বো মা! আমি যে দানের পথেই তোমায় পেয়েছিলুম—আবার দানের পথেই তোমায় হারাবো। যাও দেবি শ্রীবৎসের বুক হ'তে চ'লে যাও—নিস্তব্ধ বনানীর বুকে বিসর্জ্জনে মর্ম্মভেদী বাদ্য বেজে উঠুক্। যাও মা কমলা! শ্রীবৎসের পূজা গ্রহণে যে তোমার আর ইচ্ছা নাই।

লক্ষ্মী । শ্রীবৎস ! ওরে ভক্ত ! আমি তো যেতে চাই না ; তুমি আমায় ত্যাগ কর্‌ছো ? আমি কি তোমার কেউ নই ?

শ্রীবৎস । তুমি আমার সব—তুমি আমার জীবনপথের কাম্যফল-প্রদায়িনী মা ! একটিবার আমার মর্ম্মস্থলে হাতটি রেখে বুঝে নাও আমার বেদনাতপ্ত হৃদয়ের গোপন নৈরাশ্যটুকু ! তুমি যে আমার সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনির মত কল্যাণপ্রদ—তুলসীতলার প্রদীপটির মত স্নিগ্ধ পবিত্র সম্পদ্‌—তুমি যে ওই দিগন্ত নীল-শ্যামল শস্যক্ষেত্রের বারিধারাপূর্ণ ভরা নদীর মত রসনম্রা জীবনদায়িনী । তোমার স্নেহ-অরণ্যের বিশাল বিটপীরাজির শ্যামলতা আমার ক্লান্ত নয়নে যে সুখ-স্বপ্ন এনে দেয় । তোমার ওই অনাতপ স্নেহছায়া যে আমার নিদাঘ-তপ্ত জীবনকে শান্তির সাগরে ডুবিয়ে দেয় জননি ! তুমি যে আমার সব ।

তবে আমায় বিদায় দিচ্ছো কেন রাজা ?

শ্রীবৎস । তোমারি মহিমারাশিকে ফুটিয়ে তুল্‌তে । ধরুন বিপ্র !

(শনিকে বিগ্রহ দিল)

চিন্তা । রাজা ! রাজা ! উঃ ! কর্‌লে কি রাজা !

লক্ষ্মী । ওরে পুত্র ! তুই আমায় বিদায় দিলি ?

শনি । হাঃ-হাঃ-হাঃ !

[প্রস্থান ।

শ্রীবৎস । মা ! মা !

লক্ষ্মী । আর থাক্‌তে পার্‌বো না । তোমার যে এখন শনির দশা, অষ্টাদশ বর্ষ গত না হ'লে আর তুমি আমায় পাবে না ।

[প্রস্থান ।

শ্রীবৎস, চিন্তা । মা ! মা ! যাস্‌নে—যাস্‌নে !

চিন্তা । ওহো-হো ! ভগবান্‌, এ কি কর্‌লে ?

শ্রীবৎস। কীর্ত্তি যে মহতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাণি! অভাবই মানুষকে খাঁটি ক'রে তোলে—দারিদ্র্যের মত শিক্ষক আর এ জগতে কেউ নেই। প্রকৃতির শিক্ষা—ভগবানের প্রকৃত শিক্ষালাভের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। বিপদ মানুষকে কাঁদাতে আসে না চিন্তা—আসে মানুষকে উন্নতির পথ দেখিয়ে দিতে। দুঃখ ক'রো না, সবই ওই মঙ্গলময়ী মায়ের ইচ্ছা।

চিন্তা। এখন কোথায় যাবো রাজা?

শ্রীবৎস। চল, এই অরণ্যের মধ্যে কোথাও আশ্রয় খুঁজে নিইগে। ওই আমার মায়ের মলিন মূর্ত্তি—ওই ব্যথাকম্পিত স্বর! কাঁদো—কাঁদো রাণি! আমিও কাঁদি। উভয়ের সম্মিলিত অশ্রুধারায় কাননভূমি ভেসে যাক্। বিসর্জ্জন—বিসর্জ্জন—মাতৃমুর্ত্তির বিসর্জ্জন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

সিদ্ধনাথকে টানিতে টানিতে প্রহরীর প্রবেশ।

সিদ্ধনাথ। দোহাই—দোহাই বাবা প্রহরী খুড়ো, ছেড়ে দাও বাবা—ছেড়ে দাও।

প্রহরী। কি—ছেড়ে দেবো! মহারাজের হুকুম, বল—কেন তোমরা রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলে?

সিদ্ধনাথ। আর কখনো যাবো না বাবা! ঘাট হয়েছে বাবা!

আহা প্রহরী খুড়ো, তুমি ভদ্দর লোক—তোমার বাবাকে আমি চিন্‌তাম—আহা, তিনি আরও ভদ্দর ছিলেন।

প্রহরী। যাই বল ঠাকুর, কিছুতেই তোমায় ছেড়ে দেবো না। এস বল্‌ছি।

সিদ্ধনাথ। কেন বাবা, অবলা ব্রাহ্মণের সঙ্গে অত রহস্য কর্‌ছো? আহা—প্রহরী খুড়ো, মাইরি তোমায় দেখ্‌তে ঠিক আমার মেসো মশায়ের মত।

প্রহরী। চোপ্‌রাও ঠাকুর! আজ তোমার কঠোর দণ্ড হবে। জান না কর্ণাটরাজের হুকুম, প্রাগ্‌রাজ্যের কোন লোক রাজ্য ছেড়ে চ'লে যেতে পার্‌বে না।

সিদ্ধনাথ। আমি তো যাইনি বাবা, মিছামিছি ক'রে গিন্নীকে ভয় দেখাচ্ছিলাম। দোহাই বাবা—ছেড়ে দাও বাবা! এত ক'রে বাবা বল্‌ছি, তবু ছেড়ে দেবে না? তবে কি তোমায় শালা—

প্রহরী। কি ঠাকুর! আবার চালাকি হ'চ্ছে? চ'লে এস বল্‌ছি। (টানিতে লাগিল)

সিদ্ধনাথ। ছেড়ে দাও বাবা! ও গিন্নি—ও কোজাগরি! ওরে, ও বাবা ধুরন্ধর! আরে, আমায় যে বাঘে ধরেছে। শীগ্‌গির আমায় ছাড়িয়ে নিয়ে যা।

কোজাগরী ও পশ্চাতে ধুরন্ধরের প্রবেশ।

কোজাগরী। ও বাবা ধুরু, ধর্—ধর্, কর্ত্তাকে ধর্, প্রহরী মিন্সে যে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে যাচ্ছে।

ধুরন্ধর। তুইও ধর্ মা বাবার হাতটা। (উভয়ে সিদ্ধনাথের একটি হাত ধরিল)

সিদ্ধনাথ। টান্ টান্—জোরে জোরে টান্।

প্রহরী। চ'লে এস ঠাকুর! (উভয় পক্ষের টানাটানি)

সিদ্ধনাথ। ওরে বাবারে—ম'লাম রে—ভাগের মা যে গঙ্গা পাবে না রে! হায়-হায়-হায়, নড়া ছিঁড়ে যাবে যে রে!

[টানাটানি করিতে করিতে প্রস্থান।

দুইজন নাগরিকের প্রবেশ।

১ম নাগরিক। বুঝ্‌লে ঘোষের পো!

২য় নাগরিক। কি বুঝ্‌লাম?

১ম নাগরিক। বুঝ্‌লে কিনা—রাজ্যিটা হ'লো কি? চারিদিকে ধর-পাকড়—বুঝ্‌লে কিনা, রাজ্যিটাতে টেকা দায় হ'লো।

২য় নাগরিক। শনি দেওতার ঠ্যালায় তো ভাই এমনিতর হ'চ্ছে। মহারাজও চ'লে গেলেন।

১ম নাগরিক। ওই দেখ্‌লে না, সিধু ঠাকুরকে কেমনতর ক'রে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গেল।

২য় নাগরিক। যেন বাঘে ধরেছে ভায়া! হ্যাঁ, শুন্‌ছি নাকি এই ডামাডোলের বাজারে সহরে খুব ভাল বেবুশ্যে এয়েছে।

১ম নাগরিক। বুঝ্‌লে কিনা ঘোষের পো! সত্যি কথা, আমার কিন্তু সেখানে যাবার ইচ্ছা করে। কিন্তু হ'লে কি হয়, অনেক টাকা চাই—বুঝ্‌লে কিনা?

২য় নাগরিক। হুঁ! কেমন দেখ্‌তে ভায়া!

১ম নাগরিক। স্বর্গের পরী, ডানা নেই—তাই। কত বড় বড় লোকে আনাগোনা কর্‌তেছে। আবার শুন্‌লাম, সেই বেশ্যা মাগী নাকি কোন পুরুষ মানুষ ছোঁয় না, কেবল নাচগান করে।

২য় নাগরিক। বল কি ভায়া, এ আবার কেমনতর বেবুঞ্জে ?

১ম নাগরিক। চল ঘোষের পো, আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার গান শুনি গে।

২য় নাগরিক। চল ভায়া! আরে, তোমার কথা শুনে যে আমার যাবার ইচ্ছা করছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে কঙ্কনের প্রবেশ।

গীত।

কঙ্কন।—

আমি আর কত গো ডাক্‌বো তোমায়
ওগো দয়াল বিপদহারি।
পড়েছি গো ঘোর তুফানে,
পার কর গো কাণ্ডারি॥
বাবা আমার কারাগারে, আমি কাঁদি আঁখির ধারে,
কাঁদে কি না পরাণ তোমার
দেখে দীনের অশ্রুবারি।
নিয়ে তোমার দয়ার তরী, এস আমার দয়াল হরি,
আর যে ব্যথা সইতে নারি—সইতে নারি॥

তুলিচাঁদের প্রবেশ।

তুলিচাঁদ। ফিন্ তু কাঁদ্‌ছিস্ রে বেটা! হামি তুহাকে এত্তা কোরিয়ে বোল্‌ছে তু কাঁদিস্‌নে, হামি লোক তুহার বাবাকে আনিয়ে দিবে—হামি লোক জান দিইয়ে তুহার বাবাকে বাঁচাবে। হামি সেই দুষমনদের শিরটা কাটিয়ে ফেল্‌বে। ওঃ—দুনিয়ার মালিক! হামাদের

এমোন সোনার রাজ্যিটা তু কি কোরিয়ে দিলি? হামাদের রেজাকে বনবাসে পাঠিয়ে দিলি?

কঙ্কন। সর্দ্দার কাকা! কবে আমায় বাবাকে কারাগার হ'তে নিয়ে আস্‌বে? বাবার জন্য যে আমার মন কেমন কর্‌ছে।

ছুলিচাঁদ। ওঃ—ভগবান্‌জি! আর যে হামি সহ্য কর্‌তে পার্‌ছে না। হামার কলিজাটা যে ফাটিয়ে যাচ্ছে। চল্—চল্ বেটা! হামি এখুনি কারাগারে যাচ্ছে, কারাগারটা ভাঙ্গিয়ে চুরমার কোরিয়ে ফেল্‌বে। তু কুচ্ছু ডর্ করিস্‌নে বেটা! ছুলিচাঁদ আজ ক্ষেপিয়েছে, ছুনিয়াটা আজ ওলট-পালট কোরিয়ে ছোড়্‌বে।

দেবলের প্রবেশ।

দেবল। হাহাকার—হাহাকার!
চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি।
স্বেচ্ছাচার তাণ্ডবে করিছে নৃত্য,
অধর্ম্মের অট্টহাসি ভয়াল মুরতি,
ব্যথিতের অশ্রুজলে উদ্বেল সাগর।
হায় রাজা! কোথা গেলে তুমি?
তোমার সন্তানগণ
কাঁদে আজ দানব-পীড়নে।
কই—কই ওরে তোরা
নির্য্যাতিত প্রাগ্‌রাজ্যবাসী!
কতদিন এইভাবে দলিত হইবি তোরা?
ওই কাঁদে মাতৃভূমি—
ওই কাঁদে ভাই ভগ্নী জননী তোদের।

জাগরণ-ব্রত নিয়ে দাঁড়া রে সন্তানদল,
নতুবা যে হবি তোরা পথের কাঙাল।

হুলিচাঁদ। দেবলজি! দেবলজি!

দেবল। হুলিচাঁদ! এখনো বেঁচে আছ? কই হুলিচাঁদ! প্রাগ্‌-রাজ্যের বুকে যে এখনো দাবানল জ্ব'লে উঠ্‌ছে না? এখনো কেন মায়ের সন্তান-সন্ততিগণ মায়ের মর্য্যাদা রক্ষায় ছুটে আস্‌ছে না? হায় হুলিচাঁদ! জানি না, এ দেশের অনন্ত নিদ্রা কতদিনে ভাঙ্গবে।

হুলিচাঁদ। দেবলজি! দেবলজি! মাধব ঠাকুরবাবা যে কারাগারে। কি হোবে দেবলজি! কঙ্কন বেটার কান্না দেখিয়ে হামার পরাণটা যে থাক্‌ হোইয়ে যাচ্ছে। চল্‌—চল্‌ দেবলজি! ঠাকুরবাবাকে উদ্ধার কোরিয়ে আনি।

দেবল। প্রজা-নির্য্যাতন! রেবন্ত! রাজভ্রাতা! কর্‌লে কি ভ্রাতৃ-দ্রোহি—দেশদ্রোহি! স্বার্থের জন্য সোনার রাজ্যটা ছারখারে দিতে উদ্যত হয়েছ; কিন্তু জেনো মূর্খ! ওই কর্ণাটরাজ একদিন তোমায় মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়ে দেবে—ভ্রাতৃদ্রোহিতার কি বিষময় ফল।

হুলিচাঁদ। চল্‌ দেবলজি! ভাবিস্‌ না, ফিন্‌ হামাদের রেজা-রাণী ফিরিয়ে আস্‌বে, দুষমনেরা ভাগিয়ে যাবে। ভগবান্‌জীর রাজ্যিতে এত্তা পাপ কি থাক্‌বে রে মিতা? তাহ'লে ভগবান্‌জীকো কৈ তো ডাক্‌বে না—পূজা কোর্‌বে না।

দেবল। চল বন্ধু! মাধবকে কারাগার হ'তে উদ্ধার ক'রে আনি গে। তারপর প্রাগ্‌রাজ্যবাসী সমস্ত প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়ে মর্ম্মবেদনা জানাবো; দেখি, তারা স্বদেশের সম্মান রক্ষায় আবার মানুষ হয় কি না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মাধুরীর বাটী।

গণিকার সাজে সজ্জিতা মাধুরী।

মাধুরী। আজ আমি জগতের নূতন আলোকে এসে দাঁড়িয়েছি। আমার এই নূতনত্বের অভিযান দেখে সৃষ্টি বিমুগ্ধনেত্রে আমার দিকে চেয়ে আছে। ভগবান্! জানি না, আমার এ নূতন জীবনের নূতন কর্ম্মের অন্তরালে তুমি কি লুকিয়ে রেখেছ। এ দেবতার নূতন আরাধনা! এ আরাধনায় আমায় আশীর্ব্বাদ দিও ভগবান্! বরুণাবারি বর্ষণ ক'রো; আমার এ অনন্ত আশার পথে যেন নৈরাশ্যের হাহাকার তুলে দিও না। ওগো আমার বাঞ্ছিত দেবতা! আমি যে তোমায় শত আরাধনায় পাইনি। তোমার পা দু'টি জড়িয়ে ধ'রে কত কেঁদেছি—তোমার করুণার দ্বারে কতবার মাথা খুঁড়েছি, তবু তুমি আমার দিকে ফিরেও চাইলে না। নির্ম্মম পদাঘাতে আমার বুকখানা ভেঙ্গে দিলে। আমি শত চেষ্টায় তোমার পূজায় ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে এই নূতন পূজার বোধন বসিয়েছি। আজ আমি তোমারই জন্য সৃষ্টির গ্লানির স্তূপে এসে দাঁড়িয়েছি। তুমি কি আস্‌বে? যে পথের পথিক হ'য়ে সতী পত্নীকে ত্যাগ করেছ, আমিও সেই পথে এসে দাঁড়িয়েছি; দেখি, তুমি আমার নৈবেদ্য গ্রহণ কর কি না।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। ওগো দিদিমণি! আমাদের ছোট রাজা এসেছেন।

(স্বগত) আমার দেবতা এসেছেন? এতদিনে তাঁর

প্রাণ কেঁদে উঠেছে ? (প্রকাশ্যে) দাসি—দাসি! এই নে রত্নহার। বড় সুসংবাদ দিয়েছিস্। যা—যা, শীঘ্র তাঁকে নিয়ে আয়।

দাসী। দিদিমণির ফাঁদে আজ বাঘ পড়েছে কিনা! আজ এখন মোটামুটি হ'য়ে যাবে।

[প্রস্থান।

মাধুরী। আমি আজ লোকচক্ষে বেশ্যা সেজেছি। নগরে খুবই চাঞ্চল্য প'ড়ে গেছে, আমি পুরুষ স্পর্শ করি না। এর জন্য শুধু নাচগান দেখ্‌তে অনেকে এখানে আস্‌তে কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়েছে। ভগবান্! আজ আমার এই পাপের অভিনয়ে তোমার অনন্ত করুণার বিমল আলোক ছড়িয়ে দিও।

দাসীসহ রেবন্তের প্রবেশ।

মাধুরী। আসুন—আসুন! বসুন! দাসি, পাখা নিয়ে আয়। (দাসী পাখা আনিতে ছুটিয়া গেল) বসুন—বসুন! আজ আমার জন্ম সার্থক।

(দাসী পাখা আনিয়া দিল, রেবন্ত উপবেশন করিল ও মাধুরী পাখা ব্যজন করিতে লাগিল)

রেবন্ত। বাঃ—চমৎকার! স্বর্গের অপ্সরী। যাক্, সুন্দরি! তোমায় আর বাতাস কর্‌তে হবে না।

মাধুরী। আজ যে আমার জীবনের সুপ্রভাত; আপনার চরণ দর্শন পেয়েছি। দাসি! জল নিয়ে আয়, দেবতার পা ধুইয়ে দিই।

[দাসী জল আনিতে ছুটিয়া গেল।

রেবন্ত। আমি দেবতা নই সুন্দরি, আমি যে মানুষ! তোমায় এত ব্যস্ত হ'তে হবে না।

মাধুরী। আপনি রাজা ; প্রজার নিকট চিরদিনই দেবতা।

(দাসী জল আনিল, মাধুরী রেবন্তের পা ধুয়াইয়া দিয়া চুল দ্বারা মুছাইয়া দিল)

রেবন্ত। (স্বগত) আমার একি আনন্দ! আমি যে আনন্দে দিশেহারা হ'য়ে পড়েছি।

দাসী। (স্বগত) ওমা! দিদিমণি পুরুষমানুষ ছোঁয় না, তবে আজ ছুঁলে কেন গো! মাগীর সব ধাষ্টপনা, বোধ হয় রাজরাণী হবার সাধ হয়েছে।

[প্রস্থান।

রেবন্ত। (স্বগত) একি! এ আবার কি গণিকার ব্যবসায়! এত ভক্তিশ্রদ্ধা তো গণিকার হৃদয়ে নাই! তাদের যে সমস্তই মৌখিক ; আন্তরিকতা কোথায়? কিন্তু এ যে দেখ্‌ছি অভিনব বেশ্যার চরিত্র। সুন্দরি! তুমি কি এই পথে নূতন নেমেছ? একি! অন্তরে স্মৃতির কেন তীব্র দংশন। মাধু—না—না, সে কি এখনো বেঁচে আছে? তার ভক্তিশ্রদ্ধা ঠিক যেন এইরকমই ছিল। উঃ! আমি তাকে—যাক্, (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ—সুন্দরি! সুরা কই?

মাধুরী। সুরা? সুরা যে তীব্র বিষ, কেমন ক'রে আপনাকে খেতে দেবো?

রেবন্ত। বাঃ! সুন্দরি! চমৎকার তোমার গণিকাবৃত্তি। পরের অনিষ্ট হবে ভেবে কাজ করলে তুমি তো এ পথে কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারবে না। ঠক্‌তে হবে তোমায়। হ্যাঁ, তোমার নাম কি সুন্দরি?

মাধুরী। মধুমাসে আমার জন্ম হয়েছিল ব'লে বাপ-মা আমার নাম রেখেছিলেন মাধুরী।

রেবন্ত। (চমকিতভাবে) মাধুরী? মাধুরী?

মাধুরী। ওকি! আপনি আমার নাম শুনে অমনভাবে চম্‌কে উঠ্‌লেন কেন?

রেবন্ত। কেন যে চম্‌কে উঠ্‌লাম, তুমি তার কি বুঝ্‌বে সুন্দরি! সে যে এক মর্ম্মন্তুদ সকরুণ ইতিহাস ঐ নামের সঙ্গে জড়িত রয়েছে, কিন্তু—যাক্, হ্যাঁ—তুমি নাচগান জানো?

মাধুরী। জানি কিছু কিছু।

রেবন্ত। আচ্ছা, আরম্ভ কর। দেখ, আমার যেন মনে হ'চ্ছে, তুমি এই পথে এলেও তোমার পবিত্রতার সৌরভে বিশ্ব মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছে। নাও—আরম্ভ কর।

গীত।

মাধুরী।—(নৃত্যসহকারে)

আমি কি দিয়ে তুষিব আজি তোমারি পরাণ।
ওগো বাঞ্ছিত বন্দিত দেবতা পাষাণ॥
কণ্ঠ ভেঙ্গে গেছে কেমনে গাহিব,
দহিত তনুখান কেমনে নাচিব,
তোমারই তরে হায়,   বিফলে দিন যায়,
কেঁদেছি কতদিন,   হয়েছে তনু ক্ষীণ,
তবু গো পাইনি তোমার সাড়াটী
তোমারই করুণা তোমারই মহাদান॥

রেবন্ত। য়্যাঁ! একি—একি!

মাধুরী। দেবতা! স্বামি!

রেবন্ত। কে—কে, মাধুরী—মাধুরী, তুমি—তুমি? একি তোমার অভিনয়?

মাধুরী। আমার স্বামি-পূজা! ওগো, আমি যে তোমায় পাইনি।

শত চেষ্টাতেও আমি তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারিনি, তাই অন্য কোন উপায় না দেখে শেষে তোমায় পাবার জন্যে বেশ্যার অভিনয় আরম্ভ করেছিলাম ; জানি তুমি এই পথের পথিক, একদিন না একদিন তুমি আমার দ্বারে উপস্থিত হবে। আজ আমার সে সৌভাগ্য হয়েছে. আমি তোমার চরণ পূজা ক'রে জন্ম সার্থক করেছি ; আর আমার আক্ষেপ নেই। এইবার আমি তোমার নিকট হ'তে চিরবিদায় নিচ্ছি। (বস্ত্রের ভিতর হইতে ছুরিকা বাহির করতঃ নিজবক্ষে বিদ্ধ করিল)

রেবন্ত। মাধুরি—মাধুরি! একি কর্‌লে সতি ?

মাধুরী। জন্ম আমার ধন্য হয়েছে—ওগো, আর আমি তোমায় বিরক্ত করতে যাবো না। তবে যাবার সময় ব'লে যাচ্ছি দেবতা ; তুমি মানুষ হও—দেশের কল্যাণ কর।

রেবন্ত। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর মাধুরি! ক্ষমা কর সতি! তোমার এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের অভিযান দেখে—তোমার এই অপূর্ব্ব পতিপূজার অনুষ্ঠান দেখে আমার কলুষিত অন্তর যে আজ বিবেকের মধুর হিল্লোলে স্পন্দিত হ'য়ে উঠ্‌লো। ওগো পদদলিতা—ওগো ব্যথিতা—ওগো সতি এস—এস, একটিবার আমার নির্ম্মম বুকে এস, তোমার পুণ্যস্পর্শে আমার হারানো মানবত্বটুকু ফিরে আসুক্‌। (বক্ষে ধারণ)

মাধুরী। স্বামি! স্বামি!

রেবন্ত। ওঃ—ওঃ! ভগবান্‌! বজ্র ফেলে দাও—পৃথিবী দ্বিধা হও. আমি যে আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পার্‌ছিনে। মাধুরি! প্রিয়তমে সতীলক্ষ্মী আমার! ওঠ—ওঠ, কথা কও—কথা কও! কত আশায় —কতদিন তুমি আমার কাছে গিয়েছিলে—কত কেঁদেছিলে ; কিন্তু আমি এমনি নির্দ্দয় যে, তোমার দিকে ফিরেও চাইনি। কি এক মদিরার নেশায় ছুটেছিনু আলেয়ার পেছু পেছু। মাধুরি! ওঃ—ওঃ!

মাধুরী। আশীর্ব্বাদ কর তোমার চরণ-সেবিকা দাসীকে, যেন জন্ম-জন্মান্তর তোমার চরণ পূজা ক'রে যেতে পারি। ওগো, আর তুমি বিপথে যেও না; আমি যেন পরলোকের পথ হ'তে দেখ্‌তে পাই তুমি আবার মানুষ হয়েছ। পদধূলি দাও—বিদায় দাও—

রেবন্ত। যেও না—যেও না দুঃখিনি! নির্ম্মমতার প্রতিদানে অশ্রু-রাশি দিয়ে চ'লে যেও না। অজ্ঞানের চোখে আমি তোমায় চিন্‌তে পারিনি। তুমি যে মর্ত্তোর মানবী নও—অমরার দেবী! যাও দেবি! যাও সতি! তোমার ওই পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে আমি অনুতাপের অশ্রুজল ঢেলে দেবো। তোমার এই ত্যাগের মহিমময়ী মূর্ত্তির পদতলে লুটিয়ে পড়ুক জগতের মা ভগ্নীরা।

প্রহরী সহ শনির প্রবেশ।

শনি। প্রহরি! বন্দী কর রাজভ্রাতাকে।

(প্রহরী বন্দী করিল)

রেবন্ত। য়্যাঁ! একি—একি! ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ!

শনি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! প্রাগ্‌রাজ্য ছারখার কর্‌বো—অপমানের প্রতিশোধ নেবো। শ্রীবৎসের বংশ ধ্বংস কর্‌বো। যাও—নিয়ে যাও প্রহরি!

রেবন্ত। ব্রাহ্মণ! তুমিই না আমার মিত্র? একি মিত্রতা? তুমি না ব্রাহ্মণ! একি তোমার ধর্ম্ম?

শনি। এরই নাম মিত্রতা—এরই নাম ব্রাহ্মণত্ব! তোমার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে গিয়ে শ্রীবৎসের হাতে তুলে দেবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তাকে দগ্ধে দগ্ধে মার্‌বো—তার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে বিভীষিকার সৃষ্টি কর্‌বো। যাও—নিয়ে যাও।

রেবন্ত। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! একি তোমার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! ওঃ—ওঃ! প্রাণ যায়—প্রাণ যায়!

শনি। আরও ভয়ঙ্কর হবো—আরও ভীষণ হবো। প্রলয় বাড়বাগ্নির মত জ্ব'লে উঠ্‌বো—ভূকম্পের মত প্রাগ্‌রাজ্য ধ্বংসের গর্ভে ডুবিয়ে দেবো—মৃত্যুর অভিষেক কর্‌বো। [প্রস্থান।

রেবন্ত। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ! ওরে—ওরে, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে।

মাধুরী। স্বামি! উঃ—ভগবান্! যাবার সময় একি দেখে যাচ্ছি! ওরে—দেবতাকে আমার ছেড়ে দে।

রেবন্ত। ছাড়্—ছাড়্, ছেড়ে দে! উঃ! ওরে, দীপ যে জন্মের মত নিভে যাচ্ছে—আমায় একটিবার দেখ্‌তে দে! ছাড়্—ছাড়্—

[প্রহরী টানিয়া লইয়া গেল।

মাধুরী। উঃ—স্বামি! (মৃত্যু)

গীতকণ্ঠে দেবদূতের প্রবেশ।

গীত।

দেবদূত।—

চল মা সতীরাণি পুণ্য আলোকে।
ত্রিদিববাঞ্ছিত পুণ্য গোলোকে॥
পড়ুক ছড়ায়ে তব মহিমার রাশি,
বিশ্বনিখিল ভূমি উঠুক্ হাসি,
তোমার চরণতলে, পড়ুক সকলে ঢ'লে,
বাজুক্ জয়ের ভেরী সঘনে পুলকে॥

[মাধুরীকে লইয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বন।

শ্রীবৎস ও চিন্তা।

শ্রীবৎস। জ্বালাও কল্যাণ করে
আরতির দীপমালা।
ঢেলে দাও আশিসের ধারা।
ওগো দেবি সন্তাপনাশিনি!
যুগ-যুগান্ত কত অস্ত হয়,
কোথা মা অভয়া তব সান্ত্বনার বাণী?
আজীবন অর্দ্ধাশনে কাটিছে জীবন,
স্মৃতির দংশন—
জননি গো! আর যে সহিতে নারি।
চিন্তা—চিন্তা!
পিত্রালয়ে ফিরে যাও তুমি,
মোর সনে কেন সতি
দিবানিশি সহিবে যন্ত্রণা।
ভাগ্যহীন স্বামী তব তোমারে করিতে সুখী
পারিবে না জীবনে তাহার।

চিন্তা। তুমি যে আমার ওগো শত কামনার।
তুমি মোর আরাধ্য দেবতা—
তুমি মোর বক্ষের সম্পদ্—

তুমি মোর ইহপরকাল।
চরণসেবায় বঞ্চিত হইয়া
কোথায় রহিব আমি বল গো দেবতা ?
কি সুখ সেখানে—
যেখানে পাবো না তব নিয়ত দর্শন,
যেথা নাহি হবে তব চরণ অর্চ্চনা ?
নারীজন্ম হবে না সার্থক ?
নাহি দুঃখ মোর,
তোমার চরণতলে নত করি শির—
ভোগ করি স্বর্গের আনন্দ।

শ্রীবৎস। সতী তুমি, কিন্তু দেবি !
কতদিন এইভাবে সহিবে যন্ত্রণা ?
শ্রীহীনা মুরতি তব করিয়া দর্শন
মনে হয় ত্যজি এ জীবন।

চিন্তা। মোর তরে কেন তুমি হতেছ চঞ্চল ?
কিছু মাত্র নাহি দুঃখ মোর ;
দুঃখ শুধু হেরি তব দীনহীন বেশ।
ওগো নাথ !
বারবার কহিও না ওই কথা আর।
আমি যে চরণ-সেবিকা দাসী—
কোথা যাবো তোমারে ছাড়িয়া ?

শ্রীবৎস। যাক্—ক্ষুধায় কাতর তনু !
আছে কিছু—দিতে পার রাণি ?

চিন্তা। আছে এই শকুল মৎস্য।

দিয়াছে ধীবর এক দয়া করি
উপবাসী জানিয়া মোদের।
দগ্ধ করি দিতেছি তোমারে—
ক্ষুন্নিবৃত্তি কর মহারাজ!
হায়—রাজভোগ নিত্য ছিল যার,
দগ্ধ মীন অদৃষ্টে তাহার আজ।

শ্রীবৎস শীঘ্র দগ্ধ করি দাও চিন্তা!
অসহ্য এ ক্ষুধার যন্ত্রণা।

চিন্তা। দিই মহারাজ! (শোলা মৎস্য দগ্ধ করিল)

শ্রীবৎস হয়েছে?

চিন্তা। হয়েছে; কিন্তু ভস্মমাথা মীন
কেমনে গো করিবে ভক্ষণ?
দাঁড়াও ক্ষণেক—
নদী-নীরে ধৌত করি আনি।

[প্রস্থান।

শ্রীবৎস। গ্রহরাজ! গ্রহরাজ!
আর কত সাধিবে বৈরিতা?
জানি না—কিভাবে আছে
প্রজাকুল মোর।
হয়ত তাহারা দানব-পীড়নে
আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিছে নিয়ত।
একি হায় দৈবের লিখন!
দেব-দেবীর বিবাদে
মানবের একি নির্য্যাতন!

শনি। (নেপথ্যে) দর্পিত রাজন্!
এখনো স্বীকার কর—
লক্ষ্মী হ'তে শ্রেষ্ঠ শনৈশ্চর,
নতুবা আরও ভীষণভাবে হবে নির্য্যাতিত।

শ্রীবৎস। কে—কে, শনৈশ্চর?
চঞ্চল বায়ুর মত
নহে এই মানবের কথা।
যেই মুখে একদিন কহিয়াছি
লক্ষ্মী হ'তে নহ শ্রেষ্ঠ তুমি,
এখন কেমনে কহিব পুনঃ
তুমি শ্রেষ্ঠ কমলা হইতে?
যত পার কর নির্য্যাতন—
অচল হিমাদ্রি সম সহিব নীরবে;
তবু কহিব না জীবনে আমার
তুমি শ্রেষ্ঠ হইতে কমলা।

শনি। (নেপথ্যে) আচ্ছা, দেখ তবে ক্ষমতা আমার।
দেখি তব সহ্য-শক্তি কত।

শূন্যহস্তে চিন্তার প্রবেশ।

চিন্তা। মহারাজ! মহারাজ!
মৃত মৎস্য জীবন্ত হইয়া
হাত হ'তে গেল পলাইয়া।
হায় রাজা! কি দিব খাইতে?

শ্রীবৎস। মৃত মৎস্য হইল জীবন্ত?

চ'লে গেল জলে ?
হাঃ-হাঃ-হাঃ! সুন্দর! সুন্দর!
সুন্দর খেলিছ খেলা দেব শনৈশ্চর—
তুচ্ছ এক মানবের অদৃষ্টের পথে।

চিন্তা। মহারাজ! কি দিব তোমারে ?

শ্রীবৎস। চল ওই নদীর পুলিনে,
পান করি সলিল তাহার
ক্ষুন্নিবৃত্তি করি এবে দোঁহে।

(উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ)

সেনাপতির সাজে শনি, তৎসঙ্গে সৈন্যগণের প্রবেশ।

শনি। সৈন্যগণ! সৈন্যগণ! বধ কর—বধ কর ওই প্রাগ্‌রাজ্যেশ্বরকে।

শ্রীবৎস। কে? কে তুমি?

শনি। কর্ণাটরাজের সেনাপতি! সৈন্যগণ! বধ কর—বধ কর।

শ্রীবৎস। কেন? এখনো কি কর্ণাটরাজের আশার নিবৃত্তি হয়নি সেনাপতি? সব তো নিয়েছে, বাকী প্রাণ দুটী, তাও নেবার সাধ? বাঃ!

শনি। স্তব্ধ হ'ও রাজা! বহু অনুসন্ধানে তোমায় পেয়েছি। সৈন্যগণ!

সৈন্যগণ। জয় কর্ণাটরাজের জয়। (শ্রীবৎসকে হত্যায় উদ্যত)

চিন্তা। ওগো—কে কোথায় আছ, বিপন্নকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।

রতন কাঠুরিয়াসহ অন্যান্য কাঠুরিয়াগণের প্রবেশ।

কাঠুরিয়াগণ। মার্ মার্—দুষমনদের মার্।

শনি। সৈন্যগণ! বধ কর—বধ কর ওই অসভ্য কাঠুরিয়াদের।

[যুদ্ধ ; শনি ও সৈন্যগণের পলায়ন।

রতন। যাক্, দুষমনেরা ভাগিয়ে গেছে। আর তুহাদের ভয় নেই।

শ্রীবৎস। জীবনদাতা কাঠুরিয়াগণ! তোমাদের এ ঋণ আমি জীবন দিয়েও পরিশোধ করতে পার্‌বো না। আজ তোমাদের সাহায্য না পেলে হয়তো আমাদের জীবন পরিত্যাগ কর্‌তে হ'তো। কাঠুরিয়াগণ! এস ভাইসব, জীবনদানের বিনিময়ে নিয়ে যাও। (আলিঙ্গন) আমি আজ দীন দরিদ্র—এ ছাড়া যে আমার কিছু সম্বল নাই।

রতন। কে তুই আছিস্ ভদ্দর? তুহার ইস্ত্রীকো লিয়ে কেন বনে আসিয়েছিস্? কেন ওহি দুষমনের দল তুহাদের জান নিতে আসিয়েছিল?

শ্রীবৎস। জীবনদাতাগণ! আমিই সেই তোমাদের রাজ্যহারা রাজা শ্রীবৎস।

রতন, অন্যান্য। রেজা! রেজা! (সকলে নতজানু হইল)

রতন। রেজা! রেজা! দুনিয়ার মালিক! হামি লোক সব শুনিয়েছে। কুচ্ছু ডর নেহি। তুহারা হামাদের কুঁড়িয়াতে থাকৃবি। রতন সর্দ্দারের কাছে কৈ দুষমন আস্‌তে পার্‌বে না। বাহবা! বাহবা! হামাদের রাজ্যিতে হামাদের রেজা আসিয়েছে—ভাইসব, তুহারা আনন্দ কর্। কই তুহারা লেড়কা লেড়কী, তুরনত্ আয়—তুরনত্ আয়। আরে, হামাদের দেশে যে হামাদের রেজা রাণী আসিয়েছে। ছুটিয়ে আয়—ছুটিয়ে আয়।

বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে গীতকণ্ঠে কাঠুরিয়া
বালক-বালিকাগণের প্রবেশ ।

গীত ।

সকলে ।—

হোঃ-হোঃ-হোঃ, ভারী মজা—
আজ হামাদের ভারী মজা ।
হামাদের এসেছে ভাই রেজা, এসেছে ভাই রাণী,
বাজা রে ভাই বাজা স্ফুর্ত্তিসে মাদল্ বাজা
রেজা রাণীর পায়ে হামরা গড় করি,
আন্‌বে মেরে বরা হরিণ খেতে দিবে পেটভরি,
ওড়াবো বন-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে
হামাদের রেজা-রাণীর ধ্বজা ॥
আজ হামাদের বুকটি হ'লো তাজা—
বুকটি হ'লো তাজা ॥

প্রস্থান ॥

রতন । চলিয়ে আয় রেজা, হামরা ছোটজাত হ'লেও তুহার তো পেরজা আছি ।

শ্রীবৎস । চল—চল বন্ধু ! তোমরা হীন অস্পৃশ্য হ'লেও স্বর্গের দেবতা—জীবনদাতা । আমি তোমাদের সেই পর্ণ-কুটীরে থেকে শতস্বর্গের আনন্দ উপভোগ কর্‌বো । হীন অস্পৃশ্য হ'লেও তোমাদের ভাই ব'লে অবাধে বুকে টেনে নেবো ।

[সকলের প্রস্থান ।

সপ্তম দৃশ্য।

রাজসভা।

ব্রাহ্মণবেশী শনি ও কর্ণাটরাজ।

কর্ণাটরাজ। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! তাহ'লে এখন এ প্রাগ্‌রাজ্য আমার?

শনি। আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! আপনি এখন এ রাজ্যের অধীশ্বর।

কর্ণাটরাজ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ব্রাহ্মণ! আমি তোমার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি চমৎকৃত তোমার মস্তিষ্ক চালনায়। যাক্—এখন কোন্‌দিকের কি ব্যবস্থা করলে?

শনি। কর্ণাটরাজ! সেই রাজদ্রোহী মাধবঠাকুরকে কারারুদ্ধ ক'রে রেখেছি—আর রাজভ্রাতাকে বন্দী করেছি! এইবার রাজভ্রাতাকে হত্যা ক'রে নিষ্কণ্টক হও।

কর্ণাটরাজ। ব্রাহ্মণ!

শনি। স্তব্ধ হও! অবিচলিত প্রাণে আমার আদেশ পালন ক'রে যাও কর্ণাটরাজ! কৈফিয়ৎ চেও না।

কর্ণাটরাজ। কে তুমি—শীঘ্র পরিচয় দাও। ব্রাহ্মণ কি এত কঠোর?

শনি। কঠোর—কঠোর—পাষাণ! আমি কে জান? আমি সেই শ্রীবৎসলাঞ্ছিত গ্রহরাজ শনি। ওই দেখ আমার স্বরূপ মূর্ত্তি!

(অন্তর্দ্ধান ও কৃষ্ণকায় শনি মূর্ত্তির আবির্ভাব)

কর্ণাটরাজ। (ভীত হইয়া) ওঃ—ওঃ! ওকি—ওকি! কি ভীষণ মূর্ত্তি! কৃষ্ণকায়—রক্তচক্ষু! ওঃ—ওঃ! স'রে যাও—স'রে যাও।

(শনির অন্তর্দ্ধান ও পুনরায় ব্রাহ্মণবেশে আবির্ভাব)

শনি। বুঝ্‌লে, আমি কে? এখন নীরবে আমার আদেশ পালন ক'রে যাও, ভবিষ্যতে অনন্ত সুখের অধিকারী হবে।

গীতকণ্ঠে ভাগ্যের প্রবেশ।

গীত।

ভাগ্য

ওর কথা শুনে যেও না আঁধারে,
পাবে না সুখের দেখা।
নয়নের জলে কাঁদিতে হইবে,
ঘুরিবে কালের চাকা॥
আঁধার আলোকে গড়া এ অবনী,
তবে কেন মিছে আশা,
কেন তবে হায় দু'দিনের তরে
নয়নের জলে ভাসা,
ওই আঁধারে উঠিছে ফুটিয়া
নবীন উষার রেখা॥

[প্রস্থান

কর্ণাটরাজ। সাধক! সাধক!

শনি। আবার!

কর্ণাটরাজ। না—না, হ্যাঁ—বল, আমায় কি করতে হবে?

শনি। আজ রেবন্তকে হত্যা করতে হবে। যাক্—উপস্থিত একটু

আনন্দ উপভোগ ক'রে চিত্তে নববলের সঞ্চার কর। নর্ত্তকীগণের সঙ্গীত-সুধা পান কর।

কর্ণাটরাজ। নর্ত্তকীদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি ব্রাহ্মণ!

শনি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তবে দেবশক্তি দেখ কর্ণাটরাজ! মায়া নর্ত্তকীর সৃষ্টি ক'রে তোমায় আনন্দদান করছি। আবির্ভূতা হও মায়া-নর্ত্তকীগণ!

ধীরে ধীরে মায়া-নর্ত্তকীগণের আবির্ভাব।

শনি। মহারাজকে অপূর্ব্ব হাস্যে লাস্যে সন্তুষ্ট কর।

গীত।

মায়া-নর্ত্তকীগণ।—

কুসুমিত উপবনে তুমি হে ভৃঙ্গ।
মোরা যে ফুলরাশি রসে ভরা অঙ্গ।
তোমারই তরে হায় রেখেছি সঞ্চিত,
হবে না তুমি আর পিয়াসে বঞ্চিত,
প্রেমেরি রসে তোমা করিয়া সিঞ্চিত
রাখিয়া দেবো হে করিব রঙ্গ।
কোকিলা কুহু তানে, নয়ন বাণে বাণে,
গোপনে গোপনে করিব কত খেলা,
তুমি হে রসরাজ, তুমি হে অনঙ্গ

[অন্তর্দ্ধান।

কর্ণাটরাজ। চমৎকার—চমৎকার! গ্রহরাজ! তোমার অকৃত্রিম ভালবাসার দ্বারে আমি চিরদিন বন্দী হ'য়ে রইলুম।

শনি। কই রাজভ্রাতা?

(বন্দী রেবন্তকে প্রহরী দিয়া গেল)

রেবন্ত। বিশ্বাসঘাতক কর্ণাটরাজ!

কর্ণাটরাজ। বিশ্বাসঘাতক আমি, না তুমি? ভেবে দেখ রাজভ্রাতা! যারা দেশদ্রোহী—ভ্রাতৃদ্রোহী, তারা কি বিশ্বাসঘাতক নয়? যারা স্বদেশের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য—স্বার্থের প্রতিষ্ঠার জন্য পরকে আপন ব'লে বুকে টেনে নেয়, তারা কি বিশ্বাসঘাতক নয়?

রেবন্ত। উঃ! কি করেছি আমি!
স্থধাভ্রমে খেয়েছি গরল।
হারাইনু নিজদোষে
সতীলক্ষ্মী পত্নীরে আমার;
বিতাড়িত করিলাম দেবতা দেবীরে
স্বার্থের পূজায়।
ওই কাঁদে আর্য্য মোর—
ওই কাঁদে জননী আমার!
ওঃ—ওঃ! বুক যায়—বুক যায়,
ওই যে জননী জনমভূমি
অভিশাপ ঢেলে দেয় শিরে।
অসহ্য—অসহ্য,
মুক্তি দাও—মুক্তি দাও কর্ণাটরাজন্!

কর্ণাটরাজ। মুক্তি? হাঃ-হাঃ-হাঃ!
কণ্টকে কণ্টক করিয়াছি উৎপাটন,
ভুলে যাও মুক্তির স্বপন।

রেবন্ত। আরে আরে রাজ্যলোভী হিংস্র শার্দ্দূল!
না—না, নহে দোষ তব,
আমিই স্বকরে বহ্নি জেলেছি রাজ্যেতে।

খাল কেটে এনেছি কুম্ভীরে আজি
আপন আলয়ে,
পাইলাম উপযুক্ত পরিণাম ফল।
ওগো—ওগো আর্য্য! ওগো দেবি!
ক্ষমা কর—ক্ষমা কর মোরে।
ওই—ওই প্রকৃতি তুলিছে তান বেতার বীণায়
দেশদ্রোহী—ভ্রাতৃদ্রোহী দানব রেবন্ত!
ওই সবে ভ্রুকুটি কটাক্ষ করে হেরিয়া আমারে।
ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও কর্ণাটরাজন্!
বাঁচাই স্বদেশ মোর।

শনি। বধ কর—শিরশ্ছেদ কর এইবার।
শ্রীবৎস রাজন্!
প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

কর্ণাটরাজ। ঘাতক—ঘাতক!

রেবন্ত। আরে আরে নির্ম্মম পিশাচ!
ভাল তুই বন্ধুত্বের দিলি প্রতিদান।
মনে হয়, ছিন্ন করি হাতের শৃঙ্খল
ব্যাঘ্রসম পড়ি বক্ষে
তুলে ফেলি হৃদ্পিণ্ড তোর।

কর্ণাটরাজ। ঘাতক। ঘাতক!

শনি। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ঘাতকের প্রবেশ।

কর্ণাটরাজ। শিরশ্ছেদ কর ত্বরা দর্পিত বন্দীর।

রেবন্ত। উঃ—উঃ! ভগবান্!
একি মোর জীবনের পরিণাম?
ওরে মোর স্বদেশবান্ধব!
আছিস্ কি তোরা?
আয়—আয়, ছুটে আয়—
রক্ষা কর্ অপরাধী ভ্রাতারে তোদের,
ক্ষমা কর্ অপরাধ মোর।
ভ্রমবশে করিয়াছি দলিত তোদের,
চিনি নাই কি সম্পদ্ তোরা।
আয়—ওরে রক্ষা কর্ মোরে।

কর্ণাটরাজ। ঘাতক!

রেবন্ত। কই—কই?
কেউ নেই—কেউ নেই,
সকলেই আনন্দেতে দেয় করতালি।
উঃ! ওরে—ওরে, কেউ কি
আপন মোর আছিস্ রাজ্যেতে?
আয়—আয়, রক্ষা কর্—রক্ষা কর্।
না—না, কেউ নেই আপনার মোর।

লাঠি, বর্শা ইত্যাদি লইয়া মাধব, ঢুলিচাঁদ,
দেবল ও প্রজাগণের প্রবেশ।

মাধব। আছে—আছে কুমার! তোমার আপনার বল্‌তে তোমার স্বদেশবাসী ভাইয়েরা আছে।

প্রজাগণ। মার্—মার্, দেশের শত্রুদের মার্।

কর্ণাটরাজ। সৈন্যগণ! সৈন্যগণ! রাজদ্রোহীদের আক্রমণ কর—আক্রমণ কর।

সৈন্যগণের প্রবেশ ও বাধাদান।

সৈন্যগণ। জয় কর্ণাটরাজের জয়।

(মাধব রেবন্তকে মুক্ত করিয়া দিল)

রেবন্ত। (একজন সৈনিকের হাত হইতে একখানি অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া) কেশরী আজ মুক্ত। এস—এস কর্ণাটরাজ! তোমার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিই।

শনি। দেখ—দেখ তবে দেবতার প্রতাপ! কই—কই, কোথায় তুমি ধ্বংস রাক্ষসী! শীঘ্র আবির্ভূতা হও।

(বিকট অট্টহাস্যে দুই হস্তে অগ্নিগর্ভ ত্রিশূল লইয়া ধ্বংস রাক্ষসীর আবির্ভাব)

তুলিচাঁদ, রেবন্ত ও প্রজাগণ। ওঃ—ওঃ! পরিত্রাহি—পরিত্রাহি!

মাধব। ভয় নাই—ভয় নাই! দেখ—দেখ তবে এই শীর্ণকায় ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-গায়ত্রীর অদ্ভুত ক্ষমতা। (যজ্ঞোপবীত ধরিয়া) কই—কই, কোথায় তুমি ব্রহ্মতেজ! সৃষ্টির অনাচার দমন করতে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মশক্তি দেখাতে আবির্ভূত হও।

(বিস্ফোরণ হইল, চক্রকরে ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব)

শনি। পরাজিত—পরাজিত। [পলায়ন।

[সৈন্যগণ ও ধ্বংস রাক্ষসীর পলায়ন।

কর্ণাটরাজ। কোথা যাই—কোথায় পালাই! ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! গ্রহরাজ! (পলায়নে উদ্যত)

হুলিচাঁদ। কুথায় পালাবি রে বেইমান! আজ তুহাকে বাঘে ধর্‌লো। (কর্ণাটরাজকে বন্দী করিল)

রেবন্ত। বিশ্বাসঘাতক কর্ণাটরাজ! হাঃ-হাঃ-হাঃ! যাও—যাও, কারাগারে নিয়ে যাও।

হুলিচাঁদ। হামার কালীমায়ির পাশে ইহারে বলি দিবে। আরে রে দুষমন! তু ভাবিয়েছিলি, হামরা মানুষ নেহি—হামরা পশু আছে, হামাদের মাটিভি সুবিস্তা আছে?

রেবন্ত। নিয়ে যাও কারাগারে—নয় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করগে।

কর্ণাটরাজ। উঃ—উঃ! গ্রহরাজ—গ্রহরাজ! একি সৌভাগ্য দান করলে আমায়?   [একজন প্রজা কর্ণাটরাজকে লইয়া গেল।

রেবন্ত। মাধব! হুলিচাঁদ! দেবল! ভাইসব! তোমরা আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে—নেশা টুটে গেছে; আমি এতদিন পরে চিন্‌তে পেরেছি আমার জন্মভূমি মাকে, আজ বুঝ্‌তে পেরেছি মর্ম্মে মর্ম্মে—সংসারে আপন বল্‌তে যদি কেউ থাকে, তবে আছে এই ভাই। (নতজানু)

মাধব। বুকে এস কুমার! আজ আর তোমার স্থান পদতলে নয়। (বক্ষে তুলিল) আশীর্ব্বাদ করি, চির-জাগ্রত থাকে যেন ভ্রাতৃপ্রেম—অনুরাগ—স্বদেশ-ভক্তি—স্বদেশ-সেবা।

রেবন্ত। চল মাধব! চল দেবল! চল হুলিচাঁদ! আমাদের রাজা-রাণীকে খুঁজে আনিগে চল। আমি সেই মর্ম্মাহত দেব-দেবীর চরণে অনুতাপের বেদনাতপ্ত অশ্রুজল ঢেলে দিয়ে কৃতপাপের মার্জ্জনা চেয়ে নেবো। প্রাগ্‌রাজ্যের ভগ্ন-মন্দিরে আমার দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠা ক'রে জন্মভূমি মায়ের শুষ্ক মুখে স্বর্গের হাসি ফুটিয়ে তুল্‌বো।

প্রজাগণ। জয় প্রাগ্‌রাজ শ্রীবৎসের জয়!

দ্রুত কঙ্কনের প্রবেশ।

কঙ্কন। বাবা! বাবা!

মাধব। পুত্র আমার! (বক্ষে গ্রহণ) অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব দৃশ্য! ঝঞ্ঝা-আলোড়িত প্রাগ্‌রাজ্যের অন্ধকার আকাশে নবসূর্য্যের অরুণোদয়! সন্ত্রাসিতা—কম্পিত-কলেবরা মাতৃভূমির দলিত বক্ষে ঐক্যের কি মহা-সম্মিলন! নূতন ছন্দে বেজে উঠুক্ আবার মিলন-শঙ্খ আমাদের বেদনাহত এই মাতৃ-মন্দিরে।

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাঠুরিয়া-আলয়।

উন্মত্তভাবে শ্রীবৎসের প্রবেশ।

শ্রীবৎস। চিন্তা নাই! চিন্তা নাই!
এতদিনে চিন্তাহারা হইল শ্রীবৎস।
সতি—সতি! ফিরে এস সতি!
তোমার বিরহ-জ্বালা সহিতে যে নারি।
অতুল ঐশ্বর্য্যসুখ ত্যজিয়া সহাসে
ভাগ্যহীন স্বামি-সাথে
এলে সতি কানন আবাসে;
কিন্তু হায়, হারানু তোমারে আজি
অদৃষ্টের নির্ম্মম আচারে।
দুষ্ট শনি বণিকের বেশে আসি
ল'য়ে গেল চিন্তারে হরিয়া মোর
নিরীহ কাঠুরেগণে করিয়া মোহিত।
ওই কাঁদে চিন্তা অভাগিনী।
ওঃ! ওঃ! ভগবান্!
আর কত দানিবে যন্ত্রণা?
ফিরে এস—ফিরে এস,

জীবনের পথে মোর
কর এসে শান্তি বরিষণ ;
সর্ব্বহারা শ্রীবৎসের নৈরাশ্য আঁধারে
ওগো দেবি !
জ্বাল পুনঃ আশার আলোক।
মা ! মা ! দয়াময়ী জননী আমার !
কি করিলি তুই ?
ফিরে দে মা চিন্তারে আমার।

গীতকণ্ঠে শ্রীর আবির্ভাব।

গীত।

শ্রী।—

কাটিবে আঁধার, জ্বলিবে আলোক,
দূরে যাবে ঘন তমসা।
ওই দেখ অদূরে উষার মিলন হাসি,
মরুভূমি-বুকে নামে শ্রাবণ-বরষা॥
মুছে ফেল অশ্রু, শুভদিন ওই যে,
অদূরে সুখের শঙ্খ ওই যে রে বাজে,
অবসান অবসান—দুঃখের অবসান,
মায়ের চরণে শুধু রাখ ভরসা।

[অন্তর্দ্ধান

শ্রীবৎস। কাটিবে আঁধার—জ্বলিবে আলোক—
তমসার হবে অবসান ?
আসিবে আবার মোর সুখের প্রভাত ?
ওগো দেবি !

বারবার কেন তোল আশার ঝঙ্কার ?
শ্রীবৎসের এ দুঃখের নাহি হবে শেষ।

রতনের প্রবেশ।

রতন। রেজা! রেজা!

শ্রীবৎস। কই রতন, চিন্তা কই? চিন্তা কই?

রতন। রেজা, হামরা বহুত ঢুঁড়লো, লেকেন রাণী মায়ির হামরা কোন পাত্তা পালো না। সব আদ্‌মি তো ফিরিয়ে আস্‌লো। দুষমন শনিঠাকুর তাহারে কুথায় লুকিয়ে রাখ্‌লে, হামরা মালুম কর্‌তে পার্‌ছে না। বোল্‌ রেজা, হামাদের কি দোষ আছে?

শ্রীবৎস। না বন্ধু, তোমাদের কোন দোষ নেই। তোমাদের অকৃত্রিম ভালবাসায় আমি যে দুরদৃষ্ট জীবনের সবটুকু যন্ত্রণা ভুলেছিলুম ; কিন্তু আজ আমারই অদৃষ্টদোষে আমি লক্ষ্মীকে হারিয়ে ফেল্‌লুম। উঃ! কপটী গ্রহরাজ! একি তোমার কপটতার অভিনয়? নদীর চরে নৌকা আট্‌কেছিল, কোন সতীনারীর স্পর্শে নৌকা চর হ'তে আবার জলে ভাসবে—এই প্রতারণার বাণী সরল প্রাণ কাঠুরিয়াদের বুঝিয়ে দিয়ে কৌশলে চিন্তাকে নদীতীরে নিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হ'লো। ধন্য দেবতা! ধন্য তোমার প্রতিহিংসার উপাসনা।

রতন। তু দুখ্য কর্‌িস্‌নে রেজা! তু কাঁদিস্‌ না, হামরা ফিন্‌ ভালা করিয়ে হামাদের রাণীজিকো খুঁজ্‌বে। দুষমন শনিঠাকুরকে দেখিয়ে দিবে—রতন কাঠুরিয়ার হাতিয়ারে কেত্তো শক্তি আছে।

ঋষিবেশী শনির প্রবেশ।

শনি। (স্বগত) দাঁড়াও রাজভক্ত কাঠুরিয়া! আমি কিভাবে আজ তোমার সর্ব্বনাশ করি দেখ। (প্রকাশ্যে) রতন সর্দ্দার!

রতন। কে? আরে, মুনি বাবা আসিয়েছিস্! আয়—আয়। পেন্নাম মুনি বাবা!

শনি। আমি একটা বিশেষ প্রয়োজনে তোমার নিকট এসেছি সর্দ্দার!

রতন। বোল্—বোল্ ঠাকুরবাবা! তুহার কি দরকার আছে? হামার কুঁড়িয়া আজ ধন্হি হ'লো তুহার চরণধূলি পাইয়ে। বোল্—তু কি চাস্?

শনি। বল্‌ছি—কিন্তু আমার আশা কি তুমি পূর্ণ কর্‌তে পার্‌বে কাঠুরিয়া সর্দ্দার? হ্যাঁ—তবে শুনেছি, তুমি খুব দানী। কেউ কখনো তোমার কাছ হ'তে বিফলে ফেরে না। তুমি মহৎ লোক।

রতন। নেহি—নেহি মুনি বাবা! হামিলোক অধম আছে, হামি ছোটা জাত আছে। বোল্ রে ঠাকুর, তুরন্ত্ বোল্, হামি তুহাকে জরুর দিবে।

শনি। দিতে পার্‌বে?

রতন। রতনা কাঠুরে কোব্বি ঝুটাবাত বোল্‌বে না। ছুনিয়াটা পাতালে ডুবিয়ে গেলেও রতনার বাত দোসরা হোবে না। হামারা ছোটা জাত বলিয়ে কি তুহারা হামাদের বাত বিশওয়াস্ কর্‌তে চাস্ না? বোল্ তুই।

শনি। শুন্‌লাম, তোমার আলয়ে নাকি প্রাগ্‌রাজ শ্রীবৎস রাজন্ সস্ত্রীক বাস কর্‌ছে?

রতন। হ্যাঁ ঠাকুরবাবা, এহি হামাদের রেজা। দেখ্—দেখ্, কেমোন হোইয়ে গেছে। শনিঠাকুর হামাদের রেজার কি সর্ব্বনাশ করিয়েছে। একটীবার হামি যদি সেই বেইমান দেওতাকে দেখ্‌তে পায়—তাহ'লে তাকে এক কুড়ুলের ঘায়ে সাবাড় কোরিয়ে ফেল্‌বে।

আর কি বল্‌বো ঠাকুরবাবা! সেই বেইমান দেওতা বণিক সাজিয়ে আসিয়ে হামাদের রাণীজিকো লিইয়ে কাঁহা ভাগিয়ে গেছে।

শনি। আহা! বড় দুঃখের কথা। হ্যাঁ—তাহ'লে আমায়—

রতন। বোল্—তু কি চাস্?

শনি। সর্দ্দার! আমি একটি শ্রীহরিমন্দির নির্ম্মাণের জন্য অর্থভিক্ষা করতে বেরিয়েছিলাম, লক্ষমুদ্রার আবশ্যক; কিন্তু অত মুদ্রা কোথায় পাবো—কেই বা দেবে? আমি প্রাগ্‌রাজ্যে উপস্থিত হ'য়ে শুন্‌তে পেলুম—কর্ণাটরাজ ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি মহারাজ শ্রীবৎসকে তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে পারবে, তাকে লক্ষমুদ্রা পুরস্কার দেবেন। দেব-মন্দির নির্ম্মাণের অর্থ সংগ্রহের সুবর্ণ সুযোগ দেখে যোগবলে জান্‌লাম যে, মহারাজ শ্রীবৎস তোমার আলয়ে বাস কর্‌ছেন। তাই এসেছি মহারাজকে নিয়ে যেতে, যদি লক্ষমুদ্রা প্রাপ্ত হই।

রতন। কি—কি বল্‌লি রে ঠাকুরবাবা! হামাদের রেজাকে ধরিয়ে দিয়ে তু লাখ টাকা নিইয়ে ঠাকুরের মন্দির বানাবি? ছো-ছো-ছো, মুনি-বাবা! তুহার সে মন্দিরে কি ভগওয়ান্‌জী থাক্‌বে—না তুহার পূজা নেবে?

শনি। তাহ'লে তুমি মহারাজকে আমার হাতে দেবে না? ব্রাহ্মণকে ফেরাবে?

রতন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ফেরাবে—ফেরাবে। হামি হামাদের রেজাকে দুষমনের হাতে তুলিয়ে দেবে না। রতন সর্দ্দার কোভি বেইমানি করতে জানে না। হামি যে রেজাকে আশ্রয় দিইয়েছে মুনি! বল্ তো, কেমোন কোরিয়ে আজ উহারে দুষমনের হাতে তুলিয়ে দিবে। নেহি—নেহি, ওহি শয়তানের কাম হামি কোভি কোর্‌তে পার্‌বে না। তু আউর দোস্‌রা কিছু হামার পাশে মাগিয়ে লে মুনি-বাবা! হামি

হাস্‌তে হাস্‌তে তুহারে দিইয়ে দিবে; লেকেন হামি রেজাকে দিতে পার্‌বে না। ছোটা জাত বোলিয়ে কি হামাদের ধরম করম কুচ্ছু নেহি?

শনি। অন্য কিছুর আমার আবশ্যক নেই। বল, দেবে কি না? যদি না দাও, তাহ'লে ভবিষ্যতে কর্ণাটরাজ কর্ত্তৃক তুমি লাঞ্ছিত হবে—তোমার সব যাবে।

রতন। যায় যাবে তো কি হোবে ঠাকুরবাবা! এ পরাণটা কেত্তো দিনের আস্তে? ধন-দৌলত তো উমর ভোর থাক্‌বে না। সবই তো ছোড়িয়ে চলিয়ে যাতে হোবে, লেকেন এহি পাপ কাম কোরিয়ে কি আমি নরকে ডুব্‌বে?

শ্রীবৎস। সর্দ্দার—সর্দ্দার! তুমি ব্রাহ্মণকে বিমুখ ক'রো না। অভ্যাগত ব্রাহ্মণ তোমার দুয়ার হ'তে আজ রিক্তহস্তে ফিরে গেলে তোমার যে অকল্যাণ হবে বন্ধু! আমায় ব্রাহ্মণের সঙ্গে যেতে দাও। কেন উদার প্রাণ আদর্শ রাজভক্ত! পরের জন্যে নিজের দুর্ভাগ্যকে ডেকে আন্‌বে? না—না, আমার জীবনের দৈনন্দিন কর্ম্মের মাঝখান দিয়ে মর্ম্মভেদী করুণ বিলাপ ফুটে উঠুক্। ওগো মানব-দেবতা! আমি তোমার এই নীরব বনানীর স্নিগ্ধ ঘন ছায়ায় দুর্ভাগ্যের রণদামামা বাজতে দেবো না। চলুন ঋষি, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

রতন। নেহি—নেহি, কোভি ওহি কাম হামি কর্‌তে পার্‌বে না। হামি সব্‌ভি ছোড়িয়ে দিবে রাজা, লেকেন তুহাকে তো হামি আর ছোড়্‌তে পার্‌বে না। তুই যে হামাদের রেজা—তুই যে হামাদের মালিক—তুই যে হামাদের মা বাপ্ আছিস্; হামারা যে তুহার ছেলিয়া—পেরজা আছে। তু যা—যা, চলিয়ে যা ঠাকুরবাবা! রতনা কাঠুরে দুনিয়ার কৈকো ডর করে না।

শনি। কি—কি, আরে—আরে নীচ কাঠুরে! তুমি ব্রাহ্মণকে বিমুখ করবে? জান না, এখনি তোমার কি বিপদ উপস্থিত হবে? অভিশাপ—অভিশাপ দেবো রতন! ব্রাহ্মণের তপ্ত অভিশাপে তুমি ধ্বংস হ'য়ে যাবে এখনি। শীঘ্র রাজাকে দাও।

রতন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তু হামায় কি ডর দেখাস্ রে ঠাকুর-বাবা! হামি তুহার শাপমন্ত্রিতে কুচ্ছু ডর পাবে না। মরিয়ে যাবে তো কি হোবে? মরণকে কি কৈ বাঁধিয়ে রাখ্তে পারে? হোবে না মুনি বাবা! তু পৈতে ছিঁড়িয়ে হামায় পুড়িয়ে পাঁশ কোরিয়ে ফেল্লেও রেজাকে পাবি না। রতন সর্দ্দার যে ইহাকে আশ্রয় দিইয়েছে।

শ্রীবৎস। রতন! রতন!

রতন। রতন জঙ্গলে বাস করে বোলিয়ে কি সে বনের জানোয়ার আছে? রতন যদি জানোয়ার হয়, তাহ'লে মুনি ঋষিরাও তো জঙ্গলে বাস করে, উহারাও তো জানোয়ার ঠাকুরবাবা! তুহার যদি অন্য কিছু প্রার্থনা থাকে হামায় বোল্, হামি জরুর দিইয়ে দিবে; লেকেন পেরজা হোইয়ে রেজার সর্ব্বনাশ কোর্তে পার্বে না।

শনি। (স্বগত) আচ্ছা! (প্রকাশ্যে) রাজার বিনিময়ে অন্য কিছু দিতে পার্বে?

রতন। পার্বে—পার্বে, আলবৎ দিতে পার্বে। বোল্—বোল্ তু কি চাস্?

শনি। তাহ'লে তোমার পুত্রের হৃদ্‌পিণ্ডটা তুলে আমার হাতে দাও। দেখি, তুমি কতবড় দাতা রাজভক্ত!

শ্রীবৎস। ও-হো-হো-হো! ভগবান্!

রতন। এই কথা? দিবে—দিবে মুনি-বাবা! হামি জরুর হামার

লেড়কার হৃদ্‌পিণ্ডটা তুলিয়ে তুহাকে দিবে। তু দাঁড়া, হামি লেড়কাকো লিইয়ে তুরন্ত্‌ আস্‌ছি। (প্রস্থানোদ্যত)

শ্রীবৎস। কোথা যাও উন্মত্ত পরোপকারী বন্ধু! যেও না—ভেবে দেখ, তুমি আজ কি অমানুষিক কার্য্য করতে উদ্যত হয়েছ। পিতা হ'য়ে নিজ পুত্রকে হত্যা করবে অপরের মঙ্গলের জন্য? আমি চাই না রতন, তোমার সে মর্ম্মভেদী মঙ্গল।

শনি। কই—এনে দাও।

রতন। সরিয়ে যা রেজা! হামার লেড়কা যাবে তো কি হোবে? তুহি যে দেশের রেজা—তুহার পরাণটা যে লাখ্‌ টাকার। নেহি—নেহি, সরিয়ে যা—সরিয়ে যা, হামি ঠাকুরবাবাকে খোস্‌ করবে। হামার বহুত পুণ্যি আছে যে, বামুনঠাকুর হামার পাশে ভিক্‌ মাংছে। তু একটু দাঁড়া ঠাকুরবাবা, হামি লেড়কাটাকে আন্‌ছে।

[দ্রুত প্রস্থান।

শ্রীবৎস। রতন! রতন! হায়! ভগবানের একি লীলা! ঋষি! ঋষি! দয়া কর—করুণা কর—ত্যাগের মহিমা দেখাও।

শনি। আমি বধির মহারাজ!

পুত্রকে টানিতে টানিতে ছুরিকাহস্তে রতনের প্রবেশ।

রতন। আয়—আয় রে লেড়কা, তুহার জনম আজ ধন্যি হোবে!

শনি। দাও—দাও, শীঘ্র হৃদ্‌পিণ্ড দাও।

শ্রীবৎস। রতন! নির্ম্মম জল্লাদ! দাও—দাও, ছেড়ে দাও পুত্রকে, আমি এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড হ'তে দেবো না। চল—চল ঋষি! আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

রতন। চুপ কর্‌ রেজা—চুপ কর্‌। হামায় বাধা দিস্‌ না।

পুত্র। বাপ্‌জি! বাপ্‌জি!

রতন। হরিবোল—হরিবোল বল্ রে বেটা! হামি আজ তুহাকে হরির পাশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। (পুত্রের হৃদ্‌পিণ্ড উৎপাটনে উদ্যত)

শ্রীবৎস। বিপদতারিণী মা আমার! রক্ষা কর মা দারুণ সঙ্কটে।

লক্ষ্মী। (নেপথ্যে) ভয় নেই পুত্র—ভয় নেই! পিতা জলধি—পিতা জলধি! প্রলয় তাণ্ডবে ছুটে এসে প্রতারক শনৈশ্চরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাও। শাস্তি দাও—শাস্তি দাও তাকে।

(নেপথ্যে কল্লোল-ধ্বনি)

(নেপথ্যে—"গেল—গেল, সব ডুবে গেল। ভয়ানক বান—ভয়ানক বান, পালা—পালা")

শনি। আচ্ছা—আচ্ছা!

[পলায়ন।

শ্রীবৎস। উত্তাল তরঙ্গ ওই হু-হু শব্দে ছুটে আসছে, পালিয়ে এস—পালিয়ে এস সর্দার! ভগবানের আবার একি আর্ত্তরক্ষার অভিনব মহিমা!

রতন। চল্—চল্ রেজা! দেখি, এ আবার কি হ'লো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উপবন।

ভদ্রাবতী উপবিষ্ট, সখীগণ গাহিতেছিল

গীত।

সখীগণ।—

কুঞ্জ-দুয়ারে তোর ঐ আসে মনচোর,
আর কেন ওলো সই হুতাশে।
আর সে যাবে না ফিরে, রহিবে তোমারে ঘিরে,
যৌবন মধুটুকু আশে॥
তোমার বীণাটী আর তাহার বীণাটী
এক সুরে উঠিবে লো বেজে,
মনোদুঃখে কেন আর চেয়ে থাকা পথ তার
সাজ লো অভিনব সাজে,
সে যে লো আসিছে সই আকুল পিয়াসে॥

১ম সখী। ওলো ভাই, শুনেছিস্, কাল যে আমাদের রাজকুমারীর স্বয়ম্বর।

২য় সখী। স্বয়ম্বর না হ'লে কি আর চলে?

৩য় সখী। এদিকে যে মদনবাণে অঙ্গ সদাই জ্বলে।

ভদ্রাবতী। তোদের কেবল ওই কথা।

২য় সখী। ও-হো-হো! কি ব্যথা!

সকলে। অমন কর্‌ছিস্ কেন লা?

২য় সখী। ভ্রমরা বঁধু কই এলো ?

ভদ্রাবতী। তোরা এখন যা সখিগণ !

সখীগণ। যাচ্ছি গো যাচ্ছি, এখন কি আর ভাল লাগে—পাবে যে এবার মদনমোহন।

[সখীগণের প্রস্থান।

ভদ্রাবতী। কল্য মোর স্বয়ম্বর !
দিকে দিকে হয়েছে প্রচার—
সৌতিপুরে আনন্দ-উৎসব।
কলিঙ্গ, তৈলঙ্গ, মৎস্য,
মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, পাঞ্চাল—
একে একে উপনীত হেথা ;
কিন্তু মোর আরাধ্যদেবের না পাই সন্ধান।
কার গলে বরমাল্য করিব প্রদান ?
প্রাগ্‌রাজ্য-নৃপতির শুনিয়া বীরত্ব-গাথা
অতুলন কীর্ত্তির মহিমা—
মনে মনে তাঁহারি চরণতলে স'পেছি পরাণ।
তিনি মোর জীবন-ঈশ্বর ;
কিন্তু কই, কোথা তিনি ?
নিমন্ত্রণ হয়নি কি তাঁর মোর স্বয়ম্বরে ?
ওগো দেবি পার্ব্বতি ঈশানি !
যাঁর তরে নিত্য মাগো
করি তব আরাধনা পূজার মন্দিরে—
জানাই কামনা তব রাতুল চরণে,
কই—কই গো জননি মোর জীবনবল্লভ ?

এনে দাও—এনে দাও তাহারে জননি !
সতী-ধর্ম্ম সতী-মান রাখ গো আমার,
স্বয়ম্বর-সভাস্থলে
পাই যেন দর্শন তাঁহার।
পূর্ণ যেন হয় মনোরথ। (উদ্দেশ্যে প্রণাম)

ভগবতী। (নেপথ্যে) রাজবালা !
পূর্ণ তব হবে মনোরথ—
স্বয়ম্বর-সভামাঝে
পাবে তব জীবনদয়িতে।

ভদ্রাবতী। মা ! মা ! সহস্র প্রণাম পদে।
আনন্দের বাজিল বিষাণ,
পাব মোর জীবনদয়িতে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পুষ্পোদ্যান।

গীতকণ্ঠে রত্নাবতী ও মালিনীর প্রবেশ

গীত।

রত্নাবতী।—

আমার এ ফুলের বাগান শুকিয়ে কেন যায়।
ফোটে না ফুলরাশি, গন্ধে মেতে
ছোটে না ফুর্‌ফুরে ওই মলয় বায়।

আসে না ভোমরা বঁধু লুটতে মধু
তোলে না বিহগ-বঁধু তান,
হয় না আমার মালা গাঁথা বকুলতলায়
গুমরে উঠে প্রাণ,
ও মালি! ও মালি! তুই কোথায় গেলি,
আয় রে যাদু ছুটে আয়।

[প্রস্থান।

শ্রীবৎসের প্রবেশ।

শ্রীবৎস। একি! নদীর জলে ভাসতে ভাসতে কোথায় চ'লে এসেছি? জানি না এ কোন্ দেশ, সবই যে অচেনা ব'লে বোধ হ'চ্ছে! কাঠুরিয়ার আলয় হ'তে চিন্তার অন্বেষণে বেরিয়ে সুরভি মাতার আশ্রমে উপস্থিত হই; তারপর দৈববিড়ম্বনায় এক বণিক কর্ত্তৃক নদী-গর্ভে নিমজ্জিত হই; কিন্তু মাতৃ-আশীর্ব্বাদে নদীর জলে ভাসতে ভাসতে এই পুষ্পোদ্যানের নিকট উপস্থিত হয়েছি। জীবন ফিরে পেলাম, কিন্তু আমার চিন্তা কই? চিন্তা! চিন্তা! হতভাগিনী জীবনসঙ্গিনী আমার, তুমি কোথায়? আমি যে তোমার জন্য উন্মাদ হয়েছি রাণি! এস—এস, ফিরে এস!

রম্ভাবতীর প্রবেশ।

রম্ভাবতী। ওমা—একি গো! আজ আমার শুকনো ফুলের বাগানে যে রাশি রাশি ফুল ফুটে উঠ্‌লো! বাঃ—বাঃ! এ্যাঁ—এ আবার কি হ'লো! আমার যেন কি মনে হ'চ্ছে গো! রম্ভা মালিনীর কি তাহ'লে কপাল ফির্‌লো নাকি? কাল রাজকন্যার স্বয়ম্বরে ফুলের মালা দিয়ে অনেক পুরস্কার পাবো; কিন্তু এত ফুল সহসা কি ক'রে ফুটে উঠ্‌লো। ওমা, আমার যে স্বপ্ন ব'লে মনে হ'চ্ছে গো! (শ্রীবৎসকে দেখিয়া)

ওকি—ওকি! কন্দর্পের মত একজন সুন্দর পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে যে; কে—কে, দেবতা নাকি? (অগ্রসর) কে আপনি মশায়?

শ্রীবৎস। রমণি! আমি একজন বণিক। আমার বাণিজ্যতরী সহসা জলে নিমজ্জিত হওয়ায় আমিও নিমজ্জিত হ'য়ে ভাসতে ভাসতে ভাগ্যক্রমে কূল পেয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। এ কোন্ দেশ নারি?

রম্ভাবতী। এটা সৌতিপুর, মহারাজ বাহুদেব এখানকার রাজা। মহাশয়! আপনার পায়ের ধূলো প'ড়ে আমার শুক্‌নো ফুলের বাগানে আবার রাশি রাশি ফুল ফুটে উঠেছে। আপনি নিশ্চয় কোন দেবতা, নইলে এমনটা হবে কেন? আসুন আমার কুটীরে, আমি দেবতার চরণ পূজা ক'রে ধন্য হবো।

শ্রীবৎস। না ভদ্রে, আমি দেবতা নই। হ্যাঁ, তুমি কে?

রম্ভাবতী। আমার নাম রম্ভাবতী মালিনী। এইখানেই আমি বাস করি। (নহবৎ ধ্বনি)

শ্রীবৎস। ওকি! নহবৎ ধ্বনি শ্রুত হ'চ্ছে যে! এ রাজ্যে যেন একটা মহোৎসবের ছায়া দেখ্‌ছি ভদ্রে! বোধ হয় সৌতিপুরে কোন উৎসব আছে?

রম্ভাবতী। আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল আমাদের মহারাজের কন্যা ভদ্রাবতীর স্বয়ম্বর। দেশবিদেশের রাজা এখানে উপস্থিত হয়েছে। এখন আসুন বিশ্রাম কর্‌বেন, আপনি বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন। কাল আপনাকে স্বয়ম্বর দেখাতে নিয়ে যাবো। দেখ্‌বেন আমাদের রাজকন্যা কি সুন্দরী। আসুন।

শ্রীবৎস। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্বয়ম্বর-সভা।

বিভিন্নদেশীয় রাজন্যবর্গ এবং বাহুদেব আসীন ; অদূরে কদম্ব তরুমূলে শ্রীবৎস দণ্ডায়মান।

(নহবৎ বাদ্য বাজিতেছিল)

বাহুদেব। মাননীয় নিমন্ত্রিত দেশীয় রাজন্যবর্গ! আপনারা অনুমতি করুন, স্বয়ম্বয়-সভায় আমার কন্যাকে আনয়ন করি। শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত।

রাজন্যবর্গ। আমরা অনুমোদন কর্‌ছি, কন্যা আনয়ন করুন।

বাহুদেব। কে আছিস্‌, ভদ্রাকে এখানে নিয়ে আয়।

সহচরীসহ পুষ্পমাল্যহস্তে ভদ্রাবতীর প্রবেশ।

বাহুদেব। মা! মা! এইবার মনোমত জনে বরমাল্য অর্পণ ক'রে শুভকার্য্য সম্পন্ন কর। বিভিন্নদেশীয় রাজন্যবর্গ উপস্থিত, সকলেই এক একজন মহারথী।

ভদ্রাবতী। (স্বগত) কই মোর আরাধ্যদেবতা!
কেমনে চিনিব তাঁরে?
মা! মা! কর মা বিপদে ত্রাণ—
পড়েছে কিঙ্করী তব বিপদ-অর্ণবে।
কূল দে মা হৈমবতি—
রক্ষা কর্‌ নারীধর্ম্ম মোর।

বাহুদেব। বিলম্ব কর্‌ছো কেন ভদ্রা! শুভক্ষণ যে অন্তর্হিত প্রায়।

ভদ্রাবতী। (স্বগত) হায়—কার গলে বরমাল্য করিব প্রদান!
কোথা—কোথা মোর স্বপ্নের ছবি—
কোথা মোর কামনা সম্পদ্!
মা! মা! আর কেন করিস্ ছলনা
দীনা কন্যা সনে।
কর্ মা উদ্ধার বিপদনাশিনি!

ভগবতী। (নেপথ্যে) ওই কদম্বতরুতলে
জীবনদয়িত তব।

সকলে। (সাশ্চর্য্যে) ওকি! ওকি!

ভদ্রাবতী। কদম্বতরুর তলে জীবনদয়িত মোর!

(দ্রুত অগ্রসর হইয়া অদূরে উপবিষ্ট শ্রীবৎসের গলে বরমাল্য প্রদান)

সকলে। য়্যাঁ! একি! একি! একজন দীন ভিখারীর গলায় রাজকন্যা বরমাল্য অর্পণ কর্‌লে, ধিক্—ধিক্!

বাহুদেব। ভদ্রা—ভদ্রা! একি কর্‌লি কন্যা! একজন অন্ত্যজের গলায় বরমাল্য দিলি? ছিঃ—ছিঃ! একি তোর দুর্ভাগ্য!

রাজন্যবর্গ। চল—চল, বেশ হ'লো।

[প্রস্থান।

বাহুদেব। ভদ্রা—ভদ্রা! পিতৃ-অপমানকারিণী প্রগল্‌ভা কন্যা, কর্‌লি কি! উচ্চবংশের গৌরব-গরিমা ভুলে গিয়ে একজন হীনমতির গলে বরমাল্য অর্পণ কর্‌লি? দূর হ'—দূর হ'! আমি আর তোর মুখ দর্শন করতে চাই না।

ভদ্রা। পিতা! আমি যে স্বয়ম্বরে স্বাধীনা, মনোমত জনে স্বামী ব'লে নির্ব্বাচন করেছি। ইনি হীন কুলোদ্ভব হ'লেও এখন আমার স্বামী—আমার দেবতা। (প্রণাম)

বাসুদেব। দূর হ'—দূর হ'! আমার রাজ্য ছেড়ে চ'লে যা। আমি তোর পাপমুখ আর দর্শন করবো না। উঃ! আমার মান-সম্মান সব নষ্ট হ'লো।

ভগবতী। (নেপথ্যে) মহারাজ বাসুদেব! জামাতা তোমার হীনকুলোদ্ভব নয়—জামাতা তোমার প্রাগ্‌রাজ্য-অধিপতি মহামতি শ্রীবৎস রাজন্।

বাসুদেব। হ্যাঁ! সেকি—সেকি! ধন্য—ধন্য আমি, ধন্য ভদ্রা! মহারাজ—মহারাজ! আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

শ্রীবৎস। সৌতিপুররাজ! আপনি মহান্, আপনি যে আজ আমার পূজনীয়। আমার এ ছদ্মবেশ ধারণের অপরাধ আপনি মার্জ্জনা করুন।

বাসুদেব। বাঃ! বাঃ! চমৎকার প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। সৌতিপুর-রাজের জামাতা আজ প্রাগ্‌রাজ্যেশ্বর মহামতি শ্রীবৎস। আনন্দ কর—আনন্দ কর। ওরে, কে আছিস্—কে আছিস্, কন্যা-জামাতাকে বরণ ক'রে ঘরে তোল্।

(পুরনারীগণ শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি করতঃ শ্রীবৎস ও ভদ্রাকে পুরীমধ্যে লইয়া গেল)

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রাঙ্গণ।

দেবল, দুলিচাঁদ, মাধব ও রেবন্তের প্রবেশ।

রেবন্ত। আনন্দ সংবাদ—আনন্দ সংবাদ মাধব! দাদা আমার আবার ফিরে আস্‌ছে। উৎসবের বন্যা ছুটিয়ে দাও—সাজাও তোরণদ্বার পুষ্প-সম্ভারে—সৌধে সৌধে বিজয়পতাকা উত্তোলন কর, দাদা আমার ফিরে আস্‌ছে। আজ আমি মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো ভাই সব!

(নেপথ্যে। জয় আমাদের রাজার জয়।)

শ্রীবৎস, ভদ্রাবতী ও প্রজাগণের প্রবেশ।

শ্রীবৎস। কই—কই, আমার হারানো সম্পদ্ সব কই? রেবন্ত—রেবন্ত! ভাই!

রেবন্ত। আর্য্য! আর্য্য! (পদতলে পতন)

প্রজাগণ। মহারাজ! মহারাজ! (নতশির হইল)

রেবন্ত। দাদা—দাদা! ভুলের বশবর্ত্তীতে তোমার কোমল প্রাণে যে নিদারুণ ব্যথা দিয়েছিলাম; আমার অপরাধ ক্ষমা কর দাদা!

শ্রীবৎস। ওরে স্নেহের অনুজ! আজ আমার স্বর্গের আনন্দ, তোকে যে আবার ফিরে পেয়েছি। দেবল, দুলিচাঁদ, মাধব, তোমাদের অপূর্ব্ব রাজভক্তি দেখে আমি বিস্মিত। তোমাদের ঋণ জীবনের বিনিময়েও পরিশোধ হবে না।

চিন্তাকে লইয়া শনির প্রবেশ।

শনি। ধরুন মহারাজ! আপনার সতীলক্ষ্মী স্ত্রীকে। আমিই এই দেবীকে বণিকবেশে হরণ ক'রে লুকিয়ে রেখেছিলুম।

শ্রীবৎস। চিন্তা—চিন্তা! বুকে এস কল্যাণি! (বক্ষে ধারণ)

চিন্তা। স্বামি! দেবতা! (প্রণাম)

শনি। মহারাজ শ্রীবৎস! আপনি ধন্য, আপনার মহত্ত্বের নিকট শনৈশ্চর পরাজিত। শনৈশ্চরের সুভীষণ আক্রমণে আপনি যে আপনার মানবত্ব রক্ষা ক'রে এসেছেন, এই যথেষ্ট। আপনার কীর্ত্তি-গাথা ভারতের বুকে অমর হ'য়ে থাকুক্। আমার প্রকোপ হ'তে সে ব্যক্তি রক্ষা পাবে, যে ব্যক্তি শ্রীবৎসের কাহিনী পাঠ ও শ্রবণ কর্‌বে। এত-দিন পরে আপনার দেহ হ'তে আমি বহির্গত হ'য়ে চল্‌লুম। ক্ষমা কর্‌বেন আমার সেই নির্য্যাতনকে; আপনাকে আদর্শ মানব ক'রে গড়ে তোল্‌বার জন্যই শনৈশ্চরের সেই শত্রুতাসাধন। এখন সতী সাধ্বী দুই পত্নী নিয়ে অনন্ত সুখে জীবনযাপন করুন—এই আমার আশীর্ব্বাদ।

(অন্তর্দ্ধান)

শ্রীবৎস। প্রণাম—প্রণাম তব পদে দেব শনৈশ্চর! (প্রণাম)

সকলে। জয় মা লক্ষ্মীর জয়।
জয় ধর্ম্মরাজ প্রাগ্‌রাজ্যেশ্বর শ্রীবৎসের জয়।

ঝাঁপিহস্তে লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। অনন্ত নীলিমা হ'তে
শুভাশিস্ হউক্ বর্ষিত।
দিগ্‌-দিগন্ত মুখরিত করি

বাজুক্ কীর্ত্তির ভেরী
সঘনে তোমার ;
অমরভুবন হোক্ প্রাগ্‌রাজ্য পুনঃ।
দূর হোক্ দুঃখ দৈন্য অভাব তাড়না—
আনন্দের ছুটুক্ তরঙ্গ—
শান্তিময় হোক্ এই প্রাগ্‌রাজ্য এবে।
ওরে মোর মাতৃভক্ত আদর্শ সন্তান !
ধর—ধর বৎস অমৃত সমৃদ্ধি,
কুবের ভাণ্ডার—**মায়ের এ দান।**

(শ্রীবৎসের হস্তে ঝাঁপি প্রদান, সকলে শির নত করিল)

যবনিকা।